A

SHORT

History of Tamluk

BY

TRAILOKYA NATH RAKSHIT,

Vice-Chairman of the Municipality ; Honorary Magistrate for the Independent Bench : Secretary to the Dispensary Committee ; Member of the Local Board ; Member of the School Committee—Tamluk ; and Editor and Managing Proprietor of the late "Tamluk Patrika."

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত প্রণীত।

PRINTED BY R. DUTT
HARE PRESS
46, BECHU CHATTERJEE'S STREET.
1902

মূল্য ।৵০ বার আনা মাত্র।

এই

স্বদেশীয়

ইতিহাস

স্বজাতীয় রাজা

শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দেব বাহাদুরের

পবিত্র নামে

উৎসর্গ

করিলাম।

গ্রন্থকার।

বিজ্ঞাপন।

ইতিপূর্ব্বে তমোলুক সম্বন্ধে যে পুস্তিকা বা প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে, সেই সকলের একত্র সমাবেশের উদ্দেশ্যেই তমোলুক-ইতিহাসের সৃষ্টি। কিন্তু এখনও এমন অনেক পুস্তকে তমোলুকের বিষয় লিখিত আছে, যাহার নাম পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই; এবং যে সকল পুস্তকে তমোলুকের বিষয় লেখা আছে বলিয়া জানিয়াছি, তাহারও কতকগুলি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। এমতাবস্থায় ইহা কেবল বাঙ্গালা ইতিহাস বা ভারত-ইতিহাস লেখকগণের ন্যায় এক এক পদ অগ্রসর হওয়া মাত্র। ভবিষ্যতে ইহা দ্বারা কোন ইতিহাস লেখকের কিঞ্চিৎ উপকার হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

ইহার প্রথম ছয় অধ্যায় সুবিখ্যাত "নব্যভারত" নামক সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা স্থানে স্থানে সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া সপ্তম অধ্যায়সহ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

আমি যে সকল পুস্তক হইতে উদ্ধৃত বা অনুবাদ করিয়াছি,

তাহার কোনটীতে যদি উদ্ধৃত চিহ্নাদি দিতে ভ্রম হইয়া থাকে, তজ্জন্ত যে সকল পুস্তকের সাহায্য লইয়াছি, তাহার নামের তালিকা স্বতন্ত্র প্রকাশ করিলাম।

তমোলুক-ইতিহাস সংগ্রহ সম্বন্ধে যিনি যাহা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল গুপ্ত, বি, এ, মহাশয়ের নিকট আমি ঋণী। তাঁহার প্রদত্ত নোট হইতে আমি অনেক সাহায্য পাইয়াছি। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত তারকনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই পুস্তকের প্রুফ সংশোধন করিয়াছেন, এবং শ্রীযুক্ত বাবু সদানন্দ বেরা ঘটনা সংগ্রহ সম্বন্ধে বিস্তর সাহায্য করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

তমোলুক
১৪ই এপ্রিল, ১৯০২।
১লা বৈশাখ, ১৩০৯।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত।

তমোলুক ইতিহাস।

প্রথম অধ্যায়।

উপক্রমণিকা।

সভ্যদেশ মাত্রেরই আদিম বৃত্তান্ত জানিবার জন্য অন্তঃকরণে স্বভাবতঃই ঔৎসুক্য জন্মিয়া থাকে। কিন্তু প্রাচীন কালের বিশুদ্ধ ইতিহাস নিতান্ত দুর্লভ হওয়ায় সেই সমস্ত বৃত্তান্ত জানিবার সদুপায় নাই বলিয়া মনোমধ্যে ক্ষোভের উদয় হয়। বিশেষতঃ ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকালে, ইতিহাস লিখিবার বিশুদ্ধ প্রণালী প্রচলিত ছিল না। আমাদের প্রাচীন পুরাবৃত্ত লেখকগণ কবি ছিলেন; সুতরাং প্রকৃত ঘটনার বিবরণ লেখা অপেক্ষা কবিত্ব-শক্তি প্রকাশ করাই

তাঁহাদিগের প্রধান অভিপ্রায় ছিল। এমন কি, স্থানে স্থানে ঘটনা সকল এ প্রকার সরস কবিতাবলী ও অলঙ্কারাদিতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহা নির্ণয় পূর্ব্বক কবিতাংশের পরিহার এবং ঘটনাংশ গ্রহণ করিয়া প্রকৃত ইতিহাসযোগ্য বাস্তবিক বৃত্তান্ত বর্ণন করা সাধ্যায়ত্ত নহে। তাহার পর বিদেশীয় পরিব্রাজকগণ সময়ে সময়ে এতদ্দেশে আগমন করিয়া তাঁহাদের আপন আপন ভ্রমণ-বৃত্তান্তে এবং অপরাপর-লেখকগণ তাঁহাদের রচিত পুস্তক ও প্রবন্ধাদিতে এতদ্দেশের বিষয় যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহাও স্থানে স্থানে মতবিরোধী। সুতরাং কোন দেশের প্রকৃত বৃত্তান্ত-ঘটিত একখানি ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা যে কতদূর দুষ্কর, তাহা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন। এরূপ অবস্থায় মাদৃশ সামান্য বুদ্ধি লোকের পুরাবৃত্ত লিখিতে উদ্যত হওয়া বিজ্ঞ সমাজে উপহাসাস্পদ হইবার কল্পনা মাত্র। তথাপি "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই মহাবাক্যে উৎসাহিত হইয়া তমোলুকের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম। ভরসা করি, এই সকল উপকরণ সময়ক্রমে কোন সুনিপুণ শিল্পিহস্তে বিন্যস্ত হইয়া বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণে সাহায্য করিবেক।

স্থান-নির্দ্দেশ ও সীমা।

তমোলুকের প্রাচীন নাম—তাম্রলিপ্ত (১); তাম্রলিপ্তী (২); বেলাকূলং, তামলিপ্তং, তামলিপ্তী, তমালিকা (৩); দামলিপ্তং, তমালিনী, স্তম্বপু, বিষ্ণুগৃহং (৪); তমোলিপ্ত (৫); ও তমোলিপ্তী (৬)।

বৌদ্ধগণ ও চীন্‌দেশীয় পরিব্রাজকগণের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে ইহার নাম "তমোলিত্তি" (৭) ও "তম্মোলিতি" (৮) বলিয়া উল্লেখ আছে। মুসোঁ জুলীয়েন সাহেব ও জেনারল কনিংহ্যাম সাহেব বলেন, 'তম্মোলিতি' কথাটী পালি সংস্কৃতের তাম্রলিপ্ত কথার অপভ্রংশ (৯)।

---

(১) ইতি মহাভারতম্।
(২) ইতি ভারতকোষ।
(৩) ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ।
(৪) ইতি হেমচন্দ্রঃ।
(৫) ইতি শব্দরত্নাবলী।
(৬) ইতি শব্দকল্পদ্রুমঃ।

(৭)—"In the writings of the Buddhists of Ceylon the name appears as Tamolitti, corresponding to the Tamluk of the present day."

See. "Ancient India as described by Megasthenes and Arrian" by J. W. Mc. Crindle, M. A., P. 138.

(৮) Vide Si-yu-ki, by Samuel Beal, Vol. II, P. 200.

(৯) Vide Hunter's Orissa, Vol. I. P. 311.

তাম্রলিপ্তের অপভ্রংশে আধুনিক তমোলুক নাম হইয়াছে। ভবিষ্যপুরাণ—ব্রাহ্মখণ্ডে লিখিত আছে,—

"তাম্রলিপ্ত-প্রদেশে চ বর্গভীমা বিরাজতে
গোবিন্দপুর-প্রান্তে চ কালী সুরধুনী তটে ॥ ৯ ॥"
দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ইহা দ্বারাই তাম্রলিপ্তের অপভ্রংশ হইতে যে তমোলুক নাম হইয়াছে, সপ্রমাণ হইতেছে ; কারণ বর্গভীমা নাম্নী দেবী তমোলুক ভিন্ন অপর কোন স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় না।

"শব্দকল্পদ্রুমে" তমোলিপ্তী ও তামলিপ্ত শব্দের অর্থে তমোলুক বলিয়া (১০), "বাচস্পত্যে" তমালিকা, তমালিনী ও তামলিপ্ত শব্দের অর্থে তমলুক বলিয়া (১১) ও এইচ্, এইচ্, উইলসন সাহেবের "সংস্কৃত এবং ইংরাজী অভিধানেও" তমালিকা, তমোলিপ্তি, তামলিপ্ত ও দামলিপ্ত শব্দের অর্থে (modern Tumlook) আধুনিক তমোলুক বলিয়া লিখিত আছে (১২) ; এবং "প্রকৃতিবাদ অভিধান" (১৩) ও "শব্দার্থ প্রকাশিকা" (১৪) প্রভৃতি বাঙ্গালা অর্থপুস্তকেও

---

(১০) শব্দকল্পদ্রুমঃ, পুনঃ প্রকাশিত, ১৪২৩ ও ১৪৪৯ পৃষ্ঠা দেখ।

(১১) বাচস্পত্য, ৩২৪০ ও ৩২৭০ পৃষ্ঠা দেখ।

(১২) Vide H. H Wilson's 'Sanskrit and English Dictionary', pp. 382, 383, 387 and 422.

(১৩) সচিত্র প্রকৃতিবাদ অভিধান, বরাটপ্রেসে মুদ্রিত, ৭৪৭, ৭৪৮, ৭৫৮, ৭৫৯ ও ৮১৫ পৃষ্ঠা দেখ।

(১৪) শব্দার্থ প্রকাশিকা, শ্রীরামপুর চন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত, ২০৩ ও ২০৭ পৃষ্ঠা দেখ।

তমালিকা, তমালিনী, তমোলিপ্তী, তামলিপ্ত, তামলিপ্তী, তাম্রলিপ্ত ও দামলিপ্ত শব্দের অর্থে তমোলুক বলিয়া লেখা আছে।

আমাদের বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ (Antiquarian) ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র, LL. D. ও পাটনা কলেজের অধ্যক্ষ জে, ডব্লিউ, মাক্রিণ্ডেল সাহেবের প্রাচীন ভারতবর্ষের মানচিত্রে "তাম্রলিপ্ত বা তমোলুক" বলিয়া লেখা আছে; এবং এইচ্, এইচ্, উইলসন সাহেব, জেনারল কনিংহাম সাহেব, মাননীয় এম, এলফিন্ষ্টোন সাহেব, ডাক্তার ডব্লিউ, ডব্লিউ, হণ্টার সাহেব, মাননীয় রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই, ও রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর প্রভৃতি তাম্রলিপ্তের আধুনিক নাম তমোলুক বলিয়া আপনাপন পুস্তকে লিখিয়াছেন।

Tamalities, moreover, which has been satisfactorily identified with Tamluk." (১৫) এবং "Tamalities represents the Sanskrit Tamralipti, the modern Tamluk." (১৬)

সুতরাং তমোলুক যে, প্রাচীনকালের সমুদ্রতীরস্থিত সমৃদ্ধিশালী মহানগর তাম্রলিপ্তের আধুনিক হীন পরিণতি, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

কোন দেশের ইতিহাস লিখিতে হইলে অগ্রে তাহার

---

(১৫) Vide Indian Antiquities, Vol. XIII, p. 364.

(১৬) Vide "Ancient India as described by P'tolemy' by J. W. Mc. Crindle, p. 169.

ভৌগোলিক বিবরণ দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু আমাদের প্রাচীন কবিগণ কিম্বা পাশ্চাত্য ইতিহাসবেত্তাগণ ইহার চতুঃসীমাদি একত্রে স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন কি না, অনেক অনুসন্ধানেও জানিতে পারি নাই। এমতাবস্থায় যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাই নির্দ্দেশ করিতেছি।

বিষ্ণুপুরাণ—চতুর্থ অংশে লিখিত আছেঃ—

"—তাম্রলিপ্তান্ সমুদ্রতটপুরীশ্চ দেবরক্ষিতো রক্ষিষ্যতি ॥"১৮
চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ। (১৭)

পাণ্ডববিজয় নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থে লিখিত আছেঃ—

"তাম্রলিপ্তদেশযক্ষে ভাগীরথ্যাস্তটে নৃপ।"

বায়ুপুরাণেও লিখিত আছে ঃ—

"ব্রহ্মোত্তরাংশ্চ বঙ্গাংশ্চ তাম্রলিপ্তাং স্তথৈব চ।
এতান্ জনপদানার্য্যান্ গঙ্গা ভাবয়তে শুভান্ ॥" ৪৯
সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ। (১৮)

"The Ganges flows through the—Tamraliptas (or Tamluk)—" (১৯)

অন্যত্রও লিখিত আছে ঃ—

"এখন দেখিতে পাওয়া যায়, ভাগীরথী-স্রোতঃ হুগলী প্রভৃতি হইয়া প্রবাহিত, পূর্ব্বে কিন্তু এই মহাকায় স্রোতস্বতী

---

(১৭) বিষ্ণুপুরাণম্, বঙ্গবাসী যন্ত্রে মুদ্রিতং, ১১০ পৃষ্ঠা দেখ।

(১৮) বায়ুপুরাণম্, Published by the Asiatic Society of Bengal, Edited by Rajendra Lal Mitra LL. D., C. I. E., Vol. I, P. 362.

(১৯) Vide Asiatic Researches, Vol. VIII, p. 331.

সপ্তগ্রামপদ বিধৌত করিয়া আদমপুর, আম্‌তা, আন্দুল এবং তমোলুক প্রভৃতি জনপদ অতিক্রম করিয়া ভীষণ কল্লোলে বহমানা ছিল।" (২০)

"Fa Hian came to Tamralipti which was then the great sea-port at the mouth of the Ganges. There were 24 Sangharamas in this country." (২১)

চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান যৎকালে তাম্রলিপ্তিতে আগমন করেন, তৎকালে তাম্রলিপ্তি গঙ্গার মোহানার নিকট সামুদ্রিক বন্দর ছিল, এবং তথায় ২৪টী বৌদ্ধমঠ ছিল।

"Hiouen Thsang travelled from the Punjab to the mouth of the Ganges, and made journeys into southern India. * * * * In the south-west, Orissa was a stronghold of the faith. But in the sea port of Tamluk, at the mouth of the Hugli, the temples of the Brahman Gods were five times (50) more numerous than the convents (10) of the faithful." (২২)

হিউয়েন স্যাঙ পঞ্জাব হইতে গঙ্গার মোহানা পর্য্যন্ত এবং দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করেন,—তৎকালে উড়িষ্যায় বৌদ্ধধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কিন্তু গঙ্গার মোহানার নিকট সামুদ্রিক বন্দর তাম্রলিপ্তে বৌদ্ধমঠ অপেক্ষা পঞ্চগুণাধিক ব্রাহ্মণ দেবমন্দির হইয়াছিল।

---

(২০) জন্মভূমি, প্রথম খণ্ড, ৩৯২ পৃষ্ঠা দেখ।

(২১) Vide R. C. Dutt's History of Civilization in Ancient India (people's edition) Book IV, Chap. VI. p. 511.

(২২) Vide Imperial Gazetteer of India, Vol. IV. p. 258.

"Tamralipta being on the sea at the mouth of the Ganges, and corresponding with it in appelation, is always considered to be connected with the modern Tamluk." (২৩)

গঙ্গাসাগরসঙ্গমোপকূলে স্থিত তাম্রলিপ্ত নামের সহিত বর্ত্তমান তমোলুক নামের বিশেষরূপ সৌসাদৃশ্য থাকায়, তাহা একই স্থান বলিয়া অনেকে বিবেচনা করেন।

জেনেরাল কনিংহ্যাম সাহেবও বলেন ;—

"Tamralipti—country lying to the westward of the Hugli river, from Burdwan and Kalna on the north."—(২৪)

তাম্রলিপ্তী—হুগলী নদীর পশ্চিমদিকে এবং উত্তরে বর্দ্ধমান ও কালনা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

এতদ্দ্বারা তাম্রলিপ্তের একদিকে সমুদ্র, একদিকে অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে গঙ্গা ও উত্তরে বর্দ্ধমান ও কালনা ছিল, জানা যাইতেছে।

বিশ্বকোষ-প্রণেতা বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় 'কলিঙ্গের সীমা-নিরূপণ' প্রবন্ধে বিস্তর প্রমাণাদি দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, "কলিঙ্গরাজ্য বর্ত্তমান তমোলুকের সীমান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে গোদাবরী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

---

(২৩) Vide Journal of the Royal Asiatic Society, Vol. V p. 135.

(২৪) Vide General Cunningham's Ancient Geography of India, p. 504.

এখনকার মেদিনীপুর, উড়িষ্যা, গঞ্জাম ও সরকার তৎকালে কলিঙ্গ-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।" (২৫)

ইহা দ্বারা তাম্রলিপ্তের একদিকে কলিঙ্গদেশ ছিল, জানা যাইতেছে। তাহা হইলে ইহার উত্তরে—বর্দ্ধমান ও কালনা, পূর্ব্বে—গঙ্গা, দক্ষিণে—সমুদ্র ও পশ্চিমদক্ষিণে—কলিঙ্গ-রাজ্য ছিল, স্থির হইতেছে। ফলতঃ তাৎকালিক 'ইহার পরিধি প্রায় ১৫০০ লি বা ১২৫ ক্রোশ ছিল।' (২৬)

তদনন্তর গঙ্গার মোহানাতে ক্রমান্বয়ে পলি পড়িয়া চর হওয়ায় তাহাতে সমুদ্র ক্রমে পূরিয়া গিয়া রূপনারায়ণ নদীর তীরে একটী অন্তর্দ্দেশিক নগর হইয়াছে। তজ্জন্যই কবি লিখিয়াছেন,—

"তাম্রলিপ্তপ্রদেশশ্চ বণিজশ্চ নিবাস ভূঃ।
দ্বাদশযোজনৈর্যুক্তঃ রূপানদ্যাঃ সমীপতঃ॥"

অর্থাৎ—"বণিকদিগের বাসভূমি তাম্রলিপ্ত প্রদেশ ১২ যোজন বিস্তৃত ও রূপা অর্থাৎ রূপনারায়ণ নদের নিকট অবস্থিত।" (২৭)

এক্ষণে ইহা বঙ্গদেশের—বর্দ্ধমান বিভাগের—মেদিনী-

(২৫) জন্মভূমি, প্রথম খণ্ড, ৪৪৮ পৃষ্ঠা দেখ।

(২৬) "The kingdom of Tamluk was then about two hundred and fifty miles in circumference."

See-Documents Geographiques, p. 450. and Julien's 'Hiouen Thsang,' Vol III, p. 83.

(২৭) বিশ্বকোষ, ৬৯০ পৃষ্ঠা দেখ।

পুর জেলার অন্তর্গত, এবং কলিকাতা হইতে ৩৫ মাইল (২৮) দক্ষিণ-পশ্চিমে, ও মেদিনীপুর হইতে ৪১ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে রূপনারায়ণ নদের পশ্চিমতীরে অবস্থিত। ইহার অক্ষাংশ ২২° ১৭´ ৫০´´ উত্তর, এবং দ্রাঘিমাংশ ৮৭°. ৫৭´ ৩০´´ পূর্ব্ব। (২৯)

নামকরণ।

তাম্রলিপ্ত নগরের জন্মকাল নির্ণয় করা সুকঠিন। তবে ইহার নামোৎপত্তি-সম্বন্ধে নানাপ্রকার উপাখ্যান শ্রুত হওয়া যায়। দিগ্বিজয়প্রকাশ নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থে লিখিত আছে ঃ—

"জোৎস্নাপতিতকিরণৈর্দূরীভূতো হি চাকণঃ।
সমুদ্রপ্রান্তভূমৌ চ নিমগ্নশ্চাতিমোহিতঃ॥ ৫৬
অরুণাখ্যসারথেশ্চ লেপনাৎ নৃপশেখর।
তাম্রলিপ্তমতো লোকে গায়ন্তি পূর্ব্ববাসিনঃ॥ ৫৭"

দ্বিগ্বিজয়প্রকাশঃ।

অর্থাৎ—"যে সময়ে বৃন্দাবনে বাসুদেব রাসলীলা করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার ইচ্ছায় চন্দ্রসূর্য্যের স্তম্ভন হইয়াছিল। পরে সূর্য্যদেব, সারথিকে বলিয়াছিলেন, আমি ভারতে দিন করিব, তুমি উদয়াচল হইতে শীঘ্র এস। সারথি রশ্মি লইয়া উত্থিত হইলে তাঁহাতে জ্যোৎস্না পতিত হইল, তখন (তাম্রবর্ণ) অরুণ দূরীভূত হইয়া সমুদ্র-প্রান্তে

(২৮) Vide East India Gazetteer, Vol. II, p. 682.
(২৯) Vide Statistical Account of Bengal, Vol. II, p. 29.

লিপ্ত হইল। যে স্থানে লিপ্ত হইয়াছিল, সেইস্থান তাম্রলিপ্ত নামে খ্যাত হয়।" (৩০)

আবার কেহ কেহ তমোলিপ্ত নামের অন্ধকারাচ্ছন্ন বা পাপে জড়িত (তমঃ darkness or sin and লিপ্ত soiled) অর্থ করেন। কিন্তু এই নামকরণ কাহাদের দ্বারা হইয়াছে, তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা সুকঠিন। সম্ভবতঃ "যখন তাম্রলিপ্তি হিন্দুদিগের হস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া বৌদ্ধ-দিগের আয়ত্তাধীনে আইসে, সেই সময়ে হিন্দুগণ তাম্রলিপ্তি শব্দকে বিকৃত করিয়া ঘৃণাসূচক নাম 'তমোলিপ্তে' পরিণত করিয়া থাকিবেন।—পরে যখন তাম্রলিপ্ত ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্ম-শাস্ত্রান্তর্গত হইল, তখন তাঁহারা আপনাদিগের প্রদত্ত অপবিত্র-অর্থসূচক নাম 'তমোলিপ্তের' ও পবিত্র অর্থ প্রদানে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই।" (৩১) তাহাতেই লিখিয়াছেন,—

'বিষ্ণু যখন কল্কিরূপ ধারণ পূর্ব্বক অসুরগণকে ধ্বংস করেন, সেই সময়ে যুদ্ধ-শ্রমে তাঁহার শরীর হইতে ঘর্ম্ম এই পুণ্যস্থানে পতিত হয়। দেব-শরীর-নির্গত ক্লেদস্পর্শে তমোলিপ্তের পবিত্রতা সম্পাদিত হইয়াছে।" (৩২)

---

(৩০) বিশ্বকোষ, ৬৮৯ পৃষ্ঠা দেখ।

(৩১) প্রতিমা, প্রথম ভাগ, ৪৪৭ ও ৪৪৮ (৩৪৭ ও ৩৪৮ ?) পৃষ্ঠা দেখ।

(৩২) "—that it took its name from the fact that Vishnu, in the form of Kalki (?), having got very hot in destroying the demons dropped perspiration at this fortunate spot which accordingly became stained with the holy sweat (or dirt) of the God."

See—Hunter's Orissa Vol. I, p. 311.

'স্থানীয় জনশ্রুতি অনুসারে ইহার রাজগণ ঐতিহাসিক সময়ের পূর্ব্বে এতদ্দেশ জয় করিয়া এ প্রদেশ আপনাদের নামে নামকরণ করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়গণ প্রথমতঃ বাঙ্গালা-দেশে তৎপরে উড়িষ্যাদেশে আসিয়া বাস করেন। বাঙ্গালা হইতে উড়িষ্যা যাইবার পথে তমোলুকে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত আধুনিক আর একটী জনশ্রুতি অনুসারে ইহা ময়ূরভঞ্জের রাজা কর্তৃক সংস্থাপিত। উড়িষ্যার অন্যান্য করদ রাজাদের মধ্যে ময়ূরভঞ্জের রাজারাই বিশেষ ক্ষমতাশালী এবং তাঁহাদের রাজত্বও বৃহৎ। ফলতঃ তমোলুক ও ময়ূরভঞ্জ এই উভয় দেশের মধ্যে বিশেষ সংস্রব ছিল বলিয়া অনুমান হয়। কেননা—তমোলুক-রাজবংশের বংশচিহ্ন বা ধ্বজচিহ্ন 'ময়ূর' ছিল। এখনও ময়ূরভঞ্জের রাজগণ অবিকল সেই চিহ্ন (মুদ্রাদিতেও) ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।' (৩৩) শ্রীশ্রীবর্গভীমা দেবীর মন্দিরের চূড়ার চক্রের উপরেও ময়ূর ছিল ; বিগত ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের বিখ্যাত ঝটিকায় সচক্র চূড়াটী ভূমিসাৎ হওয়ায় এক্ষণে তাহা লোপ হইয়াছে। 'উক্ত চূড়াটী পূর্ব্বে একখানি প্রস্তরে নির্ম্মিত ছিল, পড়িয়া ভগ্ন হওয়ায়, সেরূপ প্রস্তরাভাবে এক্ষণে ইষ্টক দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে।' (৩৪)

---

(৩৩) Vide Hunter's Orissa, Vol. I, pp. 308-9.

(৩৪) A list of the objects of Antiquarian interest in the Lower Province of Bengal, p. 23.

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মহাভারতীয় কাল।

মহাভারত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, কুরুপাঞ্চালীয় প্রধান প্রধান ঘটনার সহিত (অর্থাৎ কি দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায়, কি দিগ্বিজয়-কালীন, কি রাজসূয় যজ্ঞের সময়, কি মহাসমর-কালীন) তাম্রলিপ্তাধিপতি সংস্পৃষ্ট ছিলেন। তাহা ক্রমান্বয়ে প্রদর্শিত হইতেছে।

মহাভারত আদিপর্ব্বে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর প্রসঙ্গে লিখিত আছে;—

"ধৃষ্টদ্যুম্ন উবাচ। * * * * * * * *

"কলিঙ্গস্তাম্রলিপ্তশ্চ পত্তনাধিপতিস্তথা।
মদ্ররাজস্তথা শল্যঃ সহপুত্রো মহারথঃ॥ ১৩

* * * * * *

এতেচান্যে চ বহবো নানাজনপদেশ্বরাঃ॥ ২৩
ত্বদর্থমাগতা ভদ্রে ক্ষত্রিয়াঃ প্রথিতা ভুবি।

এতে ভেৎস্যন্তি বিক্রান্তাস্ত্বদর্থে লক্ষ্যমুত্তমম্।
বিধ্যেত য ইদং লক্ষ্যং বরয়েথাঃ শুভেঽদ্যতম্॥ ২৪"
ইত্যাদি পর্ব্বণি স্বয়ম্বরপর্ব্বণি রাজনামকীর্ত্তনে
অষ্টাশীত্যধিকশততোঽধ্যায়ঃ॥ (৩৫)

অর্থাৎ—"ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিলেন, হে ভগিনি! দেখ। * * কলিঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, পত্তনাধিপতি, মদ্ররাজ ও তৎপুত্র শল্য * * ইঁহারা এবং এতদ্ভিন্ন অন্যান্য নানাজনপদেশ্বরেরা তোমার নিমিত্ত সমাগত হইয়াছেন। ইঁহারা ত্বদীয় পাণি-গ্রহণার্থ লক্ষ্য ভেদ করিবেন, হে ভদ্রে! যিনি এই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিবেন, তুমি তাঁহারি গলদেশে বরমাল্য প্রদান করিও।" (৩৬)

অধিকন্তু মহাভারত সভাপর্ব্বে ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে লিখিত আছে ;—

"অথ মোদাগিরৌ চৈব রাজানং বলবত্তরম্।
পাণ্ডবো বাহুবীর্য্যেন নিজঘান মহামৃধে॥২১॥
ততঃ পুণ্ড্রাধিপং বীরং বাসুদেবং মহাবলম্।
কৌশিকীকচ্ছনিলয়ং রাজানঞ্চ মহৌজসম্॥ ২২
উভৌ বলভৃতৌ বীরাবুভৌ তীব্রপরাক্রমৌ।
নির্জ্জিত্যাজৌ মহারাজ বঙ্গরাজমুপাদ্রবৎ॥ ২৩

(৩৫) মহাভারতম্, আদিপর্ব্ব, শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র রায়েণ প্রকাশিতম্, ৪৮২ ও ৪৮৩ পৃষ্ঠা দেখ।

(৩৬) বাবু কালী প্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অনুবাদিত মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ২৯৩ ও ২৯৪ পৃষ্ঠা দেখ।

সমুদ্রসেনং নির্জ্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবম্।
তাম্রলিপ্তঞ্চ রাজানং কর্ব্বটাধিপতিং তথা ॥ ২৪
সুহ্মানামধিপঞ্চৈব যে চ সাগরবাসিনঃ।
সর্ব্বান্ ম্লেচ্ছগণাংশ্চৈব বিজিগ্যে ভরতর্ষভ ॥২৫

ইতি সভাপর্ব্বণি দিগ্বিজয়পর্ব্বণি ভীমদিগ্বিজয়ে
ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ। (৩৭)

অর্থাৎ—"মোদাগিরিতে উপস্থিত হইয়া নিজ বাহুবলে সেই স্থানের রাজাকে সংগ্রামে সংহার করিলেন। তৎপরে মহাবল মহাবীর পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব ও কৌশিকী কচ্ছ-বাসী মনৌজা রাজা এই দুই মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীরকে পরাজয় করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। তৎপরে সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্ত, কর্ব্বটাধিপতি প্রভৃতি বঙ্গ-দেশাধীশ্বরদিগকে ও সুহ্মদিগের অধীশ্বর এবং মহাসাগর-কূলবাসী ম্লেচ্ছগণকে জয় করিলেন।" (৩৮)

উক্ত সভাপর্ব্বে 'রাজারা যজ্ঞার্থ মহাত্মা পাণ্ডবকে বিপুল ধনপ্রদান' প্রসঙ্গেও লিখিত আছে ;—

"বঙ্গাঃ কলিঙ্গা মগধাস্তাম্রলিপ্তাঃ সপুণ্ড্রকাঃ।
দৌবালিকাঃ সাগরকাঃ পত্রোর্ণাঃ শৈশবাস্তথা ॥১৮
কর্ণপ্রাবরণঞ্চৈব বহবস্তত্র ভারত।
তত্রস্থা দ্বারপালৈস্তে প্রোচ্যন্তে রাজশাসনাৎ।
কৃতকালাঃ সুবলয়স্ততো দ্বারমবাপ্স্যথ ॥১৯

(৩৭) মহাভারতম্, সভাপর্ব্ব, শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র রায়েণ প্রকাশিতম্, ৭০ পৃষ্ঠা দেখ।

(৩৮) বাবু কালী প্রসন্ন সিংহের অনুবাদিত মহাভারত, সভাপর্ব্ব ৪১ ও ৪২ পৃষ্ঠা দেখ।

ঈপাদন্তান্ হেমকক্ষান্ পদ্মবর্ণান কুথাবৃতান্ ।
শৈলাভান্নিত্যমত্তাংশ্চাপ্যভিতঃ কাম্যকং সরঃ ॥২
দত্ত্বৈকৈকো দশশতান্ কুঞ্জবান্ কবচাবৃতান্ ।
ক্ষমাবতঃ কুলীনাংশ্চ দ্বারেণ প্রাবিশংস্তথা ॥২১”

ইতি সভাপর্ব্বণি দ্যূতপর্ব্বণি দুর্য্যোধন সন্তাপে
দ্বিপঞ্চশোঽধ্যায়ঃ। (৩৯)

অর্থাৎ—“বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, তাম্রলিপ্ত, সপুণ্ড্রক, দৌবালিক, সাগরক, পত্রোর্ণ ও কর্ণপ্রাবরণ প্রভৃতি রাজগণ তথায় দণ্ডায়মান হইয়া কাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজার আজ্ঞানুসারে দ্বারপালেরা তাঁহাদিগকে কহিল, সময় উপস্থিত হইলে আপনারা দ্বার প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহারা প্রত্যেকে সুশিক্ষিত, পর্ব্বতপ্রতিম, কবচাবৃত সহস্র কুঞ্জর প্রদান পূর্ব্বক দ্বারে প্রবিষ্ট হইলেন।” (৪০)

অপিচ মহাভারত ভীষ্মপর্ব্বে সঞ্জয় অন্ধ নরপতি ধৃতরাষ্ট্রের নিকট ভারতবর্ষের পুণ্যদা নদীর নাম ও জনপদের নাম-কীর্ত্তন কালেও তাম্রলিপ্তের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা:—

“কক্ষা গোপালকক্ষাশ্চ জাঙ্গলাঃ কুরুবর্ণকাঃ।
কিরাতা বর্ব্বরাঃ সিদ্ধা বৈদেহাস্তাম্রলিপ্তকাঃ ॥৫৭”

ইতি ভীষ্মপর্ব্বণি জম্বুখণ্ডবিনির্ম্মাণপর্ব্বণি ভারতীয়
নদ্যাদি কথনে নবমোঽধ্যায়ঃ। (৪১)

---

(৩৯) মহাভারতম্, সভাপর্ব্ব, শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র রায়েণ প্রকাশিতম্, ১২৪ পৃষ্ঠা দেখ।

(৪০) বাবু কালী প্রসন্ন সিংহের অনুবাদিত মহাভারত, সভাপর্ব্ব ৬৯ পৃষ্ঠা দেখ।

(৪১) মহাভারতম্, ভীষ্মপর্ব্ব, শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র রায়েণ প্রকাশিতম্ ২৪। পৃষ্ঠা দেখ

আরও মহাভারত দ্রোণপর্ব্বে বীরবর্গ পরিপূজিত পরশুরামের যুদ্ধ বর্ণন প্রসঙ্গে লিখিত আছে ;—

"ভৃগৌ রামাভিধাবেতি যদাক্রন্দন্ দ্বিজোত্তমাঃ।
ততঃ কাশ্মীরদরদান্ কুন্তিক্ষুদ্রকমালবান্ ॥৯
অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাংশ্চ বিদেহান্ তাম্রলিপ্তকান্।
রক্ষোবাহান্ বীতহোত্রান্ ত্রিগর্ত্তান্ মার্ত্তিকাবতান্ ॥১০
শিবীনন্যাংশ্চ রাজন্যান্ দেশাদ্দেশাৎ সহস্রশঃ।
নিজঘান শিতৈর্ব্বাণৈর্জ্জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্ ॥১১"
ইতি দ্রোণপর্ব্বণি অভিমন্যুবধপর্ব্বণি ষোড়শরাজিকে
সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ। (৪২)

অর্থাৎ—"হে রাম! মহর্ষি ভৃগুর প্রতি ধাবমান হও, ব্রাহ্মণগণ এই কথা বলিবা মাত্র তিনি (পরশুরাম) একান্ত ক্রোধ-সন্তপ্ত হইয়া কাশ্মীর, দরদ, কুন্তি, ক্ষুদ্রক, মালব, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, বিদেহ, রক্ষোবাহ, বীতহোত্র, ত্রিগর্ত্ত, মার্ত্তিকাবত, শিবি ও অন্যান্য নানা দেশসম্ভূত সহস্র সহস্র ভূপতিগণকে শরনিকরে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।" (৪৩)

আবার মহাভারত কর্ণপর্ব্বে সঙ্কুলযুদ্ধের প্রসঙ্গে লিখিত আছে ;—

---

(৪২) মহাভারতম্ দ্রোণপর্ব্ব, শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র রায়েণ প্রকাশিতম্। ১৫৯ পৃষ্ঠা দেখ।

(৪৩) বাবু কালী প্রসন্ন সিংহের অনুবাদিত মহাভারত দ্রোণপর্ব্ব, ৯৮ পৃষ্ঠা এবং Muir's Sanskrit texts, Vol. I, p. 459 দেখ।

"হস্তিভিস্তু মহামাত্রাস্তব পুত্রেণ চোদিতাঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নং জিঘাংসন্তঃ ক্রুদ্ধাঃ পার্ষতমভ্যযুঃ ॥১
প্রাচ্যাশ্চ দাক্ষিণাত্যাশ্চ প্রবরা গজযোধিনঃ।
অঙ্গা বঙ্গাশ্চ পুণ্ড্রাশ্চ মাগধাস্তাম্রলিপ্তকাঃ ॥২
মেকলাঃ কোশলা মদ্রা দশার্ণা নিষধাস্তথা।
গজযুদ্ধেষু কুশলাঃ কলিঙ্গৈঃ সহ ভারত ॥৩
শরতোমরনারাচৈর্ব্বৃষ্টিমন্ত ইবাম্বুদাঃ।
সিষিচুস্তে ততঃ সর্ব্বে পাঞ্চালবলমাহবে ॥৪
*   *   *   *   *   *
অথাঙ্গপুত্রে নিহতে হস্তিশিক্ষাবিশারদে।
অঙ্গাঃ ক্রুদ্ধা মহামাত্রা নাগৈর্নকুলমভ্যযুঃ ॥১৯
চলৎপতাকৈঃ সুমুখৈর্হেমকক্ষাতনুচ্ছদৈঃ।
মিমর্দ্দিষন্তস্ত্বরিতাঃ প্রদীপ্তৈরিব পর্ব্বতৈঃ ॥২০
মেকলোৎকলকলিঙ্গা নিষধাস্তাম্রলিপ্তকাঃ।
শরতোমরবর্ষাণি বিমুঞ্চন্তো জিঘাংসবঃ ॥২১"

ইতি কর্ণপর্ব্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে দ্বাবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ। (৪৪)

অর্থাৎ—"হে মহারাজ! তখন দুর্য্যোধন প্রেরিত প্রধান প্রধান মহামাত্রগণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে সংহার করিবার মানসে ক্রুদ্ধ ও জিঘাংসা পরতন্ত্র হইয়া করি-সৈন্য সমভিব্যাহারে অভিমুখে ধাবমান হইল। গজযুদ্ধ-বিশারদ প্রাচ্য, দাক্ষিণাত্য এবং

(৪৪) মহাভারতম্, কর্ণপর্ব্ব, শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র রায়েণ প্রকাশিতম্, ৫৫ ও ৫৬ পৃষ্ঠা দেখ।

অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, মগধ, তাম্রলিপ্তক, মেকল, কোশল, মদ্র, দর্শান, নিষধ ও কলিঙ্গদেশীয় বীরগণ একত্র মিলিত হইয়া জলধারাবর্ষী জলদের ন্যায় শর, তোমর ও নারাচ বর্ষণ করতঃ পাঞ্চাল সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। * * * * হস্তিশিক্ষা বিশারদ অঙ্গরাজনন্দন নিহত হইলে অঙ্গদেশীয় মহামাত্রগণ ক্রুদ্ধ হইয়া নকুলকে সংহার করিবার মানসে সুবর্ণময় রজ্জু ও তনুচ্ছদ সম্বলিত পতাকাযুক্ত পর্ব্বতাকার গজযূথ লইয়া তাঁহার অভিমুখীন হইল। মেকল, উৎকল, কলিঙ্গ, নিষধ ও তাম্রলিপ্তদেশীয় বীরগণ জিঘাংসা পরবশ হইয়া তাঁহার উপর অসংখ্য শর ও তোমর বর্ষণ করিতে লাগিল।" (৪৫)

এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পদ্মনাভ ঘোষাল মহাশয় ও লিখিয়াছেন যে ;—"দ্বাপরের অবসান সময়ে নিখিলবীর বিধ্বংসকারী কুরুক্ষেত্রের সেই ভৈরব সমর আসিয়া উপস্থিত হইল। তৎকালে ভগদত্ত অস্মদ্দেশের একজন প্রধান নরপতি ছিলেন। সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত তাঁহার রাজত্ব ছিল। তিনি কৌরবরাজ দুর্য্যোধনের সাহায্যার্থ সংগ্রাম-ভূমে অবতীর্ণ হয়েন। কয়েক দিবস ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া অবশেষে ভগদত্ত সমরশায়ী হইলেন। অঙ্গরাজ সেনানায়ক হইলে বঙ্গ, পুণ্ড্র ও তাম্রলিপ্ত দেশীয় বীরগণ ভয়ানক যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে বঙ্গাধিপতি সাত্যকির হস্তে ও

---

(৪৫) বাবু কালী প্রসন্ন সিংহের অনুবাদিত মহাভারত কর্ণপর্ব্ব, ৩৪ ও ৩৫ পৃষ্ঠা দেখ।

পুণ্ড্রাধিপতি সহদেবের হস্তে নিহত হইলেন। তাম্রলিপ্তের অধিপতি নকুল ও ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক পরাজিত হইলেন।”(৪৬)

জৈমিনীয় আশ্বমেধিক পর্ব্বে লিখিত আছে ;—

“যে সময় ময়ূরধ্বজের পুত্র তাম্রধ্বজ পিতার অশ্বমেধীয় মুক্ত অশ্ব রক্ষায় ছিলেন, সেই সময় অর্জ্জুনের অশ্ব তাঁহার অশ্বের নিকট আসিল। তাম্রধ্বজের সেনাপতি বহুলধ্বজ সেই অশ্বের ললাটস্থ পত্র পাঠ করিয়া তাম্রধ্বজকে জানাইলেন। অনতি বিলম্বে শ্রীকৃষ্ণ গৃধ্র-ব্যূহ রচনা করিয়া অশ্ব উদ্ধার করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। অর্জ্জুন, অনু শাল্ব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, হংসধ্বজ, সাত্যকি, যৌবনাশ্ব, বভ্রু-বাহন প্রভৃতি মহাযোধগণও সঙ্গে ছিলেন। তাম্রধ্বজের সহিত তাঁহাদের ঘোরতর যুদ্ধ হইল। মহাবীর তাম্রধ্বজের নিকট একে একে সকলেই পরাজিত হইলেন। এমন কি কৃষ্ণার্জ্জুন পর্য্যন্ত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। মণিপুরে এই ঘটনা হয়। ঘটনাক্রমে ময়ূরধ্বজের যজ্ঞীয় অশ্ব ও সেই সঙ্গে অর্জ্জুনের অশ্বও রত্নপুর (তাম্রলিপ্ত) অভিমুখে চলিল। কাজেই তাম্রধ্বজ মূর্চ্ছিত কৃষ্ণার্জ্জুনকে ফেলিয়া অশ্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পিতার রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন ও পিতার নিকট সকল কথা জানাইলেন। ময়ূর-ধ্বজ পুত্রের মুখে কৃষ্ণার্জ্জুনের অবমাননা শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন ও পুত্রকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন। এ দিকে মূর্চ্ছান্তে শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও অর্জ্জুন বালকবেশে

(৪৬) গৌড়ীয় ভাষাতত্ত্ব, প্রথম খণ্ড, ২২ পৃষ্ঠা দেখ।

রত্নপুরে আসিয়া ময়ূরধ্বজের নিকট উপস্থিত হইলেন। এখানে কৃষ্ণ ছলনাপূর্ব্বক ময়ূরধ্বজকে জানাইলেন যে, তাঁহার এক পুত্রকে সিংহ ধরিয়াছে; যদি রাজা আপনার অর্দ্ধ শরীর প্রদান করেন, তাহা হইলে সিংহ তাঁহার পুত্রটী ফিরিয়া দেয়। ধার্ম্মিকপ্রবর ময়ূরধ্বজ তাহাতেই সম্মত হইলেন। সহধর্ম্মিণী কুমুদ্বতী ও পুত্র তাম্রধ্বজ উভয়েই তাঁহার জন্য স্ব স্ব দেহ উৎসর্গ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজা তাঁহাদিগকে অনেক বুঝাইয়া আপনার অঙ্গ দ্বিখণ্ড করিতে আদেশ করিলেন। ভার্য্যা ও পুত্র উভয়ে মিলিয়া করাত দ্বারা রাজা ময়ূরধ্বজের মস্তক দ্বিখণ্ড করিল। এই সময় সাধুচেতা ময়ূরধ্বজ সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "পরের উপকারের জন্য যাহাদের শরীর ও অর্থ, তাঁহারাই প্রকৃত মানুষ। যে দেহ বা যে অর্থ পরের উপকারে ব্যয়িত না হয়, তাহা সর্ব্বদা শোচনীয়।"

বাসুদেব ময়ূরধ্বজের নিঃস্বার্থ আত্মোৎসর্গে অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন এবং স্ব স্ব রূপে দেখা দিলেন। নর-নারায়ণের রূপ দেখিয়া আজ ময়ূরধ্বজ কৃতকৃতার্থ হইলেন। তিনি ধন জন রাজ্য সম্বল পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন।" (৪৭)

(৪৭) জৈমিনি-ভারতম্, ৪১ হইতে ৪৬ অধ্যায়,
বিশ্বকোষ, ৬৯০ ও ৬৯১ পৃষ্ঠা,
তমোলুকের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ, ৬, ৭, ৮, ও ৯ পৃষ্ঠা, এবং
A List of the objects of Antiquarian interest in the Lower Province of Bengal, pp. 23-25 দেখ।

উক্ত ঘটনা রত্নাবতীপুরে হইয়াছিল বলিয়া কাশী-রাম দাসের মহাভারতেও উল্লেখ রহিয়াছে; এবং মাননীয় হণ্টার সাহেবও—'কাশীদাসের মহাভারতের উল্লিখিত রত্নাবতী এই স্থানে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন, এবং ঐ নাম তমোলুকে এখনও লোপ হয় নাই' (৪৮) লিখিয়াছেন। কিন্তু মূল সংস্কৃত মহাভারতে, কিম্বা বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ মহাতাব্ চন্দ্ বাহাদুরের মহাভারতে, বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের মহাভারতে, অথবা বাবু প্রতাপ চন্দ্র রায়ের মহাভারতে ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ জৈমিনি (৪৯) ও কাশীরাম

---

(৪৮) "288. Supposed to be referred to as Ratnavati in the Kasidas, or Bengal recession of the Mahabharat, Aswamedhparva. The local name of Ratnavati still survives at Tamluk,—" See Hunter's Orissa, vol. I, P. 309.

(৪৯) "পুরাৎপ্রমুক্তো রাজেন্দ্র তৈঃ সকৃষ্ণৈর্মহাবলৈঃ। ৮
যাবৎপ্রয়াতি তুরগ স্তাবৎ তাম্রধ্বজনৃপঃ। ৫
দীক্ষিতো রক্ষতাস্বংহি বাজিমেধ তুরঙ্গমং। ৯
প্রযুক্তং রত্নগরাৎ স্বপিত্রাবর্হিকেতুনা।
তাম্রধ্বজস্তহংসং তমর্জ্জুনস্ত হয়ো যযৌ॥ ১০
* * * * *
রণভূমিং পরিত্যজ্য সমারাহি যতোব্রজে।
পিতাস্ত দীক্ষিতঃ পার্থ বিদ্যতে নর্ম্মদাতটে ॥৩৬
শূরোয়ং জিত কামস্তু সত্যবাগনসূয়কঃ।
ন বোধনীয়ঃ পার্থেন সত্যমেতদ্বদামিতে ॥৩৭"
জৈমিনি-ভারতম্. একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।
বেনারস যন্ত্রে মুদ্রিতং ৮১ পৃষ্ঠা।

অর্থাৎ—"জৈমিনি কহিলেন, রাজেন্দ্র! কৃষ্ণ সহিত মহাবল বীরগণ নগরী হইতে অশ্বকে উন্মুক্ত করিলে ঐ তুরঙ্গম গমন সময়ে রাজর্ষি তাম্রধ্বজের

দাস (৫০) উভয়েই উক্ত ঘটনা নর্ম্মদাতীরে রত্নপুর, রত্নগর বা রত্নাবতীপুরে হইয়াছিল বলিয়া লিপিবদ্ধ

দৃষ্টি বিষয়ে পতিত হইল। তিনি পিতৃদেব বার্হধ্বজ (ময়ূরধ্বজ) কর্ত্তৃক রত্নগর হইতে প্রমুক্ত অশ্বমেধীয় অশ্ব রক্ষায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অর্জ্জুনের অশ্ব ত্বদীয় অশ্বের নিকট গমন ও তাহার বদন আঘ্রাণ পূর্ব্বক ধ্বস্তকর্ণ হইয়া শব্দ করিতে লাগিল এবং এক চরণ উদ্ধৃত করিয়া তাহাকে আঘাত ও ক্রোধভরে দশন দ্বারা তাহার প্রোথস্থিত মুক্তাফল দূরে নিক্ষেপ করিল। * * * * বাসুদেব কহিলেন,—পার্থ। তুমি আমার সহিত রণভূমি ত্যাগ করিয়া আগমন কর। ইহার পিতা বার্হধ্বজ নর্ম্মদাতটে যজ্ঞসূত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন। তিনি জিতক্রোধ, জিতকাম, অসূয়াবিহীন, ও শূর, সুতরাং তাঁহার সহিত যুদ্ধ করা তোমার উচিত নহে। আমি গৃধ্রব্যূহ রচনা করিয়া স্বয়ং তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিব।"

জৈমিনিভারত, একচত্বারিংশ অধ্যায়,
নূতন কলিকাতাযন্ত্রে মুদ্রিত, ১৫৮ ও ১৫৯ পৃষ্ঠা।

(৫০) "শ্রীজনমেজয় বলে শুন তপোধন।
অশ্ব সঙ্গে কোথা গেল পাণ্ডুর নন্দন॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন জনমেজয়।
রত্নাবতীপুরে গেল পাণ্ডবের হয়॥
রত্নাবতীপুরের ময়ূরধ্বজ নাম।
বড়ই ধার্ম্মিক রাজা সর্ব্বগুণধাম॥
সংগ্রামে নাহিক কেহ তাহার সমান
তার নামে বীরগণ হয় কম্পমান॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেন নরপতি।
অশ্ব রক্ষা করে তাম্রধ্বজ মহামতি॥
অশ্ব লয়ে আছে সেই নর্ম্মদার তীরে।
দৈবে অর্জ্জুনের ঘোড়া গেল সেই পুরে॥
অশ্ব দেখি তাম্রধ্বজ আনন্দিত মন।
অশ্বকে ধরিল বীর করিয়া যতন॥"

কাশীরাম দাসের মহাভারত, অশ্বমেধ পর্ব্ব,
লক্ষ্মী বিলাসযন্ত্রে মুদ্রিত, ৮৯৩ পৃষ্ঠা।

করিয়াছেন এবং এখন পর্য্যন্ত নর্ম্মদার নিকট, বিলাসপুরের উত্তরে, রত্নপুর নামে স্থান বর্ত্তমান রহিয়াছে। এমতাবস্থায় উক্ত ঘটনা সম্ভবতঃ নর্ম্মদাতীরবর্ত্তী রত্নপুর, রত্ননগর বা রত্নাবতীপুরে হইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয়। তবে এখানকার রাজবাটীস্থিত রাজাদের বংশাবলী তালিকায় প্রথম রাজার নাম ময়ূরধ্বজ ও তাঁহার পুত্রের নাম তাম্রধ্বজ লেখা থাকায়, এবং জিষ্ণুহরি দেবতাদ্বয় এখানে বিরাজমান থাকায় উক্ত ঘটনা এই স্থানে হইয়াছিল বলিয়া বহুকাল হইতে লোকে জল্পনা করিয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহার মূলে কতদূর সত্য আছে, তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।

আবার প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বাবু অঘোর নাথ দত্ত মহাশয় শাস্ত্র-সমুদ্র হইতে কি উত্তোলন করিয়াছেন, দেখুন—

"পুরা দ্বারাবতী মধ্যে গোষ্ঠীমধ্যে গতোঽর্জ্জুনঃ।
শ্রীকৃষ্ণং পরিপপ্রচ্ছ সাদরং বিস্ময়ান্বিতঃ॥
নাথ! ভূতল মধ্যে তে সর্ব্বথা কুত্র সংস্থিতিঃ।
জ্ঞাতুমিচ্ছামি দেবেশ তত্রমে প্রীতিরুত্তমা॥
এতৎ শ্রুত্বার্জ্জুনং প্রাহ কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ।
তমোলিপ্তাং পরং স্থানং নাম্নাকং প্রীতিরিষ্যতে॥
মামকং হৃদয়ং লক্ষ্যা যথাত্যাজ্যং তথা ময়া।
তমোলিপ্তং হি নত্যাজ্যমিদমেব সুনিশ্চিতং॥
ত্যজামি সর্ব্বতীর্থানি কালে কালে যুগে যুগে।
তমোলিপ্তন্তু কৌন্তেয় ন ত্যজামি কদাচন॥"

অর্থাৎ—পুরাকালে দ্বারাবতীর (দ্বারকার) সভামধ্যে অর্জ্জুন উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণকে সাদর সাম্ভাষণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "হে প্রভো! আপনি পৃথিবীর মধ্যে কোন্ স্থানে সর্ব্বদা বাস করেন, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি, এবং সেই বিষয় শুনিতে আমার অতিশয় প্রীতি হয়।" কমললোচন কৃষ্ণ ইহা শুনিয়া অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, "তমোলিপ্ত অপেক্ষা আমার প্রীতিকর অপর স্থান আর নাই। লক্ষ্মী যেমন আমার বক্ষঃস্থল পরিত্যাগ করেন না, তেমনি আমিও তমোলিপ্ত পরিত্যাগ করিতে পারিব না। হে কৌন্তেয়! তুমি ইহা নিশ্চয় জানিও যে, আমি কালে কালে যুগে যুগে আর আর সমস্ত তীর্থ ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু তমোলিপ্ত তীর্থ কদাচ পরিত্যাগ করিব না।" (৫১)

এতদ্দ্বারা মহাভারতের সময়ে তাম্রলিপ্ত নগর যে বিশেষ গণনীয় ছিল, সপ্রমাণ হইতেছে। কেননা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভাতে লক্ষ্যভেদ উদ্দেশ্যে গমন, রাজসূয়যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া হস্তিনাপুরে গমন ও তথায় সুশিক্ষিত সুসজ্জিত সহস্র হস্তী প্রদান, এবং পাণ্ডবের সহিত যুদ্ধ সামান্য অবস্থার পরিচায়ক নহে।

এক্ষণে মহাভারতের ঘটনা কোন সময়ে হইয়াছিল, দেখা আবশ্যক। তাহা নির্ণীত হইলেই তাম্রলিপ্ত নগরের

(৫১) প্রতিমা, প্রথম ভাগ, ১৯৯ পৃষ্ঠা ও বিশ্বকোষ, ৬৯১ পৃষ্ঠা দেখ।

সময় (age) কতক বুঝিতে পারা যাইবে। মহাভারতের ঘটনা কোন সময়ে হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চয় হয় নাই। পঞ্জিকাকারগণের মতে মহারাজ যুধিষ্ঠিরাদি কলির প্রথম রাজা ছিলেন। এক্ষণে কলের্গতাব্দাঃ ৫০০২ বৎসর। তাহা হইলে পাণ্ডবগণের সময় ৫০০২ বৎসর হইতেছে।

জ্যোতির্ব্বিদাভরণে লিখিত আছে:—

"যুধিষ্ঠিরো বিক্রম-শালিবাহনৌ
নরাধিনাথৌ বিজয়াভিনন্দনঃ।
ইমেঽনু নাগার্জ্জুন মেদিনীবিভু-
র্বলিঃ ক্রমাৎ ষট্ শককারকানৃপাঃ॥ (৫২)
য়ুঃ ৩০৪৪
কলম্ববিশ্বে ১৩৫ হ্ভ্রথথাষ্টভূময়ঃ ১৮০০০।
ততোঽযুতং ১০,০০০ লক্ষ চতুষ্টয়ং ৪০০০০০ ক্রমাৎ
ধরাদৃগষ্টা ৮২১ বিতি শাকবৎসরাঃ॥"

দশমোঽধ্যায়ঃ।

অর্থাৎ—যুধিষ্ঠির, বিক্রমাদিত্য, শালিবাহন, বিজয়াভিনন্দন, নাগার্জ্জুন এবং বলী (অথবা কল্কী) এই ছয়জন রাজা যথাক্রমে শকাব্দা স্থাপক। তন্মধ্যে ৩০৪৪ বৎসর যুধিষ্ঠিরের ও ১৩৫ বৎসর বিক্রমাদিত্যের শকাব্দ প্রচলিত

(৫২) কোন পুস্তকে এই শ্লোকটীর পাঠ অন্যবিধ দেখা যায়। যথা:—
"যুধিষ্ঠিরাদ্বিক্রম শালিবাহনৌ ততস্তু নাগার্জ্জুনভূপতিঃ কলৌ
ততোনৃপঃ স্যাদ্বিজয়াভিনন্দনঃ। কল্কী ষড়েতে শককারকা নৃপাঃ॥"
এই পাঠানুসারে শেষ শক কর্ত্তার নাম কল্কী।

ছিল। তদনন্তর ১৮০০০ বৎসর শালিবাহনের শকাব্দ চলিতেছে ; এবং ইহার পর ক্রমে ১০০০০ বৎসর বিজয়াভি-নন্দনের, ৪০০০০০ বৎসর নাগার্জ্জুনের এবং ৮২১ বৎসর বলির (বা কল্কীর) শকাব্দ প্রচলিত হইবে।

বোম্বে প্রদেশস্থ পঞ্জিকাকারগণও এই মতাবলম্বী। বর্ত্তমান সময়ে শালিবাহন শকাব্দের মান ১৮২৩ বৎসর। তাহা হইলে জ্যোতির্ব্বিদাভরণের মতে যুধিষ্ঠিরের প্রথম শকাব্দ (৩০৪৪+১৩৫+১৮২৩) হইতে ৫০০২ বৎসরকে আমরা বর্ত্তমান বর্ষ বলিয়া ব্যবহার করিতেছি। এবং

"নন্দাদ্রীন্দুগুণাস্তথা শকনৃপস্যান্তে কলের্ব্বৎসরাঃ।"

ভাস্করাচার্য্য।

"শাকোনবাগেন্দুকৃশানযুক্তঃ কলের্ভবত্যব্দশকো যুগস্য।"

মকরন্দ।

ইহার দ্বারাও বুঝিতেছি, ৩১৭৯ বৎসর কলি গতাব্দে শকাব্দ আরম্ভ। যোগ করিলে কলি প্রবৃত্তির প্রথম বর্ষ হইতে উক্ত ৫০০২ বর্ষই বর্ত্তমান বর্ষ ইহা স্থির হয়। তদনু-সারে যুধিষ্ঠির-শাক ও কল্যব্দের আরম্ভ এক বর্ষই বলিতে হয়।" (৫৩) অর্থাৎ খৃষ্টের ৩১০১ বৎসর পূর্ব্বে হইতেছে।

কাশ্মীর-ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে ;—

"শতেষু ষট্‌সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ॥" (৫৪)

---

(৫৩) জন্মভূমি—দ্বিতীয় খণ্ড, ১১ পৃষ্ঠা দেখ।
(৫৪) রাজতরঙ্গিণী, প্রথম তরঙ্গ, ৩ পৃষ্ঠা দেখ।

এই প্রমাণানুসারে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল কলি প্রারম্ভের ৬৫৩ বৎসর পরে বলিয়া বোধ হয়; অর্থাৎ খৃষ্টের ২৪৪৮ বৎসর পূর্ব্বে হয়। রাজতরঙ্গিণীকার আরও বলেন, কাশ্মীর-রাজ গোনর্দ্দ যুধিষ্ঠিরের সমকালবর্ত্তী রাজা।

এইখানে আমরা পাণ্ডবগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদান করিলাম। ইহা দ্বারা পাণ্ডবগণের সম্বন্ধে অনেক আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

কোন সময়ে মহারাজ পাণ্ডু কুন্তী ও মাদ্রী নাম্নী মহিষী-দ্বয় সমভিব্যাহারে হিমালয়ের প্রত্যন্তপর্ব্বতস্থ কোন রমণীয় অরণ্যে মুনিগণ সমাবৃত হইয়া বাস করিতেছিলেন। ঐকালে জ্যেষ্ঠা মহিষী কুন্তী গর্ভবতী হন। পরে কার্ত্তিক মাসের ১৬ তারিখে, সোমবার, ধনুরাশি, শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে, বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময়, মহিষী কুন্তী প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যশ্লোক যুধিষ্ঠিরকে প্রসব করেন (রাজতরঙ্গিণী মতে কল্যব্দ ৬৫৩, ২,৫২৬ শকাব্দ পূর্ব্বে, ২৩৯১ সংবৎ পূর্ব্বে, ২৪৪৮ খ্রীষ্ট পূর্ব্বে)। ক্রমে কুন্তীর গর্ভে ভীম, তৎপরে অর্জ্জুন এবং মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেব যুগপৎ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা সকলেই প্রায় এক এক বৎসর পরে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, যে দিবস মহাবল ভীমসেন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হন, সেই দিবসেই গান্ধারী দুর্য্যোধনকে প্রসব করেন। এইরূপে মহারাজ পাণ্ডু কিছুকাল সেই সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন দেবোপম পুত্রগণের লালনপালনজনিত পরমানন্দসন্দোহ উপভোগ করিয়া

অবশেষে দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ করাল কালকবলে নিপতিত হইলেন। মাদ্রী যমজ পুত্রদ্বয়কে কুন্তীর হস্তে সমর্পণ করিয়া ভর্ত্তৃচিতা আরোহণ পূর্ব্বক পরলোকে স্বামীসহ সঙ্গতা হন।

অনন্তর সমাতৃক পাণ্ডবগণ মুনিগণ সমভিব্যাহারে হস্তিনাপুরীতে সমাগত হইলেন।* অন্ধ নৃপতি ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পরমাহ্লাদিত হইলেন, কিন্তু যখন তিনি শুনিতে পাইলেন যে, সপ্তদশ দিবস হইল, পাণ্ডু নৃপতি পরলোক গমন করিয়াছেন, তখন তাঁহার আর শোকের ইয়ত্তা রহিল না, ভ্রাতৃবিয়োগে তিনি একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। পৌরগণ দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত অতীব শোক-সন্তাপে কালাতিপাত করিতে লাগিল। তদনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্র দ্বাদশাহান্তে ভ্রাতার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া-কলাপ মহাসমারোহে সমাপন করিয়া স্বীয় তনয়গণ ও পাণ্ডুনন্দনগণকে বিদ্যাধ্যয়নার্থ গুরুসমীপে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা অচিরকাল মধ্যেই বেদ, বেদান্ত, বেদাঙ্গ, অর্থশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্রাদিতে সুপারগ হইয়া উঠিলেন। ধনুর্ব্বেদে দ্রোণাচার্য্যই কৌরব ও পাণ্ডবগণের শিক্ষা-গুরু ছিলেন। ধনুর্ব্বেদে সকলেই সুপারগ হইলেও ভীম ও দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে, অশ্বত্থামা রহস্যভেদে, নকুল সহদেব খড়্গযুদ্ধে, যুধিষ্ঠির রথে, এবং অর্জ্জুন সমুদায় বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিলেন।

ভীমের উপর দুর্য্যোধনের জাতক্রোধ ছিল; সে

শৈশবকাল হইতেই ভীমকে হিংসা করিত। এক্ষণে আবার পাণ্ডবগণের গুণগ্রাম অবলোকনে বিশেষতঃ অস্ত্রশিক্ষা প্রদর্শনী সভায় তাঁহাদিগের তাদৃশ প্রতাপ ও প্রভাব দর্শনে, প্রমুগ্ধ ও নিতান্ত আসক্ত পৌর ও জনপদবর্গের মুখে পাণ্ডবগণের ধন্যবাদ ও প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া ঈর্ষা-কলুষিত হৃদয় দুর্য্যোধনের চিন্তা ও মনস্তাপের আর সীমা থাকিল না। তিনি পাণ্ডবগণের প্রতি পিতার বিদ্বেষভাব জন্মাইতে লাগিলেন। প্রথমতঃ ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের প্ররোচনাবাক্যে বিমোহিত হন নাই। কিন্তু শেষে তাঁহাকে পুত্রের নানাবিধ বাক্যজালে জড়িত ও একান্ত বিমোহিতচিত্ত হইয়া অগত্যা কিয়ৎকালের জন্য বারণাবত নগরে পাণ্ডবগণের বাসার্থ অনুমতি প্রদান করিতে হইয়াছিল। পাণ্ডবগণ জ্যেষ্ঠতাতের আদেশানুসারে মাতৃ সমভিব্যাহারে বারণাবত নগরে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদিগের প্রস্থানের কিয়ৎদিবস পূর্ব্বেই দুষ্টমতি দুর্য্যোধন পুরোচন নামক জনৈক যবন (গ্রীসদেশীয়) মন্ত্রীকে বারণাবত নগরে পাণ্ডবগণের বিনাশসাধনার্থ জতুময় গৃহ নির্ম্মাণ করাইতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। পুরোচনও প্রভুর আদেশানুরূপ গৃহাদি নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় পাণ্ডবগণের অপেক্ষা করিতেছিল। যৎকালে পাণ্ডবেরা বারণাবত নগরে যাত্রা করেন, সেই সময় মহামতি বিদুর ম্লেচ্ছ ভাষায় যুধিষ্ঠিরকে দুর্য্যোধনের দুষ্টাভিসন্ধি সকল বলিয়া দেন।

অনন্তর পাণ্ডবেরা ফাল্গুন মাসের ৮ই তারিখে বারণাবত নগরে উপস্থিত হইয়া নাগরিকগণের সহিত

আলাপ সম্ভাষণাদি করিতে লাগিলেন। নগরবাসিগণ দশ দিবস পর্য্যন্ত নানা ভবনে পাণ্ডবগণের যথোচিত সম্মান ও পরিচর্য্যাদি করিলে পর পুরোচন তাঁহাদিগকে বিবিধ ভোগবিলাস সম্পন্ন সেই জতুনির্ম্মিত গৃহে বাসার্থ লইয়া গেল। বিদুরোপদিষ্ট পাণ্ডবগণ বিশ্বস্তের ন্যায় পুরোচনের আহ্লাদ সংবর্দ্ধন পূর্ব্বক সাবহিত চিত্তে একবৎসরকাল সেই ভবনে বাস করিলেন। পরে একদা সমাতৃক পাণ্ডবগণ কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী নিশায় অগ্রে পুরোচন গৃহদ্বার এবং পশ্চাৎ সমস্ত ভবনে অগ্নি প্রদান পূর্ব্বক বিদুরপ্রেষিত-খনক-নির্ম্মিত সুরঙ্গ পথে প্রস্থান করতঃ তৎপ্রেরিত যন্ত্র-চালিত নৌকায় (বাষ্পীয় নৌকা) গঙ্গাপার হইয়া দক্ষিণদিকে প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর পাণ্ডবগণ নিবিড় অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় মহাবল ভীমসেন হিড়িম্ব নামক এক নর-শোণিতলোলুপ অসভ্য জনাধিপকে বধ করতঃ তৎ-সহোদরা হিড়িম্বার প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া কিছুকাল তাহার সহিত বিহার করিয়া ভ্রাতৃগণ সমীপে সমাগত হইয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহারা জটাবল্কলধারী হইয়া তপস্বিবেশে একচক্রা (এইক্ষণে রাঢ়দেশে 'এক চাকা') নগরে গমন পূর্ব্বক তথায় এক ব্রাহ্মণ ভবনে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। ঐ নগরে মহাবল ভীম সেই ব্রাহ্মণের উপকারার্থ নর-লোলুপ বক নামক এক অসভ্য নরপতিকে বধ করেন। পরে পাণ্ডবগণ পঞ্চাল দেশে দ্রুপদরাজ-তনয়া দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর

বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দ্রুপদরাজধানী কাম্পিল্য নগরে গমন করিয়াছিলেন। স্বয়ম্বর সভায় অর্জ্জুন মৎস্যচক্র ভেদ করিয়া যুদ্ধে রাজন্যবর্গকে পরাজয় পূর্ব্বক অলোকসামান্যা রূপলাবণ্যবতী দ্রৌপদীকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে জননীর আদেশানুসারে পঞ্চ ভ্রাতাই মিলিয়া দ্রৌপদীকে বিবাহ করেন।

অনন্তর পাণ্ডবগণ এক বৎসর দ্রুপদ ভবনে মহাসুখে বাস করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে মাতৃসমভি-ব্যাহারে হস্তিনায় প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা বৃদ্ধ নরপতি ধৃতরাষ্ট্রের অধীনে থাকিয়া বাহুবল দ্বারা অন্যান্য নৃপতিবর্গকে বশীভূত করিয়া বহুকাল যাবৎ তথায় বাস করেন। পরে যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণসহ দুর্য্যোধন মায়া-মোহিত জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে ইন্দ্রপ্রস্থে (পুরাতন দিল্লী) রাজধানী স্থাপন করতঃ তাঁহার বয়সের ৭৪ বৎসর পর্য্যন্ত খাণ্ডবপ্রস্থাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য শাসন করিয়া পরিশেষে রাজসূয় নামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কলির ৭২৭ বৎসর গতে, ২৪৫২ শকাব্দ পূর্ব্বে, ২৩১৭ সংবৎ পূর্ব্বে, এবং ২৩৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পূর্ব্বে এই মহাযজ্ঞটী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির আহূত হইয়া হস্তিনায় সপরিবারে আগমন পূর্ব্বক দুষ্টমতি দুর্য্যোধনের সহিত অক্ষক্রীড়ার পণে পরাজিত হইয়া দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণসহ দ্বাদশবর্ষ বন-বাসে এবং এক বৎসর বিরাটনগরে অজ্ঞাতবাসে কালযাপন

করিয়াছিলেন। পরে চতুর্দ্দশবর্ষে রাজ্যাংশ পাইবার প্রার্থনা করিয়া দুর্য্যোধনের সহিত সন্ধির চেষ্টা বিফলিত হওয়ায় যুদ্ধের উদ্যোগাদি করিতেও প্রায় এক বৎসর কাল গত হয়। পরে কুরুক্ষেত্র নামক স্থানে (এক্ষণে ত্রাণেশ্বর বা স্থানেশ্বর এবং তৎপ্রদেশীয় মরুদেশ) কুরুপাণ্ডবীয় মহাযুদ্ধ হইয়াছিল কলির ৭৪২ বৎসর গতে, ২৪৩৭ শকাব্দ পূর্ব্বে, ২৩০২ সংবৎ পূর্ব্বে, এবং ২৩৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পূর্ব্বে।

এই মহাযুদ্ধে ভারতবর্ষস্থ হিন্দুরাজগণ এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় যবন ও ম্লেচ্ছরাজগণ যুদ্ধের সাহায্যার্থে সসৈন্যে সমাগত হইয়া স্বীয় স্বীয় সুহৃদপক্ষাবলম্বন করিলে পাণ্ডবদলে সপ্ত অক্ষৌহিণী এবং কৌরবদলে একাদশ অক্ষৌহিণী সমুদায়ে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা যুদ্ধক্ষেত্রে সমাগত হইয়াছিল।

এই মহাযুদ্ধটী অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিবস হইতে নিরবচ্ছিন্ন অষ্টাদশ দিবস পর্য্যন্ত চলিয়া ভারতের গৌরব শৌর্য্য, বীর্য্য, মান ও ধনের সহিত নিঃশেষিত হইয়া যায়। যুদ্ধে পাণ্ডবগণ জয়লাভ করেন। উভয় পক্ষের সমুদায় সেনানী ও সৈন্য নিহত হইলে পাণ্ডবদলে সাত (পঞ্চ পাণ্ডব, কৃষ্ণ ও সাত্যকি) এবং কৌরব দলে তিনজনমাত্র (কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা) জীবিত ছিলেন।

মহারাজাধিরাজ যুধিষ্ঠির হস্তিনার সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া লব্ধ সাম্রাজ্যের সুশৃঙ্খলা বিধান করিতে প্রায় এক বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়া ৩৬ বৎসর পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য

শাসন করিয়াছিলেন। তিনি সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াই অশ্বমেধ নামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

পূর্ব্বে দ্রৌপদীর গর্ভে যুধিষ্ঠির ঔরসে প্রতিবিন্ধ্য, ভীমের সুতসোম, অর্জ্জুনের শ্রুতকর্ম্মা, নকুলের শতানীক এবং সহদেবের শ্রুতসেন নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন সুভদ্রার গর্ভে অর্জ্জুনের ঔরসে অভিমন্যু নামে একটী পুত্র জন্মেন। নাগকন্যার ও মণিপুর রাজ-তনয়ার গর্ভে অর্জ্জুনের ঔরসে যে-সকল পুত্র জন্মেন, তাঁহারা মাতামহ কুলেই চিরবাস করিতেন, সুতরাং ভারতযুদ্ধে তাঁহারা নিহত হন নাই। হিড়িম্বা গর্ভজাত ভীমতনয় ভীম পরাক্রম ঘটোৎকচ এবং সুভদ্রানন্দন মহাবল পরাক্রম আর্জ্জুনি অভিমন্যুই কেবল যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। নিশীথ সময়ে শিবির মধ্যে পঞ্চপাণ্ডব ভ্রমে দ্রৌপদীর গর্ভ-জাত সন্তানগণ মহাপাপ দ্রৌণি কর্ত্তৃক অপহত হইয়াছিল।

অনন্তর কালক্রমে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী, বিদুর প্রভৃতি গুরুজন এবং প্রিয়সুহৃৎ কৃষ্ণ, বলরাম প্রভৃতি বন্ধু-গণ কলেবর পরিত্যাগ করিলে দায়াদ-বন্ধু-বান্ধব-বধ-জনিত শোক-সন্তপ্তচিত্ত মহারাজ যুধিষ্ঠির নিঃসার নির্ব্বীর ধরাতল ভোগ করিতে বীতস্পৃহ হইয়া মহাবীর অর্জ্জুনের পৌত্র অভিমন্যুতনয় পরীক্ষিৎকে হস্তিনার সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া ১২৬ বৎসর বয়সে হিমালয় প্রদেশে দারানুজগণ সমভিব্যাহারে মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন, আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। কলির ৭৭৯ বৎসর গতে ২৪০০ শকাব্দ

পূর্ব্বে ২২৬৫ সংবৎ পূর্ব্বে, এবং ২৩২২ খৃষ্টাব্দ পূর্ব্বে এই 'মহাপ্রস্থান'টী সংঘটিত হয়।" (৫৫)

জ্যোতিঃশাস্ত্র-বিশারদ মহর্ষি গর্গাচার্য্য লিখিয়াছেন যে,

"আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়্ দ্বিক-পঞ্চ-দ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্ঞশ্চ ॥৩"

সপ্তর্ষিচারোনাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ। (৫৬)

অর্থাৎ—রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্যশাসন কালে সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা নক্ষত্রে অর্থাৎ মঘানক্ষত্রের সমরেখাতে ছিল। কেননা সপ্তর্ষিমণ্ডল রাশিচক্রের বাহিরে হইতেছে। বৃহৎসংহিতার এই অংশ রচনার সময় যুধিষ্ঠিরাব্দ ২৫২৬ ছিল।

এই শ্লোকটীর নানাপ্রকার ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন,—"মহর্ষি গর্গ জ্যোতিঃশাস্ত্রের সঙ্কেতানুসারে রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল নির্দ্দেশার্থ বলিয়াছেন যে, রাজা যুধিষ্ঠির রাজ্যশাসন করিলে পর শকটাকৃতি সপ্তর্ষি মণ্ডল অর্থাৎ অগস্ত্যাদিমুণি নামধেয় সপ্তনক্ষত্র মঘাদি নক্ষত্রে ছিল—অর্থাৎ মঘাগণের প্রত্যেক নক্ষত্রে এক এক শত বৎসর ও পূর্ব্ব-ফাল্গুনী হইতে উত্তরাষাঢ়া পর্য্যন্ত একাদশটী নক্ষত্রে এক এক শত বৎসর ভোগ করিতে ২৪০০ বৎসর গত হয়। অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকালের বা জীবনকালের পরে এবং শকাব্দারম্ভ হইবার পূর্ব্বে ২৪০০ বৎসর গত হইয়া যায়।

---

(৫৫) আর্য্যদর্শন, দশম খণ্ড, ৩৮৭-৩৯৩ পৃষ্ঠা দেখ।
(৫৬) বৃহৎসংহিতা, বঙ্গবাসী যন্ত্রে মুদ্রিতা, ৩৯ পৃষ্ঠা দেখ।

আমরা রাত্রিকালে নভোমণ্ড'ল কালপুরুষ সংজ্ঞক অধোহধঃ অবস্থিত যে তিনটী দেদীপ্যমান নক্ষত্র দেখিতে পাই, ঐ গুলিতে ক্ষুদ্রাকারে ত্রয়োদশটী নক্ষত্র আছে, তাহাদিগকেই মঘাগণ বলিয়া থাকে। ঐ মঘানক্ষত্র-পুঞ্জের অনতিদূরেই শকটাকৃতি সপ্তর্ষিমণ্ডল দৃষ্ট হইয়া থাকে। উক্ত বচনটীর অপর পদের ব্যাখ্যা এইরূপ যে, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যনাম প্রকাশের পর (যুধিষ্ঠিরের জন্ম হইতেই যুধিষ্ঠিরের রাজ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে) ২৫২৬ বৎসর গত হইতে শকাব্দারম্ভ হইয়াছিল। গর্গ মুনি এই শ্লোকটী দ্বারা রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল বা জীবনকাল এবং শকাব্দারম্ভের কাল এতদুভয়ই নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। রাজা যুধিষ্ঠিরের জন্মের পূর্ব্বগত ৬৫৩ বৎসরের সহিত তাঁহার জন্মের পরবর্ত্তী ২৫২৬ বৎসর যোগ করিলে কলিযুগের ৩১৭৯ বৎসর গত হইলে শকাব্দারম্ভ হইয়াছিল, ইহা জানা যায়। বর্ত্তমান শকাব্দ ১৮২৩ বৎসরের সহিত উক্ত ৩১৭৯ বৎসর যোগ করিয়া দেখিলে ৫০০২ বৎসর কলির গতাব্দ পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল বা জীবনকালের পরে ২৪০০ বৎসর গত হইলে শকাব্দারম্ভ হইয়াছিল, এবং তাঁহার জন্মকাল হইতে ২৫২৬ বৎসর অতীত হইলে, ঐ শকাব্দারম্ভ হয়; তাহাহইলে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরের জীবনকাল কত বৎসর, তাহা অনায়াসেই জানা যাইতে পারে। কারণ, উক্ত ২৫২৬ বৎসর হইতে ২৪০০ বৎসর বিয়োগ করিলে অবশিষ্ট যে ১২৬ বৎসর

থাকে, তাহাই তাঁহার জীবনকাল।" (৫৭) এই গণনানুসারে যুধিষ্ঠিরের প্রথম শকাব্দ হইতে বর্ত্তমান বৎসর ৪৩৪৮, অর্থাৎ খ্রীষ্টের ২৪৪৮ বৎসর পূর্ব্বে হয়।

আবার কেহ বলেন যে,

"সাম্প্রতময়নং সবিতুঃ কর্কটকাদ্যং মৃগাদিতশ্চান্যৎ।" ২

বৃহৎসংহিতায়ামাদিত্যচারো নাম

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ। (৫৮)

অর্থাৎ—সূর্য্যের অয়ন পরিবৃত্তি, দক্ষিণায়নারম্ভ কর্কট রাশির প্রথমাংশে ও উত্তরায়ণারম্ভ মকরের প্রথমাংশে হইয়া থাকে।

এখন বৃহৎসংহিতার সময় হইতে প্রায় ২১ অয়নাংশ অন্তর হইয়াছে। প্রচলিত গণনায় ৬৬ বৎসর ৮ মাসে এক এক অয়নাংশ। তাহাতে প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে বৃহৎসংহিতা রচিত হইয়াছে, এইরূপ স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। আধুনিক গণিতবেত্তা বাবু মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও ৪২৭ শকে বরাহের স্থিতি স্থির করিয়াছেন। এই ২৫২৬ ও ১৪০০ যোগ করিলে ৩৯২৬ বৎসর হয়। অদ্য ৩৯২৬ বৎসর হইল যুধিষ্ঠিরের শকাব্দ আরম্ভ হইয়াছে (৫৯) অর্থাৎ খৃষ্টের ২০২৬ বৎসর পূর্ব্বে হইতেছে।

(৫৭) আর্য্যদর্শন, দশমখণ্ড, ৩৪২-৩৪৩ পৃষ্ঠা দেখ।
(৫৮) বৃহৎসংহিতা, বঙ্গবাসী যন্ত্রে মুদ্রিতা, ৩ পৃষ্ঠা দেখ।
(৫৯) জন্মভূমি দ্বিতীয় খণ্ড, ১২ পৃষ্ঠা দেখ।

বিষ্ণুপুরাণ—চতুর্থাংশে লিখিত আছে ;—

"তে তু পারীক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্ দ্বিজোত্তমাঃ।
তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ॥ ৩৪"

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ। (৬০)

অর্থাৎ—সপ্তর্ষি পরীক্ষিতের সময়ে মঘা নক্ষত্রে ছিলেন, তখন কলির দ্বাদশশতাব্দী প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

এক্ষণে কল্যব্দ ৫০০২ বৎসর হইলে এই প্রমাণানুসারে ১৯০১ খ্রীষ্ট পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়। কিন্তু উক্ত বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থাংশে আরও লিখিত আছে,—

"যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্॥ ৩২"

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ। (৬১)

এবং শ্রীমদ্ভাগবত—দ্বাদশস্কন্ধেও লিখিত আছে,—

"আরভ্য ভবতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনং।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু শতং পঞ্চদশোত্তরং॥ ২১"

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ। (৬২)

(৬০) বিষ্ণুপুরাণম্, বঙ্গবাসী যন্ত্রে মুদ্রিতং, ১৯১ পৃষ্ঠা দেখ।
(৬১) বিষ্ণুপুরাণম্, বঙ্গবাসী যন্ত্রে মুদ্রিতং, ১৯১ পৃষ্ঠা দেখ।
(৬২) শ্রীমদ্ভাগবতম্, দ্বাদশ স্কন্ধঃ, শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নেন প্রকাশিতং, ৯২ পৃষ্ঠা দেখ।

অর্থাৎ—পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দের রাজ্যাভিষেক কাল পর্য্যন্ত এক হাজার পনর বৎসর অতিবাহিত হইবে।

উক্ত উভয় শ্লোকের শেষ চরণের কেহ ১০১৫ বৎসর, কেহ ১১১৫ বৎসর, এবং কেহ বা ১৫১০ বৎসর অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত শ্রীমদ্ভাগবত দ্বাদশ স্কন্ধে আরও লিখিত আছে,—

"যদা মঘাভ্যো যাস্যন্তি পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি॥ ২৬"
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অর্থাৎ—"যখন ঐ সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা হইতে পূর্ব্বাষাঢ়ায় গমন করিবেন, তখন অবধি অর্থাৎ নন্দাভিষেক অবধি এই কলি অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।" (৬৩) মঘানক্ষত্র হইতে পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্র গণনাতে এগার হইতেছে, এবং—

"এ কৈকস্মিন্নৃক্ষে শতং শতং তে চরন্তি বর্ষানাম্।" (৪)
সপ্তর্ষিচারো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ। (৬৪)

অর্থাৎ—সপ্তর্ষিগণ এক এক নক্ষত্রে এক একশত বৎসর থাকেন।

তাহাহইলে পরীক্ষিৎ ও নন্দ কিঞ্চিদধিক সহস্র বৎসর অন্তর, ইহাই বিবেচনা হয়; এবং ইহাদ্বারা একহাজার পনর বৎসরকেই সমর্থন করিতেছে।

---

(৬৩) শ্রীমদ্ভাগবতম্, দ্বাদশ স্কন্ধঃ, শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নেন প্রকাশিতম্, ১৪ পৃষ্ঠা দেখ।

(৬৪) বৃহৎসংহিতা, বঙ্গবাসী যন্ত্রে মুদ্রিতা, ৩১ পৃষ্ঠা দেখ।

শ্রীমদ্ভাগবত-দ্বাদশস্কন্ধে আরও লিখিত আছে ;—

"তস্য চাষ্টৌ ভবিষ্যন্তি সুমাল্যপ্রমুখাঃ সুতাঃ।
য ইমাং ভোক্ষ্যন্তি মহীং রাজানশ্চ শতং সমাঃ॥ ৫
নব নন্দান্ দ্বিজঃ কশ্চিৎ প্রপন্নানুদ্ধরিষ্যতি।
তেষামভাবে জগতীং মৌর্য্যা ভোক্ষ্যন্তে বৈ কলৌ॥ ৬
স এব চন্দ্রগুপ্তং বৈ দ্বিজো রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি।
তৎসুতো বারিসারস্তু ততশ্চাশোকবর্দ্ধনঃ॥ ৭"

প্রথমোঽধ্যায়ঃ। (৬৫)

অর্থাৎ—নন্দ এবং তাঁহার সুমাল্য প্রমুখ অষ্টপুত্র একশত বৎসর রাজত্ব করিলে পর কৌটিল্য (বিখ্যাত চাণক্য) নন্দবংশীয়দিগকে উন্মূলিত করিয়া মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তকে (৩১৫ খৃঃ পূঃ) রাজ্যাভিষিক্ত করেন। তদনন্তর তাঁহার পুত্র বারিসার ও তদপরে অশোকবর্দ্ধন রাজা হন।

তাহাহইলে যুধিষ্ঠির হইতে চন্দ্রগুপ্ত ১১১৫ বৎসর অন্তর হইতেছে। চন্দ্রগুপ্ত অতি বিখ্যাত সম্রাট। ইনিই মাসিডণীয় যবন আলেক্জন্দর ও সিলিউক্সের সমসাময়িক, এবং প্রবল প্রতাপ সিলিউক্সকে পরাভূত করিয়া তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। অতএব উক্ত ১১১৫ বৎসরের সহিত ৩১৫ বৎসর যোগ করিলে ১৪৩০ খৃষ্ট পূর্ব্ব হয়। ইহাই

---

(৬৫) শ্রীমদ্ভাগবতম্, দ্বাদশ স্কন্ধঃ, শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নেন প্রকাশিতং, ৩ পৃষ্ঠা দেখ।

মহাভারতের যুদ্ধের সময়। কেবল মৎস্য পুরাণ ও বায়ু পুরাণে ১১১৫ স্থানে ১১৫০ লিখিত আছে; তাহা হইলে ১৪৬৫ খৃঃ পূঃ হয়।

মাননীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই মত সমর্থন করিয়া আরও লিখিয়াছেন যে,—"সকল প্রমাণ খণ্ডন করা যায়—গণিত জ্যোতিষের প্রমাণ খণ্ডন করা যায় না।

"চন্দ্রার্কৌ যত্র সাক্ষিণৌ।"

সকলেই জানেন যে, বৎসরে দুইটী দিনে দিবারাত্র সমান হয়। সেই দুইটী দিন একের ছয় মাস পরে আর একটী উপস্থিত হয়। উহাকে বিষুব বলে। আকাশের যে যে স্থানে ঐ দুইদিনে সূর্য্য থাকেন, সেই স্থান দুইটীকে ক্রান্তিপাত বা ক্রান্তিপাতবিন্দু (Equinoctial point) বলে। উহার প্রত্যেকটীর ঠিক ৯০ অংশ (90°) পরে অয়ন পরিবর্ত্তন হয় (solstice)। ঐ ৯০ অংশে উপস্থিত হইলে সূর্য্য দক্ষিণায়ন হইতে উত্তরায়ণে, বা উত্তরায়ণ হইতে দক্ষিণায়নে যান।

মহাভারতে আছে, ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু। তিনি শরশয্যা-শায়ী হইলে বলিয়াছিলেন, যে আমি দক্ষিণায়নে মরিব না (তাহা হইলে সদ্গতির হানি হয়); অতএব শরশয্যায় শুইয়া উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মাঘ মাসে উত্তরায়ণ হইলে তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। প্রাণত্যাগের পূর্ব্বে ভীষ্ম বলিতেছেন,—

"মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃ সৌম্যো যুধিষ্ঠির।"

তবে তখন মাঘ মাসেই উত্তরায়ণ হইয়াছিল। অনেকে মনে করেন, এখনও মাঘ মাসেই উত্তরায়ণ হয়, কেননা ১লা মাঘকে উত্তরায়ণ দিন এবং তৎপূর্ব্বদিনকে মকরসংক্রান্তি বলে। কিন্তু তাহা আর হয় না। যখন অশ্বিনী নক্ষত্রের প্রথম অংশে ক্রান্তিপাত হইয়াছিল, তখন অশ্বিনী প্রথম নক্ষত্র বলিয়া গণিত হইয়াছিল, তখন আশ্বিন মাসে বৎসর আরম্ভ করা হইত এবং তখনই ১লা মাঘ উত্তরায়ণ হইত। এখনও গণনা সেইরূপ চলিয়া আসিতেছে; এখন ফসলী (বা আমলী) সন ১লা আশ্বিনে আরম্ভ হয়, কিন্তু এখন আর অশ্বিনী নক্ষত্রে ক্রান্তিপাত হয় না; এবং এখন ১লা মাঘে পূর্ব্বের মত উত্তরায়ণ হয় না। এখন ৭ই পৌষ বা ৮ই পৌষ (২১শে ডিসেম্বর) উত্তরায়ণ হয়। ইহার কারণ এই যে ক্রান্তি-পাতবিন্দুর একটা গতি আছে, ঐ গতিতে ক্রান্তিপাত, সুতরাং অয়ন পরিবর্ত্তন স্থানও বৎসর বৎসর পিছাইয়া যায় ইহাই পূর্ব্বকথিত Precession of the Equinoxes—হিন্দুনাম "অয়নচলন।" কত পিছাইয়া যায়, তাহারও পরিমাণ স্থির আছে। হিন্দুরা বলেন, বৎসর ৫৪ বিকলা। কিন্তু ইহাতে সামান্য ভুল আছে। ১৭২ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে হিপার্কস নামা গ্রীক জ্যোতির্ব্বিদ্ ক্রান্তিপাত হইতে ১৭৪ অংশে চিত্রা নক্ষত্রকে দেখিয়াছিলেন; মাস্কেলাইন ১৮০২ খৃষ্টাব্দে চিত্রাকে ২০১ অংশ ৪ কলা ৪ বিকলায় দেখিয়াছিলেন। ইহা হইতে হিসাব করিয়া পাওয়া যায়, ক্রান্তিপাতের বার্ষিক গতি সাড়ে পঞ্চাশ

বিকলা। বিখ্যাত ফরাসী জ্যোতির্ব্বিদ Leverrier ঐ গতি অন্য কারণ হইতে ৫০.২৪ বিকলা স্থির করিয়াছেন, এবং সর্ব্বশেষে Stock well গণিয়া ৫০.৪৩৮ বিকলা পাইয়াছেন। অতএব ইহাই গ্রহণ করা যাউক।

ভীষ্মের মৃত্যুকালেও মাঘ মাসে উত্তরায়ণ হইয়াছিল, কিন্তু মাঘের কোন দিনে, তাহা লিখিত নাই। পৌষ মাঘে সচরাচর ২৮ কি ২৯ দিন দেখা যায়। এই দুই মাসে মোট ৫৭ দিনের বেশী প্রায় দেখা যায় না। কিন্তু এমন হইতে পারে না যে তখন মাঘ মাসের শেষ দিনেই উত্তরায়ণ হইয়াছিল। কেননা তাহাহইলে 'মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তঃ' কথাটী বলা হইত না। ২৮শে মাঘে উত্তরায়ণ ধরিলেও এখন হইতে ৪৮ দিন তফাত। ৪৮ দিনে রবির গতি মোটামুটি ৪৮ অংশ ধরা যাইতে পারে; ইহা কিন্তু ঠিক বলা যায় না; কেননা রবির শীঘ্রগতি ও মন্দগতি আছে। ৭ই পৌষ হইতে ২৯শে মাঘ পর্য্যন্ত রবিস্ফুট বাঙ্গালা পঞ্জিকা ধরিয়া গণিলে ৪৪ অংশ ৪ কলা মাত্র গতি পাওয়া যায়। ঐ ৪৪ অংশ ৪ কলা লইলে খৃঃ পূর্ব্বঃ ১২৬৩ বৎসর পাওয়া যায়। ৪৮ অংশ পূরা লইলে খৃঃ পূঃ ১৫৩০ বৎসর পাওয়া যায়। ইহা কোন মতেই হইতে পারে না যে, ইহার পূর্ব্বে কুরু-ক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণ হইতে যে খৃঃ পূঃ ১৪৩০ পাওয়া গিয়াছে, তাহাই ঠিক বোধহয়।" (৬৬)

ইউরোপীয়গণ—পৃথিবীর ও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের যে কাল

(৬৬) কৃষ্ণচরিত্র, তৃতীয় সংস্করণ, ২০-২৭ পৃষ্ঠা দেখ।

নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা লইয়া আমাদের কেহ কেহ বিদ্রূপ করিয়াছেন। কিন্তু এই মহাযুদ্ধের সময় নিরূপণ সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রেই যখন একমিল দৃষ্ট হয় না, তখন ইউরোপীয়-দিগের সহিত যে কিছু কিছু মতভেদ হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি? তথাপি জেনারল কনিংহ্যাম সাহেব পরীক্ষিৎ হইতে চন্দ্রগুপ্তের যে সময় নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা আমাদের বিষ্ণুপুরাণের অনুরূপ (৬৭)। কেবল সাহেব কি দৃষ্টে যে মহাযুদ্ধের সময়ে পরীক্ষিতের বয়ঃক্রম ছয় বৎসর ধরিয়া মহাযুদ্ধের কাল ছয় বৎসর কম করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। কেননা মহাভারত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ষোড়ষবর্ষ বয়ঃক্রম কালে অভিমন্যু সপ্তরথী কর্ত্তৃক কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নিহত হন। তৎকালে তাঁহার সহধর্ম্মিণী উত্তরা গর্ভবতী ছিলেন।

কোলব্রুক সাহেব গণনা করিয়াছেন, খৃঃ পূঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এই মহাযুদ্ধ হইয়াছিল। উইলসন্ সাহেব ও এলফিনিষ্টোন সাহেব (৬৮) তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। উইলফোর্ড সাহেব বলেন, খৃঃ পূঃ ১৩৭০ বৎসরে এই

---

(৬৭) "The birth of Parikshita 1115 years before the accession of Chandra Gupta in 315 B. C. that is, in 1430 B. C. By this account the birth of Parikshita, the grandson of Arjuna, took place just six years before the great war in B. C. 1424."—Cunningham.

(৬৮) Vide Cowell's Elphinstone, Book III, Ch. III, p. 156.

মহাযুদ্ধ হয়। বুকানন সাহেবের মতে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। প্রাট্ সাহেব গণনা করিয়াছেন, খৃঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে; হণ্টার সাহেবও সেই মতাবলম্বী (৬৯)। আমাদের স্বদেশী প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলেন, খ্রীষ্টের ১২৫০ বৎসর পূর্ব্বে কুরুপাঞ্চালের যুদ্ধ হয় (৭০)।

ফলতঃ ইহার যে কোন মত ধরিলেও তাম্রলিপ্ত নগরের বিশেষ প্রাচীনত্বের প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ পৃথিবীর কালনিরূপণ যাহা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে আমাদের একটু আশ্চর্য্য বোধ হয়। যথা—'পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন যে, যীশুখ্রীষ্ট জন্মের চারি হাজার আট বা চারি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর স্থষ্টি হইয়াছিল। তাহা হইলে ঐ ৪০০৮ বা ৪০০৪ বৎসরের সহিত বর্ত্তমান খ্রীষ্টাব্দ ১৯০১ যোগ করিলে ৫৯০৯ বা ৫৯০৫ বৎসর পৃথিবীর বয়ঃক্রম পাওয়া যায়। তবে ঐ ৫৯০৯ বা ৫৯০৫ বৎসর হইতে বর্ত্তমান কলিযুগাব্দ ৫০০২ বৎসর অন্তর করিলে কলিযুগারম্ভের ৯০৭ বা ৯০৩ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর স্থষ্টি হইয়াছিল।' (৭১)

---

(৬৯) Vide Hunter's brief History of the Indian people, pp. 58-59.

(৭০) Vide R. C. Dutt's History of Civilization in Ancient India, Vol. I, p. 33.

(৭১) আর্য্যদর্শন, দশম খণ্ড, ৩৯০ পৃষ্ঠা দেখ।

খিল হরিবংশে—হিরণ্যকশিপু বধ বৃত্তান্তে তাম্রলিপ্তের নাম রহিয়াছে। যথা :—

"সুরাষ্ট্রশ্চ সবাহলীকাঃ শূদ্রাভীরাস্তথৈব চ।
ভোজাঃ পাণ্ড্যশ্চ অঙ্গাশ্চ কলিঙ্গাস্তাম্রলিপ্তকাঃ॥ ৫৫"

অষ্টবিংশত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

পুস্তকান্তরে

পঞ্চত্রিংশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

পদ্মপুরাণ—সৃষ্টিখণ্ডেও ঐ শ্লোক দৃষ্ট হয়। যথা :—

"সুরাষ্ট্রশ্চ সবাহলীকাঃ শূদ্রাভীরাস্তথৈব চ।
ভোজাঃ পাণ্ড্যাশ্চ বঙ্গাশ্চ কলিঙ্গাস্তাম্রলিপ্তকাঃ॥ ১৬৪"

ইতি শ্রীমহাপুরাণে পাদ্মে সৃষ্টিখণ্ডে নরসিংহপ্রাদুর্ভাবো নাম দ্বিচত্বারিংশোত্তমোঽধ্যায়ঃ। (৭২)

অথর্ব্ববেদ—পরিশিষ্টেও তাম্রলিপ্তের উল্লেখ রহিয়াছে।

---

(৭২) পদ্মপুরাণম্, পুণ্যাখ্যপত্তনে আনন্দাশ্রম মুদ্রনালয়ে প্রকাশিতম্, ১১০০ পৃষ্ঠা ও শ্রীমৎ কেদার নাথ ভক্তিবিনোদেন সম্পাদিতম্ শ্রীপাদ্মে সৃষ্টিখণ্ডে নরসিংহপ্রাদুর্ভাবোনাম দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ, ৩১৫ পৃষ্ঠা দেখ।

তৃতীয় অধ্যায়

পৌরাণিক কাল।

এখন তাম্রলিপ্ত সম্বন্ধে পুরাণ কি বলে, দেখা যাউক। ইহাতে কেহ বলিতে পারেন যে, মহাভারতের পরে,—বৌদ্ধ ও গ্রীকগণের সময় অতিক্রম করিয়া, একবারে পৌরাণিক কালে উপস্থিত হওয়া কি যুক্তিসঙ্গত? কেননা, কেহ কেহ পুরাণের সময় ৫০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে (৭৩) বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এবং বলেন, ভারত হইতে বৌদ্ধধর্ম্মকে বিতাড়িত করিবার জন্যই ইহার সৃষ্টি। ইহা যে কেবল ইহাঁদের স্বকপোল কল্পিত, এরূপ বলিয়া বোধ হয় না। কারণ গোঁড়া হিন্দুরাও প্রকারান্তরে ইহার সমর্থন করিয়াছেন। যখন "বেদব্যাস বুঝিলেন, ব্রাহ্মণগণ অল্পবীর্য্য হইতেছেন, লোকের ধারণা-শক্তি ক্রমেই হীন হইয়া আসিতেছে,—ব্রাহ্মণের চতুর্ব্বেদ

---

(৭৩) Vide R. C. Dutt's History of Civilization in Ancient India, Vol. III, Book V, p. 211.

আর সেরূপ কণ্ঠস্থ থাকে না,—তখন তিনি বেদের বিভাগ সাধন করিলেন। বেদ বিভাগ করিয়াও ব্যাসের মন পরিতৃপ্ত হইল না। তিনি ধ্যানযোগে বুঝিলেন, ব্রাহ্মণের প্রতিভা এরূপ কম হইয়া আসিতেছে যে, তাঁহাদের মধ্যে সাধারণতঃ অনেকেই বেদরূপ কঠিন পর্ব্বত ভেদ করিয়া ধর্ম্ম ও অর্থরূপ মহারত্ন সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইবেন না। অতএব সুললিত মধুর ভাষায় কোমল উপন্যাসাদির সহিত বেদের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। ইহাই পুরাণ সৃষ্টির আদি কারণ।" (৭৪) ইহাই পুরাণ সৃষ্টির আদি কারণ হইলে সুললিত মধুর ভাষায় কোমল উপন্যাসাদির সহিত বেদের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিয়া, হিন্দুধর্ম্মের প্রসার বৃদ্ধির সহিত বৌদ্ধধর্ম্মকে বিতাড়িত করাই পুরাণ সৃষ্টির কারণ, ইহাও অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

যাহা হউক, মহাভারতের পরে পুরাণ হইয়াছে বলিয়া অনেকের ধারণা আছে। বিশেষতঃ মহাভারত ও অষ্টাদশ মহাপুরাণ মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ব্যাসের লেখনীপ্রসূত, ইহার সামঞ্জস্য রাখিবার জন্যও মহাভারতের পরেই পৌরাণিক কালের বিষয় লিপিবদ্ধ করিলাম। এজন্য প্রত্নতত্ত্ববিৎ মহোদয়গণ ক্ষমা করিবেন।

(৭৪) বঙ্গবাসী যন্ত্রে মুদ্রিত 'খিল হরিবংশে'র অষ্টাদশ মহাপুরাণের বিজ্ঞাপন দেখ।

"বরনগরী তাম্রলিপ্তি, বহু পুরাকাল হইতে একটী প্রথিতনামা তীর্থস্থান বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রীয় গ্রন্থাদিতে বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত স্থান যে একটী সিদ্ধপীঠ বলিয়া পরিগণিত, তৎসম্বন্ধে পুরাণাদি হইতে আমরা যাহা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, নিম্নে তাহা সন্নিবেশিত করা যাইতেছে।

মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি পুরাণ, শাস্ত্রীয় অন্যান্য গ্রন্থ এবং অপরাপর পুস্তকাদিতে স্থানে স্থানে তাম্রলিপ্তি সম্বন্ধে উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু ব্রহ্মপুরাণেই উক্ত স্থানের বিষয় বিশিষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই হেতু পাঠকগণের জ্ঞাতার্থ আমরা উক্ত পুরাণ হইতে কয়েকটী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

দেবাদিদেব মহাদেব ব্রহ্মার তনয় দক্ষপ্রজাপতিকে নিহত করেন। ব্রহ্মহত্যাবশতঃ দক্ষ-শরীর-বিশ্লিষ্ট-মস্তক মহাদেবের পাণি-সংস্পৃষ্ট হইয়া যায়,—যোগীশ্বর উহা কোন প্রকারেই স্বীয় করপল্লব হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর কি উপায়ে ঐ শিরঃ হস্ত হইতে বিমুক্ত হইতে পারে, এই বিষয়ের পরামর্শ লইবার অভিপ্রায়ে শূলপাণি অমরবৃন্দের সমীপে উপনীত হইলেন। দেবতাগণ তাঁহাকে পৃথিবীর সমস্ত তীর্থ পরিদর্শন করিতে যুক্তি প্রদান করেন। এ সম্বন্ধে ব্রহ্মপুরাণ হইতে শ্লোকটী নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে ;—

"পুরা দক্ষবধে যস্মাৎ তৎশিরঃ স্বকরে শিবঃ।
দদর্শ তত্তয়ান্মোক্তুং তীর্থযাত্রাঞ্চকারবৈ॥"

অর্থাৎ—পূর্ব্বকালে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের পর দক্ষের মস্তক মহাদেবের হস্তে ছিল, সেই মস্তক দেখিয়া তিনি তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন।

এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া দেবাদিদেব মহাদেব সমস্ত তীর্থ পরিভ্রমণ ও পরিদর্শন করিলেন; কিন্তু হায়! তথাপিও ঐ শিরঃ তাঁহার হস্তচ্যুত হইল না। অবশেষে শূলপাণি, হিমাদ্রির অত্যুচ্চ শিখরদেশে উপবিষ্ট হইয়া বিষ্ণুর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন।

ব্রহ্মপুরাণ এ সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন ;—

"ভূতলে সর্ব্বতীর্থাণি পর্য্যটন্ন বিনির্গতং।
তস্মাদ্ভীতো হরোগত্বা স্থিতবান্ গিরিগহ্বরে॥"

অর্থাৎ—পৃথিবীস্থ সকল তীর্থ পর্য্যটন করিয়াও হস্ত হইতে শিরঃ বিমোচন হয় নাই, সেই ভয়ে মহাদেব গিরি-গহ্বরে শয়ন করিয়াছিলেন।

তদনন্তর বিষ্ণু মহাদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, শূল-পাণি বিষ্ণুকে বলিয়াছিলেন ;—

"ত্বয়া জ্ঞপ্তং পুরা যস্মাৎ কর্ত্তুং তীর্থাটনং ময়া।
কৃতং তীর্থাটনং তস্মাৎ কস্মাৎ পাপান্নহীয়তে॥"

অর্থাৎ—আপনি (বিষ্ণু) পূর্ব্বে আমাকে সকল তীর্থ ভ্রমণ করিতে বলিলে আমি সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু ঐ পাপ হইতে কেনই বা বিমুক্ত হইলাম না?

ভগবান বলিলেন ;—

"অহং তে কথয়িষ্যামি যত্র নশ্যতি পাতকং।
তত্র গত্বা ক্ষণান্মুক্তঃ পাপাস্তর্গো ভবিষ্যসি॥"

অর্থাৎ—যেখানে গমন করিলে জীব ক্ষণকাল মধ্যে পাপ হইতে মুক্ত হয়, এবং সকল পাপ বিনষ্ট হয়, তোমায় সে স্থানের মাহাত্ম্য বলিব।

এই বলিয়া ভগবান্ সেই স্থানের মাহাত্ম্য এইরূপে বর্ণনা করিতেছেন ;—

"অস্তি ভারতবর্ষস্য দক্ষিণস্যাং মহাপুরী,
তমোলিপ্তং সমাখ্যাতং গূঢ়ং তীর্থ বরং বসেৎ।
তত্র স্নাত্বা চিরাদেব সম্যগেষ্যসি মৎপুরীং
জগাম তীর্থরাজস্য দর্শনার্থং মহাশয়ঃ॥"

অর্থাৎ—ভারতবর্ষের দক্ষিণে তমোলিপ্ত নামে মহাতীর্থ আছে, তাহাতে গূঢ় তীর্থ বাস করে। সেখানে স্নান করিলে লোক বৈকুণ্ঠে গমন করে। অতএব মহাশয়, আপনি তীর্থরাজের দর্শনের নিমিত্ত গমন করুন।

দেবাদিদেব ইহা শ্রবণমাত্রেই তাম্রলিপ্তাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া বর্গভীমা এবং জিষ্ণু নারায়ণের মন্দিরদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র সরসীনীরে অবগাহন করিলেন। স্নানান্তে দক্ষ-শিরঃ তাঁহার পাণি হইতে বিমুক্ত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে ব্রহ্মপুরাণে এইরূপ উক্ত হইয়াছে। যথা ;—

"পুরীং প্রবিশ্যাথ বিলোকনাশ্রয়ং জলাশয়-স্যাশুজগাম সন্নিধিং।
সাষ্টাঙ্গপাতং প্রণতিং বিধায়চ স্পর্শাৎ শিরোভূমিতলং জগাম॥

ভ্রষ্টং শিরঃ সমালোক্য সর্ব্বঃ সর্ব্বগতিং হরিং।
প্রণম্য মনসা স্নাত্বা বিষ্ণুমূর্ত্তিমলোকয়ৎ॥"

অর্থাৎ—অনন্তর ভর্গ, পুরী প্রবেশ পূর্ব্বক শীঘ্র জলাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলে হস্ত হইতে শিরঃ পতিত হইল। করকমল হইতে মস্তক বিমুক্ত হইলে তিনি সকলের উদ্ধারকারক যে বিষ্ণু তাঁহার দর্শন করিয়াছিলেন।

সেই অবধি এই স্থানে—কথিত ক্ষুদ্র সরোবর—"কপালমোচন" নামে অভিহিত হইতে থাকে, এবং তাম্রলিপ্তি একটী প্রধান তীর্থস্থান মধ্যে পরিগণিত হয়।

পুরাণে এইরূপ উক্ত হইয়াছে :—

পাপাদ্ যস্মাৎ বিমুক্তোঽস্মি যস্মান্মুক্তং করাৎ শিরঃ।
কপালমোচনং নাম তস্মাদেব ভবিষ্যতি॥"

অর্থাৎ—এখানে পাপ হইতে এবং হস্ত হইতে শিরঃ মুক্ত হইল, অতএব ইহার নাম "কপাল মোচন" হইবে। মহাদেব এইরূপ বলিয়া ছিলেন ;—

"কপাল মোচনে স্নাত্বা মুখং দৃষ্ট্বা জগৎপতেঃ।
বর্গভীমাং সমালোক্য পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥"

অর্থাৎ—কপালমোচনে (তমোলিপ্তের জলাশয়ে) স্নান করিয়া জগৎপতির ও বর্গভীমার মুখ দর্শন করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না।

তাম্রলিপ্তির শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে নারায়ণ কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছে ;—

"ইতি সর্ব্বেষু কালেষু যুগেষু চ বিশেষতঃ।
তমোলিপ্তাং পরং স্থানং হরেরুক্তং ন বিদ্যতে॥"

অর্থাৎ—নারায়ণ বলিয়াছিলেন যে, তমোলিপ্ত অপেক্ষা, সকল কালে (বিশেষ কোন কোন যুগে) কোন তীর্থই শ্রেষ্ঠ নহে।

কাল সহকারে রূপনারায়ণ নদের স্রোতঃপ্রবাহে উপর্য্যুক্ত স্থানটী (কপালমোচন নামক সরোবর) বিলুপ্ত হইয়াছে। পুরাকালে যে স্থানে প্রাচীন জিষ্ণু-নারায়ণের মন্দির দণ্ডায়মান ছিল, সে স্থান এক্ষণে নদীগর্ভে নিহিত—তথায় অদ্যাপিও বারুণী উৎসবে পুণ্য সঞ্চয়াভিলাষে জনগণ অবগাহন করিয়া থাকে। তমোলুকে প্রতিবৎসর মকর-সংক্রান্তি, মাঘী-পূর্ণিমা, মহাবিষুব সংক্রান্তি এবং অক্ষয়-তৃতীয়া, এই চারিবার মেলা হইয়া থাকে।" (৭৫)

"কপালমোচন" সম্বন্ধে গোলযোগ ঘটিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। দেবাদিদেব মহাদেব—দক্ষমুণ্ড ছেদন করায় সেই মুণ্ড তাঁহার পাণিসংস্পৃষ্ট হইয়া যায়। তাহা তাঁহার হস্ত হইতে মুক্ত হওয়ায় একটী "কপালমোচন"; এবং ব্রহ্মার পঞ্চমমুখ—অর্থাৎ দেবগণের শক্তিহরণ-মুখ ছেদন

(৭৫) প্রতিমা, প্রথমখণ্ড, ৩৪৩-৪৫ পৃষ্ঠা ও রহস্য-সন্দর্ভ, ৭ম পর্ব্ব, ১৪৫-৪৬ পৃষ্ঠা দেখ।

করায় সেই মুণ্ডও তাঁহার হস্তসংস্পৃষ্ট হয়। তাহাও তাঁহার হস্ত হইতে মুক্ত হওয়ায় একটী "কপালমোচন" তীর্থ হয়,—শাস্ত্রে উল্লেখ রহিয়াছে। কিন্তু "কপালমোচন" নামক অনেকগুলি তীর্থের অস্তিত্ব ভারতভূমে দেখিতে পাওয়া যায়। তাম্রলিপ্তান্তর্গত কপালমোচনের বিষয় যাহা উপরে কথিত হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডোক্ত মায়াপুরে একটী, স্কন্দপুরাণের কুরুক্ষেত্র মাহাত্ম্যে কুরুক্ষেত্র মধ্যে একটী, প্রভাসখণ্ডের মতে গুজরাটের অন্তর্গত প্রভাস তীর্থের মধ্যে একটী, রেবাখণ্ডোক্ত রেবাতীরে একটী, এবং উৎকলখণ্ডের মতে উৎকল দেশে একটীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। উপরোক্ত কয়েকটীর মধ্যে কোন দুইটী প্রকৃত, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। এইরূপ কেবল প্রক্ষিপ্ত দোষে হইয়াছে বলিয়াই অনুমান হয়।

এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক নহে যে, শ্রীশ্রীবর্গভীমা দেবী একান্নপীঠের অন্তর্গত না হইলেও অন্যান্য পীঠস্থানের ন্যায় ইহাঁরও নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে (উত্তরে—পায়রাটুঙ্গীখাল, পূর্ব্বে—রূপনারায়ণ নদ, দক্ষিণে—শঙ্কর আড়া খাল, ও পশ্চিমে—গাড়মরিচা খাল) দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, রটন্তী, বাসন্তী ও অন্নপূর্ণা প্রভৃতি দেবী পূজা আবহমানকাল হইতে নিষেধ হইয়া আসিতেছে, এবং তজ্জন্য কেহই উক্ত সীমার মধ্যে দেবী পূজা করেন না। সকলেই বর্গভীমা দেবীর নিকটেই আপন আপন পূজা দিয়া থাকেন।

কাহারও প্রতিমা করিয়া কোন দেবী পূজা করিবার আবশ্যক হইলে উক্ত সীমার বাহিরে গিয়া করিয়া থাকেন।

"আর একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রূপনারায়ণ নদে বান ডাকিবার সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে, বর্গভীমার মন্দির তলে বান আসিয়া যেন মাথা হেঁট করিয়া চলিয়া যায়। তখন আর উহার বিক্রম থাকে না। মন্দির সীমা অতিক্রম করিয়া বান আবার মস্তক উন্নত করিয়া পূর্ব্ব বিক্রমে ছুটিতে থাকে।" (৭৬)

"এইরূপ বহুকাল হইতে বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয়ের নিকট বিশেষ খ্যাতিলাভ করিলেও বহুদিন হইতেই তাম্র-লিপ্তের সেই পূর্ব্বতন মহাসমৃদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন আর এখানে সেরূপ বন্দর নাই; অথবা হিন্দু তীর্থযাত্রিগণ প্রধান তীর্থ ভাবিয়া এই স্থান দর্শন করিতে সকলে আগমন করেন না।

তাম্রলিপ্তের পূর্ব্ব সমৃদ্ধি কেন বিলুপ্ত হইল? এ সম্বন্ধে দিগ্বিজয় প্রকাশ নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থে একটী অপূর্ব্ব উপাখ্যান লিখিত হইয়াছে; তাহা এই—

"কায়স্থবংশে পরশুধার নামে এক অঙ্কশাস্ত্রবিশারদ রাজা জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি তাম্রলিপ্ত ও কাশজোড়া শাসন করিতেন। তিনি বহুদূরদেশ হইতে বৈদিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া ভীমাদেবীর প্রসাদে যাগ করাইয়া ছিলেন। ঘটনা-ক্রমে একদিন এক ব্রাহ্মণ আসিয়া রাজার নিকট শত ভার

---

(৭৬) প্রতিমা. প্রথম ভাগ, ১১২ পৃষ্ঠা দেখ।

রৌপ্য প্রার্থনা করিলেন। রাজা পরশুধার জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন এবং কেনই বা ধন চাহিতেছেন?' ব্রাহ্মণ উত্তর করেন, 'ভাগীরথীর উত্তরে কৌশিকী নদীতীরে মাড়বপুরে আমার বাস, সনাঢ্যগোত্রে আমার জন্ম। আমায় তিনটী বিবাহ করিতে হইবে। যদি তোমার যজ্ঞ সাঙ্গ করিতে চাও, তবে এখনি আমায় লক্ষ মুদ্রা প্রদান কর।' রাজা ব্রাহ্মণের অসঙ্গত বাক্য শুনিয়া 'দূর দূর' করিয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ এই বলিয়া রাজাকে শাপ দিলেন,—

"কলের্বর্ষসহস্রাণি বেদপঞ্চশতানি চ।
তদা ম্লেচ্ছমুখা দেশে তাম্রলিপ্তে হি ভাবিনঃ।
তব বংশাহি নির্ব্বংশা ভবিষ্যন্তি তদা খলু।
ভীমাদেবী তদৈবাপি নিজধাম গমিষ্যতি।
অর্থহীনা বলৈর্হীনা ভাবিনো মানবাঃ সদা॥"

দিগ্বিজয় প্রকাশঃ ১০১-১০৩।

অর্থাৎ—কলির ৪৫০০ বর্ষ হইলে এখানে ম্লেচ্ছের আধিপত্য হইবে, তোর বংশ নির্ব্বংশ হইবে, ভীমাদেবী নিজধামে গমন করিবেন, এবং এখানকার অধিবাসিগণও অর্থহীন, বলহীন হইয়া কেহ আর সুখী না হয়।" (৭৭)

---

(৭৭) বিশ্বকোষ, ৬৯১ পৃষ্ঠা দেখ।

শ্রীপদ্মপুরাণে ভারতবর্ষ বর্ণন বৃত্তান্তে তাম্রলিপ্তের নাম রহিয়াছে। যথা—

কিরাতা বর্ব্বরাঃ সিদ্ধা বৈদেহাস্তাম্রলিপ্তিকাঃ।
ঔড্র ম্লেচ্ছাঃ সসৈরিন্ধ্রাঃ পার্ব্বতীয়াশ্চ সত্তমাঃ॥ ৫২”
ইতি শ্রীমহাপুরাণে পাদ্ম আদিখণ্ডে
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ। (৭৮)

উক্ত পদ্মপুরাণে ব্রহ্মরুদ্রাধ্যান প্রসঙ্গেও তাম্রলিপ্তের নাম দৃষ্ট হয়। যথা ঃ—

“কাঞ্চীং কাশীং তাম্রলিপ্তাং মগধান্মালবাং স্তথা।
বৎসগুল্মং চ গোকর্ণং তথা চৈবোত্তরান্‌কুরূন॥” ১৬৭
ইতি শ্রীমহাপুরাণে পাদ্মে সৃষ্টিখণ্ডে
বহ্মরুদ্রাধ্যানাধ্যায়শ্চতুদ্দশঃ। (৭৯)

মৎস্যপুরাণের পূর্ব্বদেশ বর্ণনায় তাম্রলিপ্তের উল্লেখ রহিয়াছে। যথা ঃ—

“অঙ্গা বঙ্গা মদ্‌গুরকা অন্তর্গিরি বহির্গিরি।
সুহ্মোত্তরাঃ প্রবিজয়া মার্গবাগেয় মালবাঃ॥ ৪৪

(৭৮) পদ্মপুরাণম্‌, পুণ্যাখ্যপত্তনে আনন্দাশ্রম মুদ্রনালয়ে প্রকাশিতম্‌, ৯ পৃষ্ঠা ও শ্রীমৎ কেদারনাথ ভক্তিবিনোদেন সম্পাদিতম্‌ শ্রীপাদ্মে স্বর্গখণ্ডে ভারতবর্ষবর্ণনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ, ৮১১ পৃষ্ঠা দেখ।

(৭৯) পদ্মপুরাণম্‌, পুণ্যাখ্যপত্তনে আনন্দাশ্রম মুদ্রনালয়ে প্রকাশিতম্‌, ৮৩৮ পৃষ্ঠা ও কেদার বাবুর পদ্মপুরাণম্‌, সৃষ্টিখণ্ডে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ, ৭৭ পৃষ্ঠা দেখ।

প্রাগ্‌জ্যোতিষাশ্চ পুণ্ড্রাশ্চ বিদেহাস্তাম্রলিপ্তকাঃ।
শাল্ব-মাগধ-গোনৰ্দ্দাঃ প্রাচ্যা জনপদাঃ স্মৃতাঃ॥ ৪৫"

চতুর্দ্দশাধিক শততমোঽধ্যায়ঃ। (৮০)

এ স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, উক্ত শ্লোকটীর আর এক চরণ (অর্থাৎ "ততঃ প্রবঙ্গা মাতঙ্গা মলয়া মলবৰ্ত্তকাঃ") বৃদ্ধিসহ শব্দকল্পদ্রুমে দৃষ্ট হয়। (৮১)

উক্ত মৎস্যপুরাণের অন্যত্রেও লিখিত আছে,—

"পাঞ্চালান্ কৌশিকান্ মৎস্যান্ মাগধাঙ্গাং স্তথৈব চ।
ব্রহ্মোত্তরাংশ্চ বঙ্গাংশ্চ তাম্রলিপ্তাংস্তথৈব চ॥ ৫০"

একবিংশত্যধিক শততমোঽধ্যায়ঃ। (৮২)

মার্কণ্ডেয় পুরাণের পূৰ্ব্বদেশের বর্ণনাতেও তাম্রলিপ্তের উল্লেখ রহিয়াছে। যথা:—

"এতে দেশা হ্যদীচ্যাস্ত প্রাচ্যান্ দেশান্ নিবোধ মে।
অধ্রারকা মুদরকা অন্তর্গির্য্যা বহির্গিরাঃ॥ ৪২
যথা প্রবঙ্গা রঙ্গেয়া মানদা মানবৰ্ত্তিকাঃ।
ব্রাহ্মোত্তরাঃ প্রবিজয়া ভার্গবা জ্ঞেয়মল্লকাঃ॥ ৪৩
প্রাগ্‌জ্যোতিষাশ্চ মদ্রাশ্চ বিদেহাস্তাম্রলিপ্তকাঃ।
মল্লা মগধ-গোমন্তাঃ প্রাচ্যা জনপদাঃ স্মৃতাঃ॥ ৪৪"

সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ। (৮৩)

---

(৮০) মৎস্য পুরাণম্, বঙ্গবাসী যন্ত্রে মুদ্রিতং ১৫০ পৃষ্ঠা দেখ।
(৮১) শব্দকল্পদ্রুমঃ পুনঃ প্রকাশিতঃ, ১৬৯১ পৃষ্ঠা দেখ।
(৮২) মৎস্য পুরাণম্, বঙ্গবাসী যন্ত্রে মুদ্রিতং, ১৬০ পৃষ্ঠা দেখ।
(৮৩) মার্কণ্ডেয় পুরাণম্, বঙ্গবাসী যন্ত্রে মুদ্রিতং, ৯১ পৃষ্ঠা দেখ।

উক্ত মার্কণ্ডেয় পুরাণে কূর্ম্মরূপী ভগবানের কোন্ অংশে কোন্ কোন্ দেশ অবস্থিত, তদ্বর্ণনায় লিখিত আছে,—

"কশায়া মেখলামুষ্টা স্তাম্রলিপ্তৈকপাদপাঃ।
বর্দ্ধমানাঃ কোশলাশ্চ মুখে কূর্ম্মস্য সংস্থিতাঃ॥ ১৪"

অষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ। (৮৪)

উক্ত মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীর দেবী মাহাত্ম্যে দেব্যাঃ স্তুতির

"ভীমাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি।"

এই চরণ অবলম্বন করিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, ইহা তমোলুকের বর্গভীমা দেবীর উদ্দেশেই লেখা হইয়াছে। কিন্তু সমস্ত শ্লোক পাঠ করিলে হিমাচলবাসিনী কোন ভীমাদেবী বলিয়া বোধ হয়। যথা ঃ—

"পুনশ্চাহং যদা ভীমং রূপং কৃত্বা হিমাচলে।
রক্ষাংসি ক্ষয়য়িষ্যামি মুনীনাং ত্রাণকারণাৎ॥ ৬৬
তদা মাং মুনয়ঃ সর্ব্বে স্তোষ্যন্ত্যানম্রমূর্ত্তয়ঃ।
ভীমাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি॥ ৬৭"

একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ। (৮৫)

অর্থাৎ—পুনর্ব্বার যখন আমি মুনিদিগের রক্ষার জন্য হিমাচলে ভীমরূপ ধারণ করিয়া রাক্ষসগণকে ক্ষয় বা নাশ

(৮৪) মার্কণ্ডেয় পুরাণম্, বঙ্গবাসী যন্ত্রে মুদ্রিতং, ১০০ পৃষ্ঠা দেখ।
(৮৫) মার্কণ্ডেয় পুরাণম্, বঙ্গবাসী যন্ত্রে মুদ্রিতং, ১৪৫ পৃষ্ঠা দেখ।

করিব, তখন মুনিসকল নম্রমূর্ত্তি হইয়া আমার স্তব করিবেন; এই জন্য আমার ভীমাদেবী এই নাম বিখ্যাত হইবে

মহাভারত বনপর্ব্বে তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে লিখিত আছে;—

"অথ পঞ্চনদং গত্বা নিযতো নিযতাশনঃ।
পঞ্চযজ্ঞানবাপ্নোতি ক্রমশো যেঽনুকীর্ত্তিতাঃ॥ ৮৩
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ভীমায়াঃ স্থানমুত্তমম্।
তত্র স্নাত্বা তু যোন্যাং বৈ নরো ভরত সত্তম॥ ৮৪
দেব্যাঃ পুত্রো ভবেদ্রাজংস্তপ্তকুণ্ডলবিগ্রহঃ।
গবাং শতসহস্রস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥ ৮৫"

ইতি আরণ্যপর্ব্বনি তীর্থযাত্রাপর্ব্বনি নানাতীর্থকথনে দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ। (৮৬)

অপিচ পদ্মপুরাণ আদিখণ্ডেও অবিকল প্রায় এইরূপ শ্লোক দৃষ্ট হয়। যথা :—

"অথ পঞ্চনদং গত্বা নিযতো নিযতাশনঃ।
পঞ্চযজ্ঞানবাপ্নোতি ক্রমশো যে তু কীর্ত্তিতাঃ॥ ৩১
ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ ভীমায়াঃ স্থানমুত্তমম্।
তত্র স্নাত্বা ন যোন্যাং বৈ নরো ভরতসত্তম॥ ৩২
দেব্যাঃ পুত্রো ভবেদ্রাজংস্তত্র কুণ্ডলবিগ্রহঃ।
গবাং শতসহস্রস্য ফলং চৈবাপ্নুয়ান্মহৎ॥ ৩৩"

ইতি শ্রীমহাপুরাণে পাদ্মে আদিখণ্ডে চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।(৮৭)

---

(৮৬) মহাভারতম্, বনপর্ব্ব, শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র রায়েন প্রকাশিতম্ ২৯১ পৃষ্ঠা দেখ।

(৮৭) পদ্মপুরাণম্, পুণ্যাখ্যপত্তনে আনন্দাশ্রম মুদ্রনালয়ে প্রকাশিতম্ ৪২ পৃষ্ঠা ও কেদার বাবুর পদ্মপুরাণম্ স্বর্গখণ্ডে তীর্থমাহাত্ম্যে একাদশোঽধ্যায়ঃ, ৮৪৩ পৃষ্ঠা দেখ।

অর্থাৎ—"সংযত ও মিতাহারী হইয়া পঞ্চনদে গমন করিলে ক্রমানুকীর্ত্তিত দেবযজ্ঞ প্রভৃতি পঞ্চ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। পরে ভীমাস্থানে গমন করিয়া তত্রস্থ যোনি-তীর্থে স্নান করিলে মানব, দেবীপুত্র হয়, তাহার শরীর লাবণ্য তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় হইয়া উঠে, এবং সে শত সহস্র গোদানের ফল লাভ করে।" (৮৮)

অধিকন্তু বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ লিখিয়াছেন,—

"To the north-east of the city of Po-lu-sha 50 li or so, we come to a high mountain, on which is a figure of the wife of Isvara Deva carved out of green (bluish) stone. This is Bhimá Devi (105. Bhimá is a form of Durgá). Going south-east from the temple of Bhimá 150 li, we come to U-to-kia-han-ch'a (Udakhanda; identified by V. St. Martin with Ohind or Wahand on the right bank of the Indus, about 16 miles above Atak, Albiruni calls it Wayhand, the capital of Kandahár-Gandhára). If we actually project 150 li (30 miles) north-east from Ohind, it would bring us near Jamálgarhi. About 50 li E. S. E. from it is Takht-i-Bhai, standing on an isolated hill 650 feet above the plain. The vast quantities of ruins found in this place indicate that it was once a centre of religious worship." (৮৯)

(৮৮) বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদিত মহাভারত, বনপর্ব্ব, ১৩১ পৃষ্ঠা দেখ।

(৮৯) Vide Samuel Beal's Si-yu-ki. vol. I, book II, pp. 113-114-135.

এ সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বাবু নন্দলাল দে এম্ এ, বি এল, মহাশয়ও লিখিয়াছেন যে,—

"Takht-i-Bhai—Bhima-sthana of the Mahábhárat and Padma Purán, about thirty miles north-west of Ohind in the Panjab, containing the Yonitirtha and the celebrated temple of Bhimá Devi described by Hiouen Thsang; the temple was situated on an isolated mountain." (৯০)

সম্ভবতঃ এই ভীমাদেবীর উদ্দেশ্যেই চণ্ডীর উক্ত শ্লোক-দ্বয় লিখিত হইয়াছে, এবং উহা হইতে আমাদের ভীমাদেবীকে স্বতন্ত্র বুঝাইবার জন্য "বর্গ" যোগ করিয়া "বর্গভীমা" নামে অভিহিত করা হইয়া থাকিবে, এবং তজ্জন্যই বোধ হয় ১৪৬৬ (শকাব্দে "শকে রস রস বেদ শশাঙ্কগণিতা") কবিকঙ্কণ মুকুন্দদেব চক্রবর্ত্তী স্বদীয় চণ্ডীতে—

"গোকুলে গোমতীনামা তাম্রলিপ্তে (তমোলুকে) বর্গভীমা
উত্তরে বিদিত বিশ্বকায়া।" (৯১)

(৯০) Vide Appendix to the Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India, p. 79.

(৯১) বাবু অক্ষয় চন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক সম্পাদিত 'প্রাচীনকাব্য সংগ্রহ' দ্বিতীয় খণ্ড, কবিকঙ্কণচণ্ডী, ৭ ও ৩০ পৃষ্ঠা দেখ।

লিখিয়াছেন।

সিদ্ধজামল তন্ত্রে হরগৌরী সম্বাদে শ্রীগুরুস্তোত্রে ভীমা-দেবীর নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা :—

"কালী দুর্গা কমলা ভুবনা ত্রিপুরা ভীমা বগলা পূর্ণা শ্রীমাতঙ্গী ধূমা তারা এতাবিদ্যা ত্রিভুবনসারা নগুরোরধিকং নগুরোরধিকং"

মুণ্ডমালা তন্ত্রে একাদশপটলে মহাবিদ্যাস্তোত্রেও ভীমার উল্লেখ রহিয়াছে। যথা :—

"ষোড়শীং বিজয়াং ভীমাং ধূম্রাঞ্চ বগলামুখীং।" (৯২)

উক্ত তন্ত্রের মহাবিদ্যা কবচেও লিখিত আছে ;—

"ছিন্না ধূম্রা চ ভীমা চ ভয়ে পাতু জলে বনে।" (৯৩)

এ সকলই পর্ব্বতবাসিনী ভীমাদেবীর উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছে। কেননা—আমাদের বর্গভীমাদেবী বৌদ্ধ বিহার বা মন্দিরে স্থাপিতা। দ্বাদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধগণ বিতাড়িত হইলে পর তাহাদের পরিত্যক্ত বিহার বা মন্দির হিন্দুগণ অধিকার করিয়া তাহাতে আপন আপন দেবদেবী স্থাপিত করিয়া-ছেন। মহাভারত, Si-yu-ki, ও তন্ত্র তাহার পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

(৯২) প্রাণতোষিণী তন্ত্র, ৪র্থ সংস্করণ, হারমোনিয়ম যন্ত্রে মুদ্রিতং ৩০০ পৃষ্ঠা দেখ।

(৯৩) প্রাণতোষিণী তন্ত্র, ৪র্থ সংস্করণ, হারমোনিয়ম যন্ত্রে মুদ্রিতং ৩০১ পৃষ্ঠা দেখ।

শ্রীমদ্‌বরাহমিহিরাচার্য্যের বৃহৎসংহিতাতে তাম্রলিপ্তের নাম দৃষ্ট হয়। যথাঃ—

আপ্যেহঙ্গ-বঙ্গ-কোশল-গিরিব্রজা মগধ-পুণ্ড্র-মিথিলাশ্চ।
উপতাপং যান্তি জনা বসন্তি যে তাম্রলিপ্ত্যাঞ্চ ॥ ১৪”
শনৈশ্চর চারো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ। (৯৪)

উক্ত বৃহৎসংহিতার অন্যত্রেও লিখিত আছে,—

“উদয়গিরি-ভদ্রগৌড়ক-পৌণ্ড্রোৎকল-কাশি-মেকলাম্বষ্ঠাঃ।
একপদ-তাম্রলিপ্তিক-কোশলকা বর্দ্ধমানশ্চ ॥ ৭”
কূর্ম্মবিভাগো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ। (৯৫)

জ্যোতিস্তত্ত্বেও তমোলিপ্তের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। যথাঃ—

“প্রাচ্যাং মাগধশোণৌ চ বারেন্দ্রীগৌড়রাঢ়কাঃ।
বর্দ্ধমান তমোলিপ্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষাদয়াদ্রয়ঃ ॥” (৯৬)

এখানে একটী কিংবদন্তী আছে যে, “চম্পাই নিবাসী চাঁদ সওদাগরের নববিবাহিতা পুত্রবধূ বেহুলা, বিবাহ যামিনীতে ফণিদংশনে স্বামীর মৃত্যু হওয়ায় মৃত পতির শবকে ভেলা সহযোগে অসংখ্য গ্রাম ও নদী পার হইয়া এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। এখানে ‘নেতা’ নাম্নী

---

(৯৪) বৃহৎসংহিতা, বঙ্গবাসী যন্ত্রে মুদ্রিতং, ৩১ পৃষ্ঠা দেখ।
(৯৫) বৃহৎসংহিতা, বঙ্গবাসী যন্ত্রে মুদ্রিতং, ৪০ পৃষ্ঠা দেখ।
(৯৬) স্মার্ত্তপ্রবর রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যেন বিরচিত অষ্টবিংশতি তত্ত্বানি, ২৯৭ পৃষ্ঠা ও শব্দকল্পদ্রুমঃ, পুনঃ প্রকাশিতঃ, ২৪৬০ পৃষ্ঠা দেখ।

কোন রজকী দেবতাবর্গের বস্ত্রাদি ধৌত করিত। বণিক-কামিনী তাহার আশ্রয়ে অবস্থান করিয়া তাহারই সাহায্যে দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া আপনার পতি ও তদীয় অন্যান্য সহোদরদিগকে পুনর্জীবিত করিয়া পুনঃ স্বদেশ প্রতিগমন করিয়াছিলেন।" (৯৭)

ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। কারণ 'মনসার ভাসান' নামক পুস্তকে উক্ত ঘটনা ত্রিবেণীর কোন স্থলে হইয়াছিল, উল্লেখ আছে। বিশেষতঃ পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন যে "অদ্যাপি ত্রিবেণীর বান্ধা-ঘাটের কিঞ্চিৎ উত্তরে 'নেতা ধোবানীর পুকুর' নামে একটী প্রাচীন পুষ্করিণী আছে।" (৯৮) তাহা হইলে উক্ত ঘটনা ঐ স্থলেই হওয়া সম্ভব। ফলতঃ 'নেতা ধোবানীর পাট' বলিয়া একখানি প্রস্তরকে বহুকালাবধি তমোলুকের রজকেরা প্রতি আষাঢ় ষড়শীতি সংক্রান্তি দিবসে পূজাদি করিয়া থাকে, এবং ঐ প্রস্তরপাট স্বতন্ত্র গৃহমধ্যে রক্ষিত হইয়া আছে। ইহা কেবল নেতার প্রতি ভক্তির চিহ্ন মাত্র।

এখানে 'খাটপুকুর' নামে একটী প্রাচীন পুষ্করিণী আছে। ইহার সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, নরপতি তাম্রধ্বজ সরোবরটী খনন করাইয়া তন্মধ্যে সপ্রাচীর মন্দির প্রস্তুত করতঃ পরিবারবর্গ সমভিব্যাহারে প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন,

(৯৭) তমোলুকের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ, ২৩ পৃষ্ঠা দেখ।

(৯৮) বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, ১১৬ পৃষ্ঠা দেখ।

অকস্মাৎ বারিরাশি উত্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে নিমজ্জিত করিয়া ফেলে। ঐ মন্দিরের বর্ত্তমান চূড়াটী লোকের মনে এই সংস্কারকে দৃঢ়ীভূত করিয়া তুলিয়াছে। ফলতঃ অনু-ধাবন করিয়া দেখিলে বোধ হয়, এই সরোবর প্রতিষ্ঠা-কালীন সাধারণের আচরিত বিল্বদণ্ড দ্বারা প্রতিষ্ঠা কার্য্য সমাধা না করিয়া একটী মন্দির বা স্তম্ভ দ্বারা তাহা সম্পন্ন করিয়াছেন।
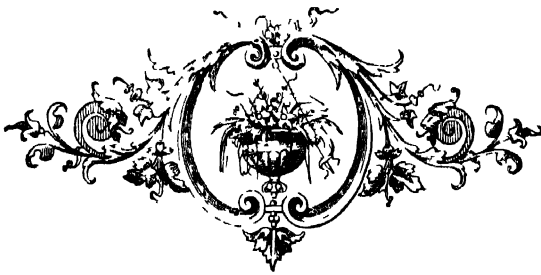
চতুর্থ অধ্যায়।

বৌদ্ধ, গ্রীক ও চৈনিক কাল।

মহাভারত, পুরাণ, সংহিতা প্রভৃতিতে তাম্রলিপ্তের উল্লেখ থাকিলেও, যে সময়ে তাম্রলিপ্ত বৌদ্ধদিগের বন্দর ছিল, সেই সময় হইতে ঐতিহাসিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ হণ্টার সাহেবও এই মতের পোষকতা করেন। (৯৯)

তমোলুক যদিও বঙ্গদেশের অন্তর্গত এক্ষণে সামান্য নগর বটে, কিন্তু প্রাচীনকালে ইহা সামুদ্রিক রাজধানী (Maritime Capital) ছিল। (১০০)

শব্দকল্পদ্রুমেও 'বেলাকূলং' শব্দের অর্থে লিখিত আছে—"বেলাকূলং (ক্লীং) তাম্রলিপ্তো দেশঃ। বেলাকূলং তামলিপ্তং তামলিপ্তী তমালিকা। ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ।" (১০১) বিশেষতঃ এই স্থানের অনতিদূরে সিমলা ও নিমতোড়া প্রভৃতি গ্রামে সরোবরাদি খনন কালে অর্ণবযানাদির জীর্ণ

(৯৯) "—It is a Buddhist port that Tamluk emerges upon history" See Hunter's Orissa, vol I. p. 309

(১০০) Vide Hunter's Orissa, vol I. p 308.

(১০১) শব্দকল্পদ্রুম., পুনঃ প্রকাশিত, ৪৫৪৫ পৃষ্ঠা দেখ।

কাষ্ঠাদি প্রাপ্ত হওয়ায় তমোলুকের সমুদ্রকূলবর্ত্তিতার বিষয় আরও সুদৃঢ় করিয়াছে। হণ্টার সাহেব'ও লিখিয়াছেন যে, 'তমোলুক যে বৌদ্ধ বন্দর ছিল, তাহার আজ পর্য্যন্ত নিদর্শন পাওয়া যায় ; এবং জনৈক ইউরোপীয়ান্ কর্ম্মচারী ১৭৮১খ্রীঃ অব্দে গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করেন যে, 'তমোলুক বাস্তবিকই বৌদ্ধ বন্দর ও তথায় পূর্ব্বাঞ্চলের বিস্তৃত বাণিজ্য স্থান ছিল, এবং অনেক সুন্দর মঠ ছিল।' (১০২) বাস্তবিকই নদের ভাঙ্গনে ও পুষ্করিণ্যাদি খনন কালে ১০। ১৫ ফিট মৃত্তিকার নিম্নে বহুসংখ্যক কূপ, প্রস্তরনির্ম্মিত ভগ্নাবশিষ্ট স্তম্ভাদি বৌদ্ধদিগের সমকালীন প্রাচীন স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা এবং মৃত্তিকা নির্ম্মিত বুদ্ধদেবের ও তৎসম্বন্ধীয় নানা প্রকার প্রতিমূর্ত্তি আদি যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই ইহার প্রাচীনত্বের যথেষ্ট পরিচায়ক। ঐ সকল মুদ্রা(coins) এসিয়াটিক সোসাইটির বিজ্ঞপণ্ডিতমণ্ডলীর পরীক্ষায় চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি বৌদ্ধরাজাদের মুদ্রা বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, এবং উহার মধ্যে কতকগুলি বেহাটের (Behat)মুদ্রার অনুরূপ। (১০৩)

(১০২)"—Even at this day the ancient Buddhist port (Tamluk) bears traces of its origin. In 1781 an English official reported—to Government, 'that Tamluk was originally a Baddhist town and a large emporium of eastern trades and had many fine monasteries.'' See Mr. Vansittart's report, Mr. H. V. Bayley's M. S. Memorandum, p. 128. O. R.—Hunter's Orissa, vol. I. p. 310.

(১০৩) From the proceedings, Asiatic Society of Bengal, for August, 1882.

মহাকবি কালিদাস রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনায় লিখিয়াছেন,—

"স সেনাং মহতীং কর্ষণ্ পূর্ব্বসাগর গামিনীম্।
বভৌ হরজটাভ্রষ্টাং গঙ্গামিব ভগীরথঃ ॥৩৪॥
পৌরস্ত্যানেবমাক্রামংস্তাংস্তান্ জনপদান্ জয়ী।
প্রাপ তালীবনশ্যামমুপকণ্ঠং মহোদধেঃ ॥৩৬॥
বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু সঃ ॥৩৮॥
আপাদপদ্মপ্রণতাঃ কলমাইব তে রঘুম্।
ফলৈঃ সংবর্দ্ধয়ামাসুরুৎখাতপ্রতিরোপিতাঃ ॥৩৯॥
স তীর্ত্বা কপিশাং সৈন্যৈর্বদ্ধ-দ্বিরদসেতুভিঃ।
উৎকলাদর্শিতপথঃ কলিঙ্গাভিমুখোযযৌ ॥৪০॥"

চতুর্থঃ সর্গঃ। (১০৪)

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, রঘু সেনা সমূহ লইয়া পূর্ব্ব-সাগরের তালবন দ্বারা শ্যামবর্ণ উপকণ্ঠে উপনীত হইলে বঙ্গীয় নরপতিগণ রণতরী আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ উপস্থিত হওয়ায় রঘুরাজ ভূপতিদিগকে পরাস্ত করিয়া গঙ্গার মধ্যস্থিত দ্বীপপুঞ্জে জয়স্তম্ভ প্রোথিত করেন। তদনন্তর ভূপতিগণ বিপুল ধন প্রদান পূর্ব্বক প্রণত হইলে পুনরায় তাঁহাদিগকে স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া হস্তি-সেতু দ্বারা কপিশা নদী (কাঁসাই নদী) পার হইয়া উৎকল-কলিঙ্গ দেশাভিমুখে গমন করেন।

(১০৪) রঘুবংশম্, বাবু প্রাণনাথ দত্ত চৌধুরী সম্পাদিত, ৯০-৯২ পৃষ্ঠা দেখ।

এস্থলে তাম্রলিপ্তের নামোল্লেখ না থাকিলেও রঘুরাজ যে তাম্রলিপ্তে আসিয়াছিলেন, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। কেননা ইহাবই (তাম্রলিপ্তের) একদিকে গঙ্গা, একদিকে সমুদ্র ও আর একদিকে কপিশা নদী পারেই উৎকল-কলিঙ্গদেশ হইতেছে।

আরও বোধ হইতেছে, কালিদাস যখন রঘুবংশ লিখেন, তখন বাঙ্গালী নৌযুদ্ধপটু ছিল ; এবং তখন বাঙ্গালী স্বাধীন ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন, বালী ও যবদ্বীপেও বাঙ্গালীর জয়পতাকা উড়িয়াছিল। সমুদ্রযাত্রা ও সামুদ্রিক রাজ্য জয়ে বাঙ্গালী যেমন যোগ্যতা দেখাইয়াছে, এমন ভারতবর্ষের আর কোন জাতি দেখাইতে পারে নাই।" (১০৫)

"As is proved historically by the mention of Tamralipta, 600 years before our era, as one of the most frequented port of Eastern India." (১০৬)

"বঙ্গদেশের রাজা সিংহবাহুর পুত্র বিজয় সিংহ খ্রীষ্টের ৪৭৭ বর্ষ পূর্ব্বে (কাহারও কাহারও মতে খ্রীষ্টের ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে, ফলতঃ যে বৎসর বুদ্ধদেবের জীবলীলা সমাপ্ত হয়) সিংহল অধিকার করেন। তাঁহার সময়ে বঙ্গদেশে জাহাজ নির্ম্মাণ হইত। তিনি সমুদ্র পথেই পঞ্চশৎ পরিচারক সহিত সিংহলে গমন করেন। জাহাজ ভিন্ন সিংহলে গমন করা সম্ভব হইতে পারে না ; গঙ্গাপুত্রবংশীয় রাজাগণ যখন তমোলুকে রাজত্ব করেন, তৎকালে

(১০৫) বঙ্গদর্শন, ষষ্ঠখণ্ড ২১০ ও ২১১ পৃষ্ঠা দেখ।

(১০৬) Vide Ancient India as described by Ptolemy, p. 73.

তমোলুকে জাহাজ নির্ম্মাণ হইবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।" (১০৭)

খ্রীষ্টীয় ৩২৬ বৎসর পূর্ব্বে বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডারের সৈন্যাদি লইয়া তাঁহার সেনাপতি নিয়ারকস্ (Nearchus) আগমন করেন। তখন তিনি ইউফ্রেটিস (Euphrates)হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত একখানিও অর্ণবযান দেখিতে পান নাই; কেবল স্থানে স্থানে অল্প সংখ্যক জেলেডিঙ্গা (fishing boat) দেখিয়াছিলেন। (১০৮)।

যখন হিপ্পালাস (Hippalus) লোহিত সাগরের মুখ হইতে বেরিগোজা (Barygaza) ও মুসিরিস (Musiris) সোজাসুজী পার হইতেও সাহস করেন নাই, তাহার পূর্ব্বে ভারতের অর্ণবযান সকল বঙ্গোপসাগর দিয়া সিংহল, বর্ম্মা, মালাক্কা ও সুমাত্রা যাতায়াত করিত। গ্রীক ও রোমান জাহাজ তখনও উল্লিখিত স্থান সকলে যায় নাই; এবং আরবগণও মহম্মদের জন্মের পূর্ব্বে ঐ সকল স্থান জানিতেন না। (১০৯) ইহা দ্বারা তৎকালীন কেবল ভারতের পূর্ব্বোপকূলেই বাণিজ্য বিস্তার ছিল, প্রমাণ হইতেছে।

---

(১০৭) বঙ্গদর্শন, ষষ্ঠখণ্ড, ৩১৩ পৃষ্ঠা দেখ।

(১০৮) Vide Cowell's Elphinstone's History of India, book III, Ch. X, p. 183.

(১০৯) "Long before Hippalus ventured upon the voyage from the mouth of the Red Sea, directly across to Barygaza and Musiris, did Indian vessels cross the Bay of Bengal to Ceylon, to Burma, to Malaca, and to Sumatra. No Greek or Roman ship visited those places. No Arab settlers were found there prior to the birth of Mohamed. The earth in these quarters was unknown to them."

See Mookerjee's Magazine, June 1873, p. 270.

"প্রাচীন বাঙ্গালায় যে সকল নগরী বাণিজ্য দ্বারা বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, তন্মধ্যে তাম্রলিপ্ত, সুবর্ণগ্রামই সর্ব্বাগ্রগণ্য। সে সময় বঙ্গীয় নাবিকগণের অর্ণবতরিগুলি তাম্রলিপ্ত হইতেই ভারতসাগরের প্লবমান দ্বীপপুঞ্জে ও চীন প্রভৃতি দেশে যাতায়াত করিত।" (১১০)

পেরিপ্লসেও (Periplus) দেখা যায়, 'গঙ্গার মোহানার নিকট বাণিজ্যের একটী প্রধান নগর ছিল।' (১১১)

মহাবংশ পাঠে জানা যায়, "খ্রীষ্ট জন্মের ৩০৭ বর্ষ পূর্ব্বে তাম্রলিপ্তনগর সমুদ্র কূলবর্ত্তী একটী বন্দর বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এই সময়ে সিংহলরাজ এই বন্দরে অর্ণবযানে আরোহণ করিয়াছিলেন। এই বন্দর হইতেই বৌদ্ধদিগের আরাধ্য বোধিদ্রুম সিংহলদ্বীপে প্রেরিত হইয়াছিল।" (১১২)

মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব-কালীন ত্বদীয় রাজধানী পাটলীপুত্র নগরে গ্রীকরাজদূত মেগাস্থিনিসের (খ্রীষ্ট ৩০২ বৎসর পূর্ব্বে) অবস্থিতি কালীন তিনি 'গঙ্গার মোহানার নিকট তলুক্তি (Taluctæ) নামে এক জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। অনুবাদক মাক্রিণ্ডেল সাহেবের মতে তাহা পুরাতন বন্দর তাম্রলিপ্তবাসীর নির্দ্দেশক।' (১১৩)

"Pliny mentions a people called Taluctæ belonging to this part of India, and the similarity

(১১০) ভারতী, ষষ্ঠভাগ, ৩১৫ পৃষ্ঠা দেখ।

(১১১) Vide Mookerjee's Magazine, June 1873, p. 260.

(১১২) মহাবংশ, ১১শ ও ১৯শ পরিচ্ছেদ, এবং বিশ্বকোষ ৬৮৯ পৃষ্ঠা দেখ

(১১৩) Vide Ancient India, as described by Megasthenes and Arrian by J. W. Mc Crindle, pp. 132—138.

of the name leaves little doubt of their identity with the people whose capital was Tamluk." (১১৪)

মহারাজাধিরাজ অশোক খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে ২৬৩ বৎসর হইতে ২২২ বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ ৪১ বৎসর রাজত্ব করেন। (১১৫)তিনি নানাদেশে রাজ্যবিস্তার করিয়া তথায় চৈত্য অর্থাৎ স্তম্ভ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক আপন কীর্ত্তি স্থাপন করেন। তন্মধ্যে একটী স্তম্ভ তাম্রলিপ্ত নগরেও করিয়াছিলেন; তাহা সপ্তম শতাব্দীতে বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েনসাঙ দর্শন করিয়া গিয়াছেন। (১১৬)

'মহারাজ ধর্ম্মাশোক সিংহলাধিপতির নিকট দূত প্রেরণ কালীন তাঁহার অর্ণবপোত তাম্রলিপ্ত হইতে সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিল।' (১১৭)

'ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে (Archipelago) যবনগণ যে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন,তাঁহারা সম্ভবতঃ খ্রীষ্ট প্রথম শতাব্দীতে তমোলুক হইতেই গমন করেন।' (১১৮)

শকাব্দের তৃতীয় শতাব্দীতে "ক্ষেরধারের ভ্রাতস্পুত্র অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে বুদ্ধদন্ত পাইবার আশায় যুদ্ধ-

(১১৪) Vide Ancient India as described by Ptolemy p. 170.

(১১৫) Vide History of Civilization in Ancient India by Romesh Ch. Dutt, vol. I. p. 39.

(১১৬) Vide Imperial Gazetteer of India, vol. VIII, p. 514.

(১১৭) Vide Pilgrimage of Fa Hian, Ch. XXXVII, p. 331 and Lethbridge's History of India.

(১১৮) Vide Hunter's Orissa, vol. I, p. 310.

যাত্রা করিলে দন্তপুরাধিপ (ক) গুহসিংহ আপনাকে বলহীন ভাবিয়া বুদ্ধদন্ত গোপনে তাঁহার জামাতা অবন্তীরাজকুমার দন্তকুমারকে লইয়া প্রস্থান করিবার জন্য প্রদান করিলেন। তিনি তাঁহার স্ত্রী হেমমালার (হেমকলা ?) সঙ্গে গোপনে দন্তখণ্ড লইয়া তাম্রলিপ্তি হইতে সিংহল গমন করিয়াছিলেন। দন্তকুমারের নিকট হইতে সিংহলাধিপতি মেঘবাহন সাদরে ঐ দন্ত লইয়া 'দেবানম্ পিয়' তিষ্য নির্ম্মিত ধর্ম্মমন্দিরে রাখিয়াছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান একদা সিংহলদ্বীপে মহাসমারোহের সহিত বুদ্ধদন্ত প্রতিষ্ঠার বার্ষিক উৎসব 'দালাদপিঙ্কয়া' দর্শন করিয়াছিলেন।" (১১৯)

'চীনদেশীয় অনেকগুলি পরিব্রাজক ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমে চিটাওয়ান (Chi-tao-an) নামে যিনি আসেন, তাঁহার লিখিত পুস্তক নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহার পর ফাহিয়ান (Fa Hian) আসিয়া ৩৯৯ হইতে ৪১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ ও মধ্য-আসিয়া প্রদেশে ভ্রমণ করেন। তন্মধ্যে তমোলুকে দুই বৎসর থাকিয়া শাস্ত্রাদির প্রতিলিপি ও প্রতিমূর্ত্তি আদির অবয়বাদি তুলিয়া তিনি এখান হইতেই অর্ণবযানারোহণে

(ক) কনিংহাম সাহেবের মতে ইহার আধুনিক নাম রাজমহেন্দ্রী (See Ancient Geography of India, p. 518); কিন্তু ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্রের প্রমাণানুসারে ইহার আধুনিক নাম দাঁতন (See Antiquities of Orissa, Vol. II. pp. 106—107).

(১১৯) দাত বংশ, পঞ্চম অধ্যায় ও জ্ঞানাঙ্কুর, চতুর্থ খণ্ড, ৪২৯ ও ৪৩০ পৃষ্ঠা দেখ।

সিংহল যাত্রা করেন। তথায়ও তিনি দুই বৎসর থাকিয়া ফান্ ভাষাতে (Fan language) লিখিত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি সংগ্রহ পূর্ব্বক বুদ্ধদন্তের সম্মান করিয়া বাটী প্রত্যাগমন কালীন জাভাতে উপস্থিত হইয়া তথায় বৌদ্ধধর্ম্ম-বিদ্বেষী বিস্তর হিন্দু ব্রাহ্মণের বসতি দর্শন করিয়া যান। ইহার এক শতাব্দী পরে হোইসেং (Hoei-Seng) ও সংউন (Song-Yun) নামক দুই জন চৈনিক পরিব্রাজক ভারতের উত্তরাংশে ভ্রমণ করিতে আসেন।' (১২০)

'তদনন্তর অপেক্ষাকৃত বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ (Hiouen Thsang) ৬২৯ খৃষ্টাব্দে ভারত-বর্ষে আগমন করেন। তিনি তমোলুককে (Tan-mo-liti) একটী উচ্চশ্রেণীর সমৃদ্ধশালী উপসাগরের তীরবর্ত্তী বৌদ্ধ-বন্দর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার অন্তর্বাণিজ্য স্থল-পথে ও বহির্বাণিজ্য জলপথে সম্পাদিত হইত। এখানে ১০টী বৌদ্ধমঠ ও ১০০০ বৌদ্ধ উদাসীন ছিলেন, এবং নগরের এক প্রান্তে মহারাজ অশোক-নির্ম্মিত ২০০ ফিট উচ্চ একটী স্তম্ভ ও তাহার পার্শ্বে সিঁড়ি ছিল, তাহাতে প্রাচীন বুদ্ধগণ বসিতেন ও বেড়াইতেন। দুর্লভ ও মূল্যবান দ্রব্য এখানে প্রচুর পাওয়া যাইত, বিস্তর ধনী সওদাগর ও জাহাজের অধিকারিগণ (ship-owners) বাস করিতেন ; এবং সাধারণতঃ অধি-বাসিগণ ধনী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস ছিল, এবং কেহ কেহ বা বীতশ্রদ্ধ

(১২০) Vide Elphinstone's History of India, Appendix IX, (Cowell's Edition) p. 288.

ছিলেন। বৌদ্ধমঠ ব্যতীত এখানে আর ৫০টী পৌত্তলিক হিন্দুমন্দির ছিল। যদিও ইহার ভূমি সকল নিম্ন ছিল, কিন্তু অত্যন্ত উর্ব্বরাশালী থাকায় কর্ষিত হইয়া যথেষ্ট ফুল ও ফল উৎপন্ন হইত। অধিবাসিগণ পরিশ্রমী, সাহসী ও কার্য্যতৎপর ছিলেন।' (১২১)

স্থানান্তরে দেখিতে পাওয়া যায় যে, 'হিউয়েন সাং ৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এই নগর সমুদ্রে ধৌত হইয়া গিয়াছিল', বলিয়া লিখিয়াছেন। (১২২) ইহা যে কি প্রকার ধৌত হয়, তাহা স্পষ্ট করিয়া কিছু বলেন নাই। অনুমান হয়, বিগত ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে (১২৩) কিম্বা ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে যেরূপ ভীষণ ঝটিকা ও জল প্লাবন হইয়া এই নগর ধৌত হইয়াছিল, উহাও তদ্রূপ হইবে। নতুবা একবারে সমস্ত নগরটী সমুদ্রের গর্ভসাৎ হইলে হিউয়েন সাং অবশ্যই স্পষ্ট করিয়া লিখিতেন। কারণ তিনি ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এতদ্দেশের বিষয় তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে (Si-yu-ki) লিখিয়াছেন।

তাহার পরেই অর্থাৎ '৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ইসিং (I-tsing) নামক চৈনিক পরিব্রাজক চীনের কাং-

(১২১) Vide Samuel Beal's Buddhist Records of the Western world, vol II, pp. 200—201 and Hunter's Orissa, vol. I. pp. 209—310

(১২২) Vide Imperial Gazetteer of India, vol. VIII. p. 514.

(১২৩ Vide Marshman's History of Bengal, [8th Edition] p 104.

চাউ (Kwang-chau) নগর হইতে সমুদ্র পথে তাম্র-লিপ্তিতে আগমন করেন, ও এখান হইতে মে মাসে নালন্দতে (Nalanda) যান এবং তথায় (সংস্কৃত শিক্ষার জন্য—P. 210) কয়েক বৎসর অতিবাহিত পূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাম্রলিপ্তিতে আসিয়া অর্ণবযানারোহণে দক্ষিণদিকে সিরি-ফাসাই (Si-ri-fa-sai) দেশে গমন করেন।' (১২৪)

ইহার পর অষ্টম শতাব্দীতে কতকগুলি চীনদেশীয় ভ্রমণকারী আসিয়াছিলেন, এবং খিনি (Khinie) নামক একজন ৩০০ শত সন্ন্যাসী সমভিব্যাহারে লইয়া ৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আগমন করেন। কিন্তু তাঁহাদের লেখা যৎসামান্য। (১২৫)

চৈনিক ভ্রমণকারিগণের সময়ে বঙ্গদেশে পাঁচটী প্রধান হিন্দুরাজ্য ছিল। যথা—

কর্ণসুবর্ণ	অর্থাৎ	ভাগলপুরাদি।
পুণ্ড্র	অর্থাৎ	দিনাজপুরাদি।
কামরূপ	অর্থাৎ	আসামাদি।
সমতত	অর্থাৎ	ঢাকাদি।
তাম্রলিপ্তি	অর্থাৎ	তমোলুকাদি। (১২৬)

মেজর উইলফোর্ড বলেন, 'তাম্রলিপ্তের একজন রাজা

(১২৪) Vide Max Muller's India what can it teach us? pp. 342-343.

(১২৫) Vide Cowell's Elphinstone, Appendix IX, p. 288.

(১২৬) Vide R. C. Dutt's Rambles in India, pp. 156—157.

১০০১ খ্রীষ্টাব্দে চীনদেশে দূত প্রেরণ করেন।' [১২৭] উক্ত দূত প্রেরণ কালীন এখানে কোন বংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন, তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই; এবং তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা দুরূহ।

বাঙ্গালিদিগের বিদেশ বিজয় বিষয়ে একখানি অনুশাসন পত্রের উল্লেখ করিয়া আমরা ক্ষান্ত হইব। অনেকে জানেন যে, উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় রাজগণ অত্যন্ত পরাক্রান্ত ছিলেন; এবং তাঁহারা একসময়ে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। খ এক্ষণে জানা যাইতেছে যে, তাঁহারাও বাঙ্গালী ছিলেন। পণ্ডিতাগ্রগণ্য উইলসন সাহেব ম্যাকেঞ্জি সংগ্রহের প্রস্তাবনায় লিখিয়াছেন যে, কলভিন্ সাহেব যে অনুশাসনপত্র প্রাপ্ত হন্, তদ্দৃষ্টে নির্ণীত হয় যে, চোরঙ্গ গঙ্গাবংশের আদিপুরুষ নহেন, যিনি কলিঙ্গে প্রথম উপস্থিত হন, তাঁহার নাম অনন্তবর্ম্মা বা কোলাহল; তিনি গঙ্গারাঢ়ীয় অর্থাৎ গঙ্গাসন্নিহিত তমোলুক ও মেদিনীপুর প্রদেশের অধিপতি ছিলেন। এই ঘটনা খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ঘটে; এবং এই সময় হইতে ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ (১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত উক্ত বংশীয় রাজগণ উড়িষ্যায় রাজত্ব করেন। (১২৮) ইহা দ্বারা একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই নগর শ্রীহীন হয় নাই, জানা যাইতেছে।

---

(১২৭) Vide Hamilton's East India Gazetteer, vol. II, p 682.

(খ) সম্ভবতঃ এই সময়ে তমোলুক উড়িষ্যার অন্তগত হইয়াছিল।

(১২৮) "An inscription procured since Mr. Stirling wrote,

এ সম্বন্ধে বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ও লিখিয়াছেন যে, "কেশরী বংশের অধঃপতনের পর গঙ্গাবাটা অর্থাৎ তমোলুকের রাজাগণ উড়িষ্যা অধিকার করেন। ইহাদিগের মধ্যে অনন্তবর্ম্মা সমধিক পরাক্রমশালী ছিলেন। কোন কোন ইতিহাস লেখক ইহাকে কোলাহল নামে অভিহিত করিয়াছেন।" (১২৯)

তমোলুকে আধুনিক যে সকল জনশ্রুতি আছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই বাণিজ্যাদি দ্বারা উন্নতি হওয়ার গল্প। এখানকার প্রাচীন লোকেরা বলেন যে, পূর্ব্বকালে এই নগরে ৭০০০ ঘর ধনাঢ্য বণিকের বাস ছিল। তাঁহারা বাণিজ্যাদি দ্বারা বিশেষ উন্নতাবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। নগরটী সমুদ্রের উপকূলে ছিল বলিয়া তাঁহারা সকলেই বিশুদ্ধ সলিলের জন্য আপন আপন আবশ্যক মত কূপাদি খনন করিয়াছিলেন। নদের ভাঙ্গনে ও পুষ্করিণ্যাদি খননকালে যে অসংখ্য কূপ ও অট্টালিকাবশিষ্ট ভাগ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সমস্তকে

by Mr Colvin, shews that *Choranga* was not the founder of *Ganga Vansa* family, but that the first who came into *Kalinga*, was *Ananta Verma*—also called *Kolahala*, sovereign of *Ganga Rorhi*—the low country on the right bank of the Ganges—*Tumlook* and *Midnapore*. this occured at the end of the eleventh century of our era, and from that till the beginning of the sixteenth the same family occupied the province of *Orissa*"

See H. H. Wilson's Introduction to Mackenzie collection pp. CXXXVIII-CXXXIX ও বঙ্গদর্শন, ৩য় খণ্ড ২৩১—২৩২ পৃষ্ঠা।

(১২৯) শ্রীদারুব্রহ্ম, ৫৬ পৃষ্ঠা দেখ।

তাঁহারা নিজ নিজ বাক্যের প্রমাণ স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

'দশকুমার চরিত' ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসে (১৩০) দামলিপ্ত নগরের ও 'কথা-সরিৎ-সাগর' অষ্টাদশ তরঙ্গে (১৩১) বাণিজ্যোন্নত তাম্রলিপ্ত হইতে অর্ণবযানারোহণ পূর্ব্বক সমুদ্র-পথে যাতায়াতের উল্লেখ রহিয়াছে; এবং বঙ্কিম বাবুও 'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৩২) নামক উপন্যাসে তমোলুকের সিংহল-যাত্রী বণিকের বিষয় লিখিয়াছেন।

ইহাতে তমোলুকের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যে অব্যর্থ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহের কারণ নাই। তাম্রলিপ্ত সাগরোপকূলের বন্দর ছিল, ইহা বিশেষরূপে প্রমাণ হইয়াছে। সুতরাং বন্দরেই জাহাজাদি থাকা এবং তথা হইতে সকলের আবশ্যক মতে অর্ণবযানারোহণে গন্তব্য-পথে গমন করা,ইহাই সাধারণ নিয়ম। যেমন—এখনকার কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি। তবে রাজাদি ধনাঢ্য লোকের আবশ্যক হইলে তাঁহারা বন্দর হইতে জাহাজ আনাইয়া আপন আপন সুবিধামত স্থানে আরোহণ করিতে পারেন। আর তমোলুকেই জাহাজের অধিকারিগণ (Ship-owners) বাস করিতেন, তাহা হিউয়েনসাঙও দেখিয়াছেন, এবং জাহা-

(১৩০) দশকুমার চরিত, চাঁপাতলা বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত, ১০৪ পৃষ্ঠা দেখ।

(১৩১) কথা-সরিৎ-সাগর, নিউস্কুল বুক প্রেসে মুদ্রিত, ১৬৩ পৃষ্ঠা, এবং H. H. Wilson's Sanskrit Literature, vol. I, pp. 216-219-226 and vol. II, p. 261 দেখ।

(১৩২) বঙ্গদর্শন, দ্বিতীয় খণ্ড, ২১ পৃষ্ঠা দেখ।

জাদিও নির্ম্মাণ হইত, প্রমাণ হইয়াছে। তাহা হইলেই বঙ্গীয় নরপতিগণের রণতরি আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ রঘুরাজের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া; বিজয় সিংহের অর্ণবপোত আরোহণ পূর্ব্বক সিংহল জয় করা; বাণিজ্যার্থে অর্ণবযান সকল বঙ্গোপসাগর দিয়া সিংহল, বর্ম্মা, মালাক্কা, সুমাত্রা ও চীন প্রভৃতি দেশে যাতায়াত; সিংহলরাজের অর্ণবযানারোহণ ও বোধিদ্রুম সিংহলদ্বীপে প্রেরণ; সিংহলাধিপতির নিকট অশোকরাজের দূত প্রেরণ; ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশের জন্য যবনগণের গমন; বুদ্ধদন্ত লইয়া সস্ত্রীক দন্তকুমারের সিংহল গমন ও চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ানের সিংহল গমন ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্তই তমোলুক বন্দরস্থ জাহাজ দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল, অর্থাৎ "তাম্রলিপ্ত ভারতবর্ষীয়ের সমুদ্রযাত্রার স্থান ছিল", (১৩৩) তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহাতে পূর্ব্বে যে বাঙ্গালীদের সমুদ্র যাত্রা ছিল,ইহাও দৃঢ়রূপে প্রমাণ হইতেছে,এবং এই সামুদ্রিক নগর ধ্বংস হওয়াই বাঙ্গালীদের সমুদ্র যাত্রায় নিবৃত্ত হওয়ার প্রধান কারণ। সুবিখ্যাত হণ্টার সাহেবও এই মতের সমর্থন করিয়া বলেন, যে 'বাঙ্গালীগণ বুদ্ধের সময়ে ভারত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে সৈন্যাদি পাঠাইতেন, এবং সেখানে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন।' (১৩৪)

---

(১৩৩) বঙ্গদর্শন তৃতীয় খণ্ড, ৪৫০ পৃষ্ঠা দেখ।

(১৩৪) "The ruins of Tamluk as a seat of maritime commerce affords an explanation of how the Bengalis ceased to be sea-going people. In the Buddhist era they sent warlike fleets to the east and the west, and colonized the islands of

'ভারতবর্ষে অসংখ্য নগর বলিয়া বর্ণিত। যে সকল নগর নদীতীরে বা সাগরোপকূলে অবস্থিত, সে সকল প্রায় কাষ্ঠ নির্ম্মিত হইত, আর যে সকল পাহাড় বা উচ্চস্থলে অবস্থিত, সে সকল ইষ্টক ও মৃত্তিকা নির্ম্মিত হইত।'(১৩৫) ইহা দ্বারা তাম্রলিপ্ত নগরও (অন্ততঃ কতকাংশ) কাষ্ঠ নির্ম্মিত ছিল বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত নহে। কারণ সমস্ত নগর ইষ্টক নির্ম্মিত থাকিলে গৌড়ের মত স্তূপাকার ভগ্নাবশেষ ইষ্টক পাওয়া যাইত।

Archipelago. * • * • Religious prejudice combined with the change of nature to make the Bengalis unenterprising on the ocean. But what they have been, they may under a higher civilization again become."

See Hunter's Orissa, vol. I, pp. 314-15.

(১৩৫) "But of their cities it is said that the numbers is so great that it can not be stated with precision, but that such cities as are situated on the banks of rivers or on the sea-coast are built of wood for where they built of brick they would not last long,—so destructive are the rains, and also the rivers when they overflow their banks and inundate the plains,—those cities, however, which stand on commanding situations and lofty eminences are built of brick and mud."

See Ancient India as described by Megasthenes and Arrian by. J. W. Mc. Crindle, p. 204 and also p. 68.

পঞ্চম অধ্যায়।

রাজবংশ।

এখানকার রাজবাটীতে রাজাদিগের যে বংশাবলী তালিকা আছে, তাহাতে ১৪০৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে কোন্ রাজা কোন্ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই; এবং এমনও কিছুই জানা যায় না যে, ময়ূর বংশের রাজাগণ কতকাল ছিলেন। ময়ূরবংশীয় রাজাদের পরেই কৈবর্ত্তবংশীয় রাজা হইয়াছিলেন, কি মধ্যে অন্য বংশীয় রাজা হইয়াছিলেন? ফলতঃ যতদূর বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে অন্ততঃ তিন বংশের রাজা হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। কারণ—প্রথম ময়ূরধ্বজ, তাম্রধ্বজ, হংসধ্বজ ও গরুড়ধ্বজ এই চারিজন ক্রমান্বয়ে রাজা হন। পঞ্চম রাজার নাম বিদ্যাধর রায়। বিদ্যাধর রায়ের পরে ষষ্ঠ নীলকণ্ঠ রায়, ৭ম জগদীশ রায়, ৮ম চন্দ্রশেখর রায়, ৯ম বীরকিশোর রায়, ১০ম গোবিন্দদেব রায়, ১১শ যাদবেন্দ্র রায়, ১২শ হরিদেব রায়, ১৩শ বিশ্বেশ্বর রায়, ১৪শ নৃসিংহ রায়, ১৫শ শম্ভুচন্দ্র

রায়, ১৬শ দীপচন্দ্র রায়, ১৭শ দিব্যসিংহ রায়, ১৮শ বীরভদ্র রায়, ১৯শ লক্ষ্মণসেন রায়, ২০শ রামচন্দ্র রায়, ২১শ পদ্মলোচন রায়,২২শ কৃষ্ণচন্দ্র রায়,২৩শ গোলকনারায়ণ রায়, ২৪শ বলিনারায়ণ রায়, ২৫শ কৌশিকনারায়ণ রায়, ২৬শ অজিতনারায়ণ রায়, ২৭শ কৃষ্ণকিশোর রায়, ২৮শ চন্দ্রার্ক রায়, ২৯শ মৌঞ্জাকিশোর রায়, ৩০শ মার্কণ্ডকিশোর রায়, ৩১শ ইন্দ্রমণি রায়, ৩২শ সুধন্বা রায়, ৩৩শ মৃগয়াদেই (সুধন্বার ভগিনী ও জমিন্‌ভঞ্জ রায়ের স্ত্রী), ৩৪শ রায়ভানু রায় (মৃগয়াদেইর পুত্র), ৩৫শ লক্ষ্মীনারায়ণ রায়, ৩৬শ চন্দ্রাদেই (লক্ষ্মীনারায়ণের কন্যা ও নিঃশঙ্কনারায়ণ রায়ের স্ত্রী) পর্য্যন্ত "রায়" আখ্যাধারী দ্বাত্রিংশ রাজা ক্রমান্বয়ে রাজ্য করেন। ইহাতে প্রথম চারিজন রাজার নাম প্রাচীন নাম—অর্থাৎ মহাভারতীয় কালের নাম ও তৎপরের বিদ্যাধর প্রভৃতি নাম গুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং ইহা অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে যে, গরুড়ধ্বজের পরে তদ্বংশের লোপ হওয়ায় (১৩৬) এই রায় বংশীয় (বিখ্যাত গঙ্গাবংশীয় ?) রাজগণ সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন। সপ্তত্রিংশ রাজার নাম কালু ভূঞা (১৩৭)। 'ময়ূরবংশীয়

---

(১৩৬) কেহ কেহ প্রথম চারিটী 'ধ্বজের' নাম এই বংশের বলিয়া গণ্য করেন নাই (বিশ্বকোষ, ৬১২ পৃষ্ঠা দেখ)।

(১৩৭) কাহার মতে "কাশুভূঞা"। কিন্তু তাহা নহে,—বিশ্বকোষ, ৬১২ পৃষ্ঠা; Hunter's Orissa, vol. I, p. 310; A Statistical account of Bengal, vol. III, p. 67; The Imperial Gazatteer of India, vol. VIII, p. 516, প্রতিমা, প্রথম ভাগ, ২০০ পৃষ্ঠা; এবং রাজবাটীস্থিত হস্ত লিখিত প্রাচীন কোর্ষিনামা দেখ

ক্ষত্রিয় রাজগণেব শেষ রাজা নিঃশঙ্কনারায়ণের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হইলে প্রতাপশালী আদিম রাজা (powerful aboriginal chief) কালুভূঞা সিংহাসনারোহণ করেন। ইনিই প্রথম কৈবর্ত্তরাজা, এবং কৈবর্ত্ত রাজবংশ স্থাপনকর্ত্তা।' (১৩৮) 'সমুদ্রগামী জাতীয় লোকেরা ক্রমে আপনাদের প্রভুত্ব বৃদ্ধি করিয়া এই কালু ভূঞাকে রাজা করেন। কালুভূঞা উড়িষ্যা হইতে আসেন, এবং স্বীয় সমভিব্যাহারে জ্ঞাতি কুটুম্ব চারিশত ঘর আনিয়া তাঁহাদিগকে ভূম্যাদি দিয়া বাস করান।' (১৩৯) 'ইহাঁদের আচার, ব্যবহার ও ভাষার বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে পূর্ব্বে উড়িষ্যার সহিত যে ইহাঁদের সংস্রব ছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এখনও কতকগুলি উৎকল ভাষার ভাব (idioms) প্রচলিত আছে;

(১৩৮) ' The earliest kings of Tamluk belonged to the Peacock Dynasty, and were Kshattriyas by caste The last of this line, Nisankha Narayan, died childless, and at his death the throne was usurped by a powerful aboriginal chief named Kalu Bhuiyá, and who was the founder of the line of Kaibarttas or Fisher-kings of Tamluk. The Kaibarttas are generally considered to be descendants of the aboriginal Bhuiyás, who have embraced Hinduism"

See—A Statistical account of Bengal, vol III, p 67.

(১৩৯) "The sea-going castes asserted their supremacy, and on the extinction of the Peacock Dynasty placed a line of Fisher-kings (293 Kaibarttas.) on the throne The first (294. Kálu Bhuiyá.) of this family came from Orissa, and settled four hundred families of his Orissa kindred on the royal lands."

See—Hunter's Orissa, vol. I. pp 313-14.

এবং ইহাঁদের পদবী দেখিলে ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে উৎকলবাসী ছিলেন, তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে। দৃষ্টান্ত, যথা :—মহাপাত্র, বিহারা, জানা, মাহান্তি বা মাইতি (গ)

(গ) "মাহান্তি অথবা মাইতি উপাধি বিশিষ্ট একটী জাতি উৎকল দেশে আছেন, তাঁহারা এক্ষণে আপনাদিগকে "করণ" বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। মনুর উল্লিখিত "করণ" শব্দ হইতে "মাহান্তি" অথবা "মাইতি" শব্দ কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, উৎকলের রাজাদিগের নিকটে তাঁহারা "মাহান্তি" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজ উপাধি বংশগত অথবা ব্যক্তিগতই প্রচলিত, জাতিগত কোন রাজ্যেই ত প্রত্যক্ষ হয় না। অমরকোষে "অম্বষ্ঠ করণাদয়" ইত্যাদি লিখিত আছে। তদ্দারা করণজাতি শঙ্করজাতি মধ্যে পরিগণিত ; কিন্তু উড়িষ্যার মাইতি জাতির অশৌচ পালনের রীতি যাহা প্রচলিত আছে, (অর্থাৎ ১০ দিবস অশৌচ গ্রহণ করা) তাহা মাইতিদের মধ্যেও প্রচলিত ; কিন্তু বৈদ্য প্রভৃতির ১৫ দিবস অশৌচ গ্রহণের ব্যবস্থা প্রচলিত। বৈদ্যদিগের স্বগোত্রে বিবাহ হয় না, কিন্তু মাইতিদের মধ্যে স্বগোত্রে বিবাহ প্রচলিত আছে। তখন উড়িষ্যার মাইতি জাতিটী মনু লিখিত করণ অথবা অমরসিংহের উল্লিখিত শঙ্করবর্ণ করণ, তাহা স্বীকার করিতে পারা যায় না। এই মাইতি জাতি মেদিনীপুর অঞ্চলে বহুকাল হইতে বসবাস করিয়া দক্ষিণরাঢ়ীয় কৈবর্ত্তের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন।"

বঙ্গদর্শন, ষষ্ঠ খণ্ড, ২৮৫ ও ২৮৬ পৃষ্ঠা দেখ।

এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক নহে যে, "মাহিষ্য-কৈবর্ত্তজাতি," "উদ্দীপন" ও "মাহিষ্য-বিবৃতি" প্রভৃতি যে কয়েকখানি পুস্তিকা হইয়াছে, তাহাতে (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ-ব্রহ্মখণ্ড-দশম অধ্যায়ের ১১১ শ্লোকের প্রথম চরণানুসারে) ক্ষত্রিয় ঔরসে ও বৈশ্যার গর্ভে মাহিষ্য-কৈবর্ত্তজাতির উৎপত্তি বলিয়া লিখিত হইয়াছে। ইহাতে কথা হইতেছে এই যে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য উভয়েই দ্বিজ, সুতরাং তাঁহাদের ঔরসজাত সন্তান (মাতৃধর্ম্মাবলম্বী হইলেও) দ্বিজ হইবেন। কিন্তু ইহাঁদের কোন কালে কোন দেশে উপবীত গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল বলিয়াও শ্রুতিগোচর হয় না ; এবং দ্বিজজাতির অন্য কোন লক্ষণ কি ব্যবহারও দৃষ্টিগোচর হয় না। তজ্জন্য অনেকের সন্দেহ হয় যে, ইহাঁরা কোন রূপ পাতিত্য দোষে দূষিত না হইলে ঐরূপ উচ্চ মাতাপিতা দ্বারা জন্মলাভ করিয়াও নবশাখের নিম্নস্তরে অবস্থিতি করিবেন কেন ? মাননীয় এইচ্, এইচ ,

পট্টনায়ক, সামন্ত, সাঁতরা ইত্যাদি। এ সমস্তই উড়িয়া

রিসলী সাহেবও তাঁহার বঙ্গীয় হিন্দুজাতির বর্ণোৎকর্ষ তালিকায় ইহঁাদিগকে চতুর্থশ্রেণীর (অর্থাৎ নবশাখ বা সৎশূদ্রের নিম্নশ্রেণী) অন্তর্ভূ ত করিয়াছেন।

আমরা সচরাচর তিন প্রকার কৈবর্ত্তের প্রমাণ দেখিতে পাই। যথাঃ—

১। "নিষাদো মার্গবং সূতে দাশং নৌকর্ম্মজীবিনম্।
কৈবর্ত্তমিতি যং প্রাহুরার্য্যাবর্ত্ত নিবাসিনঃ॥৩৪"

মনুঃ. ১০ম অধ্যায়।

অর্থাৎ—নিষাদ কর্ত্তৃক আযোগবি-স্ত্রীতে সমুৎপাদিত সন্তানের নাম "মার্গব" বা "দাশ"। ইহারা নৌ-কর্ম্মোপজীবী এবং আর্য্যাবর্ত্ত নিবাসীরা ইহাকে কৈবর্ত্তজাতি বলিযা থাকেন।

২। "স্বর্ণকারাশ্চ কৈবর্ত্তঃ কুবেরীণ্যাং বভুবহ। ২৯"

পরশুরামসংহিতা-জাতিমালা।

অর্থাৎ—স্বর্ণকার কর্ত্তৃক কুবেরিণী-স্ত্রীতে কৈবর্ত্তজাতির জন্ম হয়।

৩। "ক্ষত্রবীর্য্যেন বৈশ্যায়াং কৈবর্ত্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
কলৌ তিবরসংসর্গাদধীবরঃ পতিতোভুবি॥ ১১১"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড, ১০ম অধ্যায়।

অর্থাৎ—ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক বৈশ্যা-স্ত্রীতে সমুৎপাদিত সন্তানের নাম কৈবর্ত্ত কথিত হইয়াছে। কলিকালে তীবর সংসর্গে ধীবর হইয়া পতিত হইয়াছে।

কোন্ দেশের কৈবর্ত্তগণ ইহার মধ্যে কোন্ কৈবর্ত্তের অন্তর্গত তাহা এক্ষণে সঠিক নিরূপণ করা দুরূহ। তবে মেদিনীপুর জেলার ও উড়িষ্যাঞ্চলের কৃষিকার কৈবর্ত্তগণ অনেক দিন হইতে জলাচরণীয়রূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছেন; তাহাতে ইহঁারা ব্যাসোল্লিখিত কৈবর্ত্ত হইলেও শূদ্রজাতি। কেননা মহর্ষি ব্যাসদেব শঙ্করজাতির কীর্ত্তন প্রসঙ্গেই "ক্ষত্রবীর্য্যেন বৈশ্যায়াং কৈবর্ত্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ" উল্লেখ করিয়াছেন, এবং অমরসিংহ মাহিষ্যগণকেও শূদ্রবর্গের মধ্যে ফেলাইয়াছেন; তখন ইহাঁরা শূদ্রই।

পরশুরাম সংহিতাতে মাহিষ্যজাতি সম্বন্ধেও প্রমাণ দৃষ্ট হয়। যথাঃ—

"ক্ষত্রিয়াদ্‌ বৈশ্য কন্যায়াং মাহিষ্যস্ত চ সম্ভবঃ।"

অর্থাৎ—ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক বৈশ্য-কন্যাতে সমুৎপাদিত সন্তানের নাম মাহিষ্য কথিত হইয়াছে।

"মাহিষ্যজাতি কৈবর্ত্ত হইতে স্বতন্ত্র ও উপনয়নাদি সংস্কার বিশিষ্ট,—"

এডুকেশন গেজেট, ১৩০৬ সাল ২০শে শ্রাবণ, ২৬২ পৃষ্ঠা।

"কৈবর্ত্তগণ বলে,—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে যে কৈবর্ত্তের জন্ম উল্লেখ আছে, তাহাদের মাতাপিতা মাহিষ্যজাতির মাতাপিতার সদৃশ; অতএব ইহারা

পদবী। এই অঞ্চল হইতে কতকগুলি কৈবর্ত্ত চব্বিশ

মাহিষ্যজাতি। কিন্তু 'বাগদী' জাতিরও মাতাপিতা (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম, ব্রহ্মখণ্ড ১০ম অধ্যায়ঃ ১১৭ ১১৮ শ্লোক) ঐরূপ ; তবে কি কৈবর্ত্তগণ 'বাগদী' জাতি হইবে? ইহা ছাড়া বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণানুসারে উগ্রক্ষত্রী ও রাজপুত জাতিরও মাতা পিতা (বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণম, উত্তরখণ্ডম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ৩৩ ৩৪ শ্লোক) ঐরূপ। তবে কি কৈবর্ত্তগণ উগ্রক্ষত্রি ও রাজপুত হইবে? তাহা কখনই হইতে পারে না। আবার যেমন কৈবর্ত্তজাতি উগ্রক্ষত্রী, রাজপুত অথবা বাগদী প্রভৃতি জাতি হইতে পারে না, সেইরূপ ইহারা মাহিষ্যজাতিও হইতে পারে না। * * * মাহিষ্যজাতি হইতে কৈবর্ত্তগণ সর্ব্বতোভাবে বিভিন্ন। মাহিষ্যজাতি উপনয়ন সংস্কার বিশিষ্ট—'

সময়, ১৬শ ভাগ ৪৭ সংখ্যা ১৩০৫ সাল, ৪ঠা চৈত্র।

এতদ্ব্যতীত ১৩০৭ সালের ২৬শে মাঘ তারিখের সময় পত্রিকায় শ্রীশীবিকাসি কবীশ্বর "কৈবর্ত্ত বা মাহিষ্য" জাতি সম্বন্ধে যে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এক্ষণে আমি উদ্ধৃত করিতে ক্ষান্ত রহিলাম।

তবে এতদঞ্চলের কৃষিকার কৈবর্ত্তগণ মৎস্যধারণ ব্যবসায়ী নহে, সম্ভবত তাঁহারা নৌযুদ্ধবেত্তা নাবিকশ্রেণীর লোক ছিলেন। সুবিখ্যাত হণ্টার সাহেব বলেন,—

"The sea-going castes asserted their supremacy, and on the extinction of the peacock dynasty placed a line of Fisher kings (293 Kaibarttas) on the throne"

Hunter's Orissa, vol I, p 31?

অপিচ রামের অনুসরণে যখন ভরত চিত্রকূট গমন করেন, সেই সময়ে তিনি নিষাদরাজ্যে আগমন করিলে, গুহ তাঁহার দুরভিসন্ধি মনে করিয়া গমনে বাধা দিবার নিমিত্ত অন্যান্য সৈন্য সমাবেশের আজ্ঞা দিয়া কহিতেছেন—

"নাবাং শতানাং পঞ্চানাং কৈবর্ত্তানাং শতং শতম্।
সন্নদ্ধানাং তথা যুনাস্তিষ্ঠন্ত্বিত্যভ্য চোদয়ৎ ॥৮"

রামায়ণ, দ্বিতীয়কাণ্ড ৮৪ সর্গ।

অর্থাৎ—"বিস্তর কৈবর্ত্তযুবা যাইয়া এখনি,
পাঁচ শত তরী' পরে করি' আরোহণ,
সতর্ক হইয়া থাক্ হ'য়ে অস্ত্রপাণি,
দৃঢ়তররূপে করি, কবচ ধারণ।"

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়ের অনুবাদিত রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৮৪ সর্গ।

বিশেষতঃ সাঁতরা, হাজরা, মল্ল বা মাল, সামন্ত, সেনাপতি প্রভৃতি পদবী গুলি অদ্যাপি ইহার পোষক প্রমাণ প্রদান করিতেছে।

যাহা হউক ইহারা মাহিষ্য হউন বা বৈশ্যই হউন, অথবা বর্ম্মা হউন বা—

পরগণা, হুগলী ও বর্দ্ধমানে গিয়া বাস করিয়াছেন।' (১৪০)

শর্ম্মাই হউন, তাহাতে আমাদের "আত্মাভিমান," "স্বার্থ," "বিদ্বেষ," "ধৃষ্টতা" বা "পরশ্রীকাতরতা" কিছুই নাই। বিশেষতঃ আমরা, কৃষিকার-কৈবর্ত্তজাতীয় রাজা, জমীদার, উকীল, মোক্তার, প্রভৃতি বন্ধুবান্ধবগণ, এবং গোমস্তা, চাকর ও চাকরাণী দ্বারা যেরূপ বেষ্টিত হইয়া আছি, তাহাতে আমাদের দ্বারা "অসৎ-কল্পনা," "কুসংস্কার' বা "অসরলতা" হইবারও সম্ভাবনা নাই। আমরা নানা গ্রন্থে বা সাময়িক পত্রিকাদিতে যাহা যাহা প্রমাণ পাইয়াছি, তাহাই কর্ত্তব্যা-নুরোধে উদ্ধৃত বা অনুবাদ করিয়াছি মাত্র। ফলতঃ উঁহারা যেরূপভাবে সংবাদ পত্রাদিতে লেখালেখি করিতেছেন, তাহাতেই, উঁহাদের জাতীয় উন্নতি হইবে না। প্রকৃত পক্ষে জাতীয় উন্নতি করিতে হইলে স্বজাতীয়ের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার সহ সমাজের কুরীতি নিবারণ চেষ্টাই সর্ব্বাগ্রে বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ সম্বন্ধে বাবু রসিকলাল রায় প্রকৃত কথাই লিখিয়াছেন যে, —"জাতীয় উন্নতি করিতে হইলে স্বজাতির মধ্যে মানুষ প্রস্তুত করিতে হইবে। স্বজাতির মধ্যে যতই প্রকৃত মানুষ হইবে, ততই সমাজ উন্নত হইবে। জ্ঞানে, ধর্ম্মে, বাণিজ্যে, শিল্পনৈপুণ্যে, শারীরিক বলে ইংরোপ পৃথিবীর মধ্যে উচ্চ, ইহা কি সকল জাতির মধ্যে একটা শিখিবার জিনিস নহে? মাহিষ্য বন্ধুগণ যদি প্রকৃত পক্ষে আপনাদিগকে উন্নত করিতে চাহেন, তাহা হইলে একটা ফণ্ড করুন এবং তদ্দারা একটী বৃহৎ টোল স্থাপিত করুন, যাহাতে অথবা সংস্কৃত কলেজে তাহাদের স্বজাতীয় অন্ততঃ ৫০টী ব্রাহ্মণ বিনা ব্যয়ে অধ্যয়ন করিতে পারেন; এবং স্বজাতীয় দরিদ্র ছাত্র-গণের জন্মে এমন একটী স্কুল ও কলেজ প্রস্তুত করান, যাহাতে এক হাজার গরীব ছাত্র বিনা বেতনে রীতিমত অধ্যয়ন করিতে পারে। * * * তার-পর, সামাজিক রীতিনীতির উপর দৃষ্টি করিলেই অর্থাৎ মাহিষ্যজাতির বিবাহ-সংস্কার, কন্যাপণ বা পুত্রপণ গ্রহণ না করা, সমাজ হইতে বাল্য বিবাহ উঠাইয়া দেওয়া, অশীতিপর বৃদ্ধের পত্নীবিয়োগে পুনর্ব্বার তাহাকে বিবাহ করিতে না দেওয়া, ইত্যাদি সুরীতি তাঁহাদের সমাজ মধ্যে সংস্থাপন করিলে সমাজের অশেষ কল্যাণ হইবে। এই জাতি কৃষিপ্রধান, বর্ত্তমান সময়ে ইহাদিগকে চাষী কৈবর্ত্ত বলে। এই কৃষি প্রধান দেশের কৃষকজাতির উন্নতি হইলে দেশে-রও মঙ্গল। যাহাতে নূতন কৃষিতত্ত্ব সকল মাহিষ্য বালকগণকে রীতিমত স্কুল কলেজে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহারও চেষ্টা হওয়া কর্ত্তব্য। নতুবা সংবাদপত্রে "আমরা উচ্চ"—"আমরা উচ্চ" বলিয়া চীৎকার করিলে, কোন ফল হইবার সম্ভাবনা নাই।"

সময়—১৮৯৮।২২শে জুলাই; ১৬শ ভাগ, ১৫শ সংখ্যা দেখ।

(১৪০) "Tamluk bears witness to its ancient connection

এ পর্য্যন্ত মেদিনীপুর জেলার কৃষিকার কৈবর্ত্তগণের জ্ঞাতি, কুটুম্ব উক্ত চব্বিশ পরগণা, হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলা ভিন্ন দৃষ্ট হয় না; এবং ইহাঁরাও অন্য জেলার কৈবর্ত্তগণের সহিত আদান প্রদান করা দূরে থাকুক, সামাজিক কর্ম্মে এক-পংক্তিতে আহার করিতেও স্বীকৃত নহেন।

অন্যত্র দেখা যায় যে, 'কৈবর্ত্তগণের আদি বাসস্থান উত্তর পশ্চিমাঞ্চল। তাঁহারা বলেন যে, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অযোধ্যার সরযূ কিম্বা গোগ্রী নদীর ধারে বাস করিতেন।** উহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ স্থানান্তরে বসবাসের জন্য দক্ষিণাঞ্চলে অর্থাৎ মধ্যভারতে আসেন, এবং জনশ্রুতি দ্বারা জানা যায় যে, ৮২২ শকাব্দে মেদিনীপুর জেলাতে প্রথম আসিয়াছেন। তাঁহারা পাঁচটী রাজার কর্ত্তৃত্বাধীনে ছিলেন, এবং উক্ত পাঁচটী রাজা এই জেলাতে প্রত্যেকে স্বতন্ত্র রাজধানী করিয়াছেন—

১। তাম্রলিপ্ত বা তমোলুক ৩। তুর্কা
২। বালিসীতা ৪। সুজামুটা
৫। কুতবপুর।' (১৪১)

with Orissa by its legends, by its local customs, and by its vernacular speech. * * Many Orissa idioms survive, and the surnames of the people bear witness to their Orissa origin (303 —For example, Mahápátra, Bihárá, Jáná, Máhánti (Maiti), Patnáik, Sámanta, Sántrá, etc., all of which are Uriyá. Some Kaibartta settlements from Tamluk have imported these family names into the 24 Parganas and as high as Hughly or even Burdwan."

See—Hunter's Orissa, vol. I, pp. 313-14.

(১৪১) "27. 'The Kaibarttas are probably an offshoot of race or tribe whose original seat was in the up-country. They say that their ancestors lived on the banks of the Saraju or

উক্ত কৈবর্ত্ত রাজাদের যত্নে ও উৎসাহে এ অঞ্চলে কৈবর্ত্ত অধিবাসীর সংখ্যা অধিক হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়।

Gogri, in Oudh, and there is still a caste in that part of the country known by name of Kaura, the descendants of those whom their forefathers left behind them when they migrated south-wards. When the forefathers of the present Kaibarttas migrated from their original home on the bank of the Saraju, their route probably lay along the eastern limit of the table-land in Central India, and tradition assigns their first appearance in the district of Midnapore to Sakábda 822. They were led by five chiefs who established as many separate chieftaincies in the district :—

1. Tamralipta or Tamluk.
2. Balisita.
3. Turka.
4. Sujamutta.
5. Kutabpur.

28. Gobardhanananda was the founder of the Moyna (ষ) family. He defeated Sridhar Hui, probably the last of a line of Aryan chiefs, and took possession of his post

The Sujamutta family is now extinct. Its last representative died a pauper some time ago. The Tamluk and Kutabpur families, though not extinct, have been reduced to indigence. Babu Kaliprasanna Gajendra Mahapatra of Khandarui is the lineal descendant of the Kaibartta chief who fixed his head quarters at Turka."

District Census Report—Report on the Census of the District of Midnapore, 1891, p. 4.

(ষ) ময়না রাজবংশের আদিপুরুষ গোবর্দ্ধনানন্দ সবঙ্গ পরগণার জমীদার ছিলেন। ইনি উৎকলরাজের সেনাপতি কালিন্দিরাম সামন্তের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ হইতেছেন (মধ্যের চারি পুরুষের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না)। ইনি নিয়মিত রাজস্ব প্রেরণ না করায় দেবরাজ প্রেরিতসৈন্য কর্ত্তৃক উৎকলে নীত ও কারারুদ্ধ হন। তদবস্থায় সুযোগক্রমে আপন সংগীত ও মল্লবিদ্যা দ্বারা দেবরাজ বাহাদুরকে বিশেষরূপে পরিতুষ্ট করিয়া বাকী কর ক্ষমা সহ রাজা ও বাহুবলীন্দ্র উপাধি, এবং পৈতা (একমাত্র রাজার, রাজটীকাসহ পৈতা গ্রহণ ভিন্ন, দ্বিজজাতির ন্যায় আদৌ উপনয়ন সংস্কার হয় না), ছত্র, নিশান, এবং ডঙ্কা প্রভৃতি রাজচিহ্ন ব্যবহার করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। অধিকন্তু তৎকালিক ময়না রাজা শ্রীধর হুই রাজকর প্রদান না করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন

রাজা কালুভূঞা, ৩৮শ ধাঙ্গড় ভূঞা, ৩৯শ মুরারি ভূঞা ও ৪০শ হরবার ভূঞা ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করেন। একচত্বারিংশৎ

করায় তাঁহাকে শাসনসহ ময়না পরগণা অধিকার করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক যুদ্ধ দ্বারা শ্রীধর হুইকে নির্ব্বাসন করিয়া ময়না পরগণাও শাসন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে উক্ত ময়নাগড় গৌড়াধিপতির শালীপতি কর্ণ সেনের রাজধানী ছিল। তাহার পুত্র রাজা লাউসেন (যাঁহার ইতিহাস কবি দ্বিজরূপরাম, কবিরত্ন ঘনরাম চক্রবর্ত্তী, কবি নৃসিংহ বসু ও কবি মাণিক গাঙ্গুলির রচিত পৃথক পৃথক চারি খানি ধর্ম্মায়ণ ও ধর্ম্ম সংগীত নামক পদ্য পুস্তকে প্রকাশ আছে) ও তৎপুত্র রাজা চিত্রসেন রাজত্ব করেন। শ্রীধর হুই এ বংশের কোন শাখা কি অন্য বংশের ছিলেন, তাহার কোন ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, এবং গোবর্দ্ধনানন্দের পূর্ব্বপুরুষের বিস্তারিত বিবরণও দৃষ্টিগোচর হয় না। গোবর্দ্ধনানন্দের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র পরমানন্দ বাহুবলীন্দ্র রাজা হন, এবং ময়নাগড় দুর্গম দেখিয়া তথায় রাজধানী করিয়া বাস করেন, ও তিলদাজলচক গ্রামেও একটা গড়বাটী নির্ম্মাণ করেন। তাহার মৃত্যু হইলে মাধবানন্দ বাহুবলীন্দ্র, গোকুলানন্দ বাহুবলীন্দ্র, কৃপানন্দ বাহুবলীন্দ্র ও জগদানন্দ বাহুবলীন্দ্র ক্রমান্বয়ে ময়না ও সংলগ্ন পরগণায় রাজত্ব করেন। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে জগদানন্দের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র ব্রজানন্দ বাহুবলীন্দ্র রাজা হন। ইহাঁর রাজত্ব কালে কয়েক বৎসর উপর্য্যুপরি ফসল অজন্মা হেতু ও অপরিমিত দাতৃত্ব গুণে গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব প্রদানে অক্ষম হওয়ায় সবঙ্গ পরগণা নিলামে বিক্রয় হইয়া যায়। পরে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উত্তমর্ণগণের প্রাপ্য আদায় জন্য ময়না পরগণার অধিকাংশ গ্রাম ও নিষ্কর ভূমি খণ্ড খণ্ড রূপে নিলামে বিক্রয় হয়। ঐ সকল বিক্রীতাংশে এক্ষণে শত শত তালুকদারের সৃষ্টি হইয়াছে। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রজানন্দের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র আনন্দানন্দ বাহুবলীন্দ্র সিংহাসন প্রাপ্ত হন। কিন্তু অল্পকাল জীবিত থাকিয়া অর্থাৎ ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করিলে ইহাঁর পুত্র রাধাশ্যামানন্দ বাহুবলীন্দ্র রাজাসন প্রাপ্ত হন। ইনি অতি মিষ্টভাষী, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। সকলের সহিত সমব্যবহারগুণে পরগণার প্রজাবৃন্দ ইহাঁর দ্বারে পরস্পরের বিবাদ মীমাংসার্থ প্রার্থিত হইত, এবং ভেটী প্রদান করিত। তজ্জন্য ইহাঁর যথেষ্ট আয় বৃদ্ধি হইয়াছিল, এবং সেই বর্দ্ধিত আয়ের সৎব্যবহার দ্বারা নিজ গৌরব বৃদ্ধির সহিত অনেক রাজার আদর্শস্থল হইয়াছিলেন। কিন্তু ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইহাঁর মৃত্যু হওয়ায় উপরোক্ত বৃদ্ধি আয় সহ গৌরব অনেক হ্রাস হইয়াছে। ইহাঁর তিন পুত্র—প্রেমানন্দ বাহুবলীন্দ্র, সচ্চিদানন্দ বাহুবলীন্দ্র ও পূর্ণানন্দ বাহুবলীন্দ্র। প্রেমানন্দ বাহুবলীন্দ্রেরও ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হইয়াছে।

রাজা ভাঙ্গড় ভূঞার ১৪০৩ খ্রীষ্টাব্দে (৮১০ সাল) মৃত্যু হয়। ইহাঁর সময় হইতেই কতক কতক সময়ের নিরূপণ পাওয়া যায়। তদনন্তর তৎপুত্র ৪২শ ধিতাই ভূঞা ১৪০৪ হইতে ১৪৫৪ খ্রীষ্টাব্দ, ৪৩শ জগন্নাথ ভূঞা ১৪৫৫ হইতে ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দ, ৪৪শ যদুনাথ ভূঞা ১৪৯৮ হইতে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ, ৪৫শ রাম ভূঞা ১৫২৭ হইতে ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহাঁর দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ শ্রীমন্ত রায়, ও কনিষ্ঠ ত্রিলোচন রায়। রাজা শ্রীমন্ত রায় ১৫৬৬ খ্রীঃ হইতে ১৬১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করিলে তাঁহার ভ্রাতা ও পুত্রগণের মধ্যে নিম্নলিখিত মতে জমীদারী বিভাগ হয়। যথা—ভ্রাতা ত্রিলোচন রায় ।০ আনা, জ্যেষ্ঠপুত্র কেশব রায় ৶০, শ্যাম রায় ⁄১০, মনোহর রায় ⁄১০, হরি রায় ⁄১০, অনন্ত রায় ⁄১০, রূপরায় ⁄১০, ও দুর্গাদাস রায় ⁄১০। হণ্টার সাহেব বলেন যে, '১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে অষ্টচত্বারিংশৎ রাজা কেশব রায় মোগল গবর্ণমেণ্টের কর প্রদানে অক্ষম হওয়ায় রাজ্যচ্যুত হইলে হরি রায় ১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।' (১৪২) কিন্তু বংশাবলী তালিকাতে উক্ত রাজ্যচ্যুতির কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। তবে খুল্লতাত ত্রিলোচন রায় ও কেশব রায় প্রভৃতি ভ্রাতাগণের মৃত্যু হইলে হরিরায় ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সমস্ত জমীদারীতে কর্তৃত্ব করেন।

তদনন্তর এই জমীদারী দুইভাগে বিভক্ত হয়। যথা—

---

(১৪২) Vide Statistical Account of Bengal, vol. III, p. 228

রাজা রাম রায় (হরিরায়ের পুত্র) ॥৵১০, গম্ভীর রায় (মনোহর রায়ের পুত্র) ।৶১০। রাম রায়ের পুত্র নরনারায়ণ রায়, এবং গম্ভীর রায়ের পুত্র প্রতাপ রায় কিছুদিন ঐরূপ ভাবে রাজত্ব করিয়া অবশেষে ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজা নরনারায়ণ রায় সমস্ত জমীদারী প্রাপ্ত হন। ইহাঁর দুই পুত্র; জ্যেষ্ঠ কৃপানারায়ণ রায় রাজা হইয়া ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করিলে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কমল নারায়ণ রায় ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহাঁর রাজত্ব সময়ে বারম্বার রাজ কর প্রদানে শৈথিল্য হওয়ায় ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে নবাব মস্‌নদী মহম্মদ খাঁর প্রিয় খোজা মির্জ্জা দেদার আলি বেগ এই জমীদারী অধিকার করেন। উক্ত ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দেই কমলনারায়ণের মৃত্যু হয়। পূর্ব্বে অতিবৃষ্টি আদি হইলে কাশীজোড়া (১৪৩) পরগণার জল গড়াইয়া তমোলুক জমী-

(১৪৩) এই কাশীজোড়া রাজবংশের আদিপুরুষ ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব গঙ্গানারায়ণ রায় নিজ বাসস্থান পশ্চিমাঞ্চলের সিরন্দ দেশ হইতে ৺জগন্নাথ দেব দর্শনাভিলাষে পুরীতে গমন করেন। তথায় নিজ কার্য্যদক্ষতার গুণে পুরীর দেবরাজের সৈনাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। তদনন্তর যখন বিখ্যাত কালাপাহাড় (১৫৬৭-৬৮) উড়িষ্যা বিজয় বাসনায় আগমন করেন, তখন দেবরাজ তাহা প্রতিরোধ জন্য উক্ত গঙ্গানারায়ণকে সসৈন্যে পাঠাইয়া দেন। গঙ্গানারায়ণ প্রাগুক্তকার্য্যে বিশেষ নিপুণতা প্রদর্শন করায় দেবরাজ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে জায়গীর স্বরূপ কাশীজোড়া পরগণা প্রদান করেন। তৎকালে কাশীজোড়া জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। উক্ত গঙ্গানারায়ণ ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে কাশীজোড়া দখল করিয়া স্বদেশ হইতে পরিবারাদি আনয়ন করেন। পরে আপন ভ্রাতুষ্পুত্র যামিনীভানু রায়কে জমিদারী প্রদান পূর্ব্বক শ্রীক্ষেত্র ধামে গমন করেন; এবং তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। তৎপরে উক্ত যামিনীভানু ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে নবাব বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার সাহায্যে দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে রাজাগির সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া কাশীজোড়া প্রত্যাগমনপূর্ব্বক কতক জঙ্গল কাটাইয়া গুরা নামক গ্রাম বসাইয়া তথায় জামুদিঘী নামে এক বৃহৎ সরোবর খনন করান; তাহা

দারীর ক্ষতি হইত; তাহা নিবারণোদ্দেশ্যে মির্জ্জা সাহেব তমোলুক পরগণার পশ্চিম সীমাতে একটী বাঁধ প্রস্তুত

অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। পরে ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র প্রতাপ নারায়ণ রায় দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে রাজোপাধি প্রাপ্ত হন, ও ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার আদেশে পুরীর দেবরাজের দ্বারা রাজ টীকা ও শ্বেতছত্রাদি প্রাপ্ত হইয়া হরশঙ্কর নামক গ্রামে রাজধানী স্থাপন করেন, এবং কতক জঙ্গল কাটাইয়া প্রতাপপুর নামক গ্রাম স্থাপন করেন। তদনন্তর ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র হরিনারায়ণ রায় রাজা হইয়া ৺ কৃষ্ণরায় নামক কুলদেবতা স্থাপন করেন। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে রাজা হরিনারায়ণের মৃত্যু হইলে তদীয়পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ রায় রাজা হইয়া অনেক জঙ্গল কাটাইয়া বহুগ্রাম স্থাপন পূর্ব্বক ভিন্নদেশ হইতে নানাজাতি লোক আনাইয়া নিষ্কর ভূমি দান পূর্ব্বক বাস করান। পরে নবাব সরকারের বাকী করের জন্য তলপ করিয়া লইয়া গিয়া তথায় পীড়াপীড়ি করায় রাজ্যরক্ষার জন্য স্বধর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বাকী করের দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া দেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক চাঁচিয়াড়া গ্রামে গড় নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন, এবং তথায় এক মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য ১১০/০ বিঘা জমী দান করেন। পরে ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র দর্পনারায়ণ রায় কিছুদিন রাজত্ব করিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক উক্ত চাঁচিয়াড়া গ্রামে বাস করেন। তদনন্তর ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় কনিষ্ঠপুত্র জিতনারায়ণ রায় রাজা হন। ইনি কিছুদিন রাজ্য করিবার পর নবাব বাহাদুরের কর প্রদানে অক্ষম হওয়ায় কারাবদ্ধ হন। পরে নানক সাহার সাহায্যে কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া উক্ত নানক সাহাসহ পুরী গমন করেন। তথায় জগন্নাথ দেবের দর্শন করিয়া বাটী প্রত্যাগমন পূর্ব্বক চাঁচিয়াড়া গ্রামে সঙ্গত প্রস্তুত করিয়া তাহাতে জগন্নাথ দেব স্থাপন করেন, এবং ফকিরগঞ্জ গ্রাম ও জিতসাগর নামক সরোবর খনন পূর্ব্বক কিছু সম্পত্তি দান করিয়া উক্ত নানক সাহাকে বাস করান ও স্বয়ং নানকপন্থী ধর্ম্মগ্রহণ করেন। পরে ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় ভ্রাতষ্পুত্র নরনারায়ণ রায় রাজা হইয়া ময়নার রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার কতক জমীদারী দখল পূর্ব্বক কাশিজোড়ার সামিল করেন। জয়পাটনা গ্রামে ৺ জয়চণ্ডী দেবী, প্রতাপপুর গ্রামে ৺ অনন্তবাসদেব, মেড়াচক গ্রামে ৺গোবর্দ্ধনধারী ও খসরবন গ্রামে ৺গোপালজীর মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া প্রতিষ্ঠা করেন, এবং তাঁহাদের সেবাদি নির্ব্বাহোপযুক্ত ভূসম্পত্তি দান করেন। পরে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র রাজনারায়ণ রায় রাজা হইয়া কতক জঙ্গল কাটাইয়া রাজবল্লভ-

করান, তাহা আজও পর্য্যন্ত 'খোজার বাঁধ' নামে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে মির্জা সাহেবের মৃত্যু হইলে,

---

পুর গ্রাম স্থাপন পূর্ব্বক তথায় নিজ বাসোপযুক্ত একটা গড়বাটী নির্ম্মাণ করেন। ১৭৬৬ খৃঃ অব্দে ৺রঘুনাথজীর মূর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক রঘুনাথবাড়ী গ্রাম প্রকাশ করিয়া তথায় মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা করেন, এবং হরিদাস বাবাজী নামক এক বৈষ্ণবকে মহন্তপদে অভিষিক্ত করিয়া কতক জমীদারী দান করেন। ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সাহাপুর পরগণার রাজার সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া উক্ত সাহাপুর অধিকার পূর্ব্বক ৬৬০/ বিঘা জমা ৺বাসুলী দেবীর সেবার জন্য দান করেন, এবং কতক সম্পত্তি ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া বাস করান। পরে ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুন্দর নারায়ণ রায় রাজা হইয়া কতকগুলি স্বজাতীয় ও অন্যান্য জাতীয় ব্যক্তিগণকে নিষ্কর ভূমি দান করিয়া বাস করান, এবং রাজবল্লভপুরে নানাজাতি শিল্পিগণের বাসহেতু নানাপ্রকার শিল্পকার্য্য হইতে থাকায় ঐ গ্রামের সুন্দরনগর আখ্যা প্রদান করেন। এক্ষণে কেবল মছলন্দ ভিন্ন অন্যান্য শিল্পকার্য্য লোপ হইয়া গিয়াছে। ইঁহার রাজত্ব সময়ে 'কলিকাতার এজেণ্ট কাশীনাথ বাবু ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই আগষ্ট তারিখে উক্ত রাজার বিরুদ্ধে সুপ্রীমকোর্টে মোকদ্দমা রজু করেন। তাহাতে রাজাকে ধৃত করিবার জন্য ওয়ারেণ্ট বাহির হয়, ও তিন লক্ষ টাকা প্রতিভূ দিলে মুক্তি পাইবার আদেশ থাকে। তৎশ্রবণে রাজা পলায়ন করেন, এবং কিছুদিন পরে অদৃতাবস্থায় প্রত্যাগমন করেন। তদনন্তর তাঁহার ভূসম্পত্ত্যাদি ক্রোক করিবার জন্য পুনর্ব্বার পরওনা বাহির হয় এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সেরিফ্ অনেক সার্জনসহ ৬০ জন অস্ত্রধারী ব্যক্তি পাঠান। তাহাতে রাজা গবর্ণর জেনেরালের নিকট আবেদন করেন যে, উক্ত সার্জন ও অস্ত্রধারিগণ তাঁহার কর্ম্মচারিগণকে প্রহার ও আহত করিয়াছে, দরজা ভগ্ন করিয়া অন্দর মহলে প্রবেশ করিয়াছে, অস্থাবর সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়াছে, দেবতার অলঙ্কার খুলিয়া লইয়া দেবমন্দির অপবিত্র করিয়াছে, এবং প্রজাগণকে নিষেধ করিয়া খাজনা আদায় বন্ধ করিয়াছে। এরূপ হইলে শাসনকার্য্য অচল হইবে বিবেচনা করিয়া গবর্ণর জেনেরাল উক্ত আদালতের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে রাজাকে নিষেধ করেন, এবং মেদিনীপুরের সৈনিক কর্ত্তৃপক্ষের উপর আদেশ করেন যে, সেরিফের উক্ত লোক সকলকে পথে আটক করে। তদনুসারে তাহারা পথে ধৃত হয়। এই সময়ে গবর্ণর জেনেরাল রাজা, জমীদার ও চৌধুরীগণের প্রতি আদেশ করেন যে, কোন বিশেষ চুক্তি না থাকিলে সুপ্রীমকোর্টের আদেশ অগ্রাহ্য করে, এবং দেশীয় প্রধান সৈনিক

এই স্থানে তাঁহার সমাধি হয়, তাহা অদ্যাপি রাজবাটীর দেউড়ির পশ্চিম দিকে বর্ত্তমান আছে। ইহাঁর চেষ্টায়

কর্ত্তৃপক্ষকে ঐরূপ কার্য্যে সাহায্য করিতে নিষেধ করেন। সুপ্রীমকোর্ট তাঁহাদের কর্ম্মচারীগণকে গ্রেপ্তার করিয়া সাধারণ জেলে রাখা হইয়াছে বলিয়া কোম্পানীর এটর্নীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, এবং গবর্ণর জেনেরালকে উক্ত কাশীনাথের মোকদ্দমায় উপস্থিত হইবার জন্য শমন দেন। কিন্তু সুবিখ্যাত হেষ্টিংস সাহেব তদুত্তরে বলেন যে, আমি শাসন ক্ষমতানুসারে যে কার্য্য করিয়াছি, তাহাতে সুপ্রীমকোর্টের আদেশ পালন করিতে বাধ্য নহি। এই ঘটনা ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে হয়। এই সময়ের মধ্যে সুপ্রীমকোর্টের উক্ত প্রকার অত্যাচার নিবারণ জন্য কলিকাতাবাসী সাহেবগণ ও গবর্ণর জেনেরাল পার্লিমেণ্টে আবেদন করেন। তদনুসারে পার্লিমেণ্টের নূতন আইন দ্বারা সুপ্রীমকোর্টের ক্ষমতা হ্রাস হয়।' (Marshman's History of Bengal, 8th., Edition, pp 225-27)। পরে ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কালেক্টর সাহেব বাহাদুর ৬০ হাজার টাকা, রাজস্ব বাকীর জন্য রাজার জমীদারী ক্রোক করেন। তাহাতে রাজাবাহাদুর বাকী কর হইতে অব্যাহতি ও নূতন বন্দোবস্ত জন্য প্রথমে কালেক্টর সাহেবের নিকট, পরে সদর বোর্ডে প্রার্থনা করেন। কিন্তু সদর বোর্ডের হুকুম আসিতে বৎসরাধিককাল বিলম্ব হওয়ায় এবং জমীদারী ক্রোক থাকা বশতঃ খাজনাদি আদায় না দেওয়ায়, রাজাবাহাদুরের দেবসেবাদি খরচ নির্ব্বাহ অত্যন্ত কষ্টকর হওয়ায়, বাকীর কাগজে দস্তখত করিয়া কতকগুলি দেবত্তর সম্পত্তি খালাস লইয়া বক্রী সমস্ত জমীদারী ছাড়িয়া দেন। তাহার পনর দিন পরেই সদর বোর্ড হইতে হুকুম আইসে যে 'বাকীকর খালাস দেওয়া যায় ও নূতন বন্দোবস্ত হয়।' কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ পনর দিন পূর্ব্বে বাকীর কাগজে দস্তখত করায় কালেক্টর সাহেব বাহাদুর তাহা মঞ্জুর না করিয়া ১৩ ভাগে জমীদারী নিলাম করেন। সে সময় রাজাবাহাদুর ১৯ হাজার বিঘা জমী লুকাইয়া রাখায় মাসহরার কোন প্রার্থনাদি করেন নাই। কিন্তু তালুকদারগণ ক্রমে ক্রমে রাজাবাহাদুরকে উক্ত ছাপি জমী হইতে বেদখল করিলে, রাজা কালেক্টর সাহেবের নিকট দরখাস্ত করায়, কালেক্টর বাহাদুর জমী জরিপ করিবার জন্য ১ জন কানুনগো নিযুক্ত করেন। ১ হাজার বিঘা জমী মাপ হইবার পর তালুকদারগণ কৌশল করিয়া দশসালা বন্দোবস্ত জন্য প্রার্থনা করেন। তাহাতে কালেক্টর সাহেব উক্ত মাপ বন্ধ করিয়া রাজা বাহাদুরকে আদেশ দেন যে, 'যে সময় সরকারের আবশ্যক হইবে, সেই সময় দরখাস্ত করিবেন।' তাহাতে রাজাবাহাদুর নিরাশ হইয়া কষ্টে দিনযাপন পূর্ব্বক ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক

কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করায় মুসলমান বস্তী হইয়াছে। মির্জা সাহেবের মৃত্যু হইলে তৎকালীন নবাব সরকারের প্রধান কর্ম্মচারী বিখ্যাত দেওয়ান নন্দকুমার রায় ও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মহোদয়গণের বিশেষ যত্নে ও উদ্যোগে গবর্ণর এই জমীদারী রাণী সন্তোষ প্রিয়া (রাজা নরনারায়ণ রায়ের স্ত্রী) ও রাণী কৃষ্ণপ্রিয়া (রাজা কৃপানারায়ণ রায়ের স্ত্রী) কে ফিরাইয়া দেন। ইহাতে রাণীদ্বয় সন্তুষ্ট হইয়া পুরস্কার স্বরূপ দেওয়ান নন্দকুমারকে ছয় খানি ও গঙ্গাগোবিন্দকে আট খানি গ্রাম প্রদান করেন। তাহা অদ্যাপি তমোলুক জমীদারীর দক্ষিণাংশে তালুক বাসদেবপুর ও তালুক গোপালপুর নামে বর্ত্তমান রহিয়াছে। দেওয়ান নন্দকুমার উক্ত বাসুদেবপুর তালুকে একটী হাট বসান, তাহা নন্দকুমারের হাট নামে অভিহিত হয়, এবং ঐ হাটের নামানুসারে ঐ স্থান অদ্যাপি 'নন্দকুমার' বলিয়া বিখ্যাত আছে। নন্দকুমারের উত্তরাধিকারিগণ উক্ত তালুক বাসদেবপুর হস্তান্তর করায় তাহা এক্ষণে মহিষাদলাধিপতির সম্পত্তি হইয়াছে, এবং তালুক গোপালপুর গঙ্গা-

---

গমন করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র বস্তিনারায়ণ রায় রাজাসন প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার কালেক্টর সাহেবের নিকট পূর্ব্বোক্ত চাপি জমী প্রাপ্তাশয়ে দরখাস্ত করিয়া পূর্ব্বমত হুকুম প্রাপ্তে কষ্টে দেবসেবা ও জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করিলে ত্বদীয়পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ রায় সিংহাসনারোহণ করেন। ইনিও উপরোক্তরূপে কালেক্টর সাহেবের নিকট প্রার্থনা করিয়া বিফল মনোরথ হইয়া ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। তদনন্তর তাঁহার পুত্র রুদ্রনারায়ণ রায়ও ঐরূপে বহুকষ্টে কালাতিপাত করিতেছেন।

গোবিন্দের উত্তরাধিকারীক্রমে তাঁহাদেরই রহিয়াছে। তদনন্তর উভয় রাণী জমীদারী সমানাংশে দখল করিতে থাকেন। পরে ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে রাণী সন্তোষ প্রিয়া পরলোক গমন করিলে ত্বদীয় দত্তকপুত্র ষট্‌পঞ্চাশৎ রাজা আনন্দ নারায়ণ রায়ের নামে ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে রাণী কৃষ্ণপ্রিয়া নালিশ করিয়া তাঁহার অর্দ্ধাংশ জমীদারীর এক আনা অংশ বাহির করিয়া লইয়া ॥/০ আনা দখল করেন। তদপরে রাণী কৃষ্ণপ্রিয়া গড়বহিচবেড়া গ্রামে রাজা আনন্দ নারায়ণ রায়কে দুর্গোৎসব আদি পূজা করিতে না দেওয়ায় রাজাবাহাদুর রাণীর নামে নালিশ করিয়া পূজাদি করিবার দখলের ডিক্রী প্রাপ্ত হন। তদনুসারে সরকারের পাইকগণ রাজাকে দখল দেওয়াইতে গিয়া রাণী কৃষ্ণপ্রিয়াব ভৃত্যগণ কর্ত্তৃক তরবারী দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হওয়াতে সকৌন্সিল গবর্ণর রাণীকে তাঁহার ॥/০ জমীদারী হইতে বেদখল করিয়া ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত খাসে রাখেন। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে রাণী কৃষ্ণপ্রিয়ার মৃত্যু হয়। পরে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজা আনন্দ নারায়ণ রায় সমস্ত জমিদারীব মালিক হন। ইহাঁর সহিতই গবর্ণমেণ্ট দশসালা বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ইহাঁর দুই স্ত্রী; কাহারও সন্তান না হওয়ায় জ্যেষ্ঠা রাণী হরিপ্রিয়া শ্রীনারায়ণ রায়কে ও কনিষ্ঠা রাণী বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ বায়কে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত শ্রীনারায়ণ রায়ের মৃত্যু হওয়ায় রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ রায় আপন নামে সমস্ত জমীদারীর নামজারী প্রার্থনা করেন।

তাহাতে জ্যেষ্ঠা রাণী হরিপ্রিয়া অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার স্বামীর নিয়মাদেশ মতে অৰ্দ্ধেক জমীদারী দখল করিতে চেষ্টা করেন, এবং রুদ্রনারায়ণ রায়কে পুনর্ব্বার পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। বিমাতা ও তাঁহার পোষ্যপুত্রের সহিত নানাপ্রকার বিবাদ সত্বেও ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সমস্ত জমীদারী রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ রায়ের কর্ত্তৃত্বাধীনে ছিল। তৎপরে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রুদ্রনারায়ণ রায় সদর দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তি মতে অৰ্দ্ধেক জমীদারী প্রাপ্ত হন। তদনন্তর পরস্পরের বিবাদে ও প্রজার প্রতি নানাপ্রকার অত্যাচারে রাজ্যলক্ষ্মী ১৮৪৬ ও ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাদের হস্তভ্রষ্টা হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভাজিতানন্তর এক্ষণে বাবু ননী গোপাল মুখোপাধ্যায় ও রাখালদাস মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অৰ্দ্ধাংশ, এবং মহিষাদলাধিপতি (১৪৪) অৰ্দ্ধাংশ অধিকার

(১৪৪) মহিষাদল রাজবংশের আদিপুরুষ রাজা জনার্দ্দন উপাধ্যায়। ইনি পশ্চিমদেশীয় সামবেদী ব্রাহ্মণ ছিলেন। কার্য্যান্তর ব্যপদেশে (কাহারও মতে ব্যবসায়) এ প্রদেশে আগমন করিয়া মুসলমান নবাব সরকার হইতে সমস্ত জঙ্গলাকীর্ণ ভূমির জমীদারী গ্রহণ করেন। তিনি কোন সময়ে তাহার বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন, এক্ষণে তাহা নিরূপণ করা দুরূহ। অনন্তর বহুতর যত্নে প্রজা সংস্থিতি করিয়া রাজোপাধি ধারণ করেন; এবং গড় রঙ্গীবসানে রাজধানী স্থাপন করেন। তদনন্তর দুর্য্যোধন উপাধ্যায়, রামশরণ উপাধ্যায় রাজারাম উপাধ্যায় ও শুকলাল উপাধ্যায়, ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করেন। সম্ভবতঃ ইনি ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করিলে যুবরাজ আনন্দলাল উপাধ্যায় রাজ্যাধিকারী হইয়া অনেক রাজ্য বিস্তার করেন; এবং সন্তানাদি না হওয়ায় কুটুম্বপুত্র মতিলাল পাঁড়েকে পোষ্য গ্রহণ করিয়া ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে (বিখ্যাত দুর্ভিক্ষ বৎসরে, যাহাকে সাধারণে ছিয়াত্তরে মন্বন্তর বলিয়া থাকে) মানবলীলা সম্বরণ করেন। মতিলাল অপ্রাপ্ত বয়স্ক হেতু তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণা সহধর্ম্মিণী রাণী জানকী রাজত্ব গ্রহণ করিয়া বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে ভূসম্পত্তি ও বৃত্তি প্রদান করিয়া সংস্কৃত

করিতেছেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ রায়ের মৃত্যু হইয়াছে। ইঁহার দুইপুত্র, জ্যেষ্ঠ কুমার উপেন্দ্রনারায়ণ রায়ের ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ও কনিষ্ঠ কুমার নরেন্দ্রনারায়ণ

বিদ্যালোচনার পক্ষে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত ৺ গোপালজীর নবরত্ন মন্দির, রামবাগের ৺ রামজীর মন্দির, বৃন্দাবনে ৺ জানকীরমণের মন্দির ও নন্দিগ্রামে ৺ জানকীনাথের মন্দির এবং অতিথিশালা আজ পর্য্যন্ত তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠার প্রচুর পরিচয় প্রদান করিতেছে। অতি সুনিয়মেই ঐ সমস্ত দেবসেবা নির্ব্বাহ হইত। ইঁহারই রাজত্বকালে কোম্পানি বাহাদুরের দশসালা বন্দোবস্ত হয়, এবং সেই বন্দোবস্ত কালীন তাঁহার নামের সহিত "রাণী" উপাধি সংযুক্ত ছিল। এই পুণ্যবতী রাণীর ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে লোকান্তর হইলে তাঁহার স্বামীর পোষ্যপুত্র রাজা মতিলাল অল্পদিনের মধ্যে বসন্তরোগে অন্ধ হওয়ায়, তাঁহার হেবা সূত্রে রাজা গুরুপ্রসাদ গর্গ রাজপদাভিষিক্ত হয়েন। ইনি অল্পদিন রাজত্ব করিয়া লোকান্তর গমন করিলে ইঁহার স্ত্রী রাণী মন্থরা ও ইহার পর রঘুমোহন গর্গ, ভবানী প্রসাদ গর্গ ও কালীপ্রসাদ গর্গ রাজাসন প্রাপ্ত হন। কিন্তু অকালমৃত্যু নিবন্ধন কেহই অধিকদিন রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন নাই। তদনন্তর গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ক্রমে রাজা জগন্নাথ গর্গ ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজাসনে উপবেশন করেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে পুনঃপুনঃ রাজপরিবর্ত্তন বশতঃ রাজ্যে অরাজকতা ও অশান্তি, এবং জমীদারীতে নামজারী আদি না করায় জেলার কালেক্টর সাহেব বাহাদুর জমীদারী খাস করিয়া রাজস্ব সংগ্রহ করেন। পরে রাজা জগন্নাথ আপনাকে রাণী মন্থরা দেবীর উত্তরাধিকারী প্রতিপন্ন করিয়া ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে নামজারী করিয়া জমীদারী দখল করেন। তদনন্তর ১৮২২ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র রামনাথ গর্গ রাজা হন। কিন্তু রামনাথ গর্গের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সময়ে তাঁহার মাতা রাণী ইন্দ্রাণী রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে রামনাথ গর্গের মৃত্যু হইলে তাঁহার পতিব্রতা সহধর্ম্মিণী রাণী বিমলা দেবী সাহেবের ঘাটে সহমরণেচ্ছায় স্বামীর জ্বলন্তচিতায় ভস্মীভূত হন। তৎকালীন দেওয়ান তমোলুক নিবাসী বাবু আনন্দচন্দ্র ঘোষের তত্ত্বাবধানে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই। রাজা রামনাথ গর্গের উইলসূত্রে রাজা লছমন প্রসাদ গর্গ রাজ্য প্রাপ্ত হন। ইনি এক প্রকাণ্ড রথ নির্ম্মাণ করিয়া বহুব্যয়ে প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজব্যয়ে একটী ইংরেজী বিদ্যালয় ও ডিস্পেন্সারী স্থাপন করিয়া মহান্ উপকার সাধন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থানের স্কুল, ডিস্পেন্সারী

রায়ের ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হইয়াছে। এক্ষণে নরেন্দ্র নারায়ণের পুত্র কুমার সুরেন্দ্র নারায়ণ রায় (১৪৫) বর্ত্তমান

সংস্কৃত চতুষ্পাঠী এবং শিল্প বিদ্যালয়ে সাহায্য প্রদান করিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইহাঁর মৃত্যু হয়। (তমোলুক পত্রিকা—মহিষাদল রাজবংশ দেখ)। ইহাঁর তিন পুত্র—ঈশ্বরীপ্রসাদ গর্গ, জ্যোতিঃপ্রসাদ গর্গ ও রামপ্রসাদ গর্গ। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রামপ্রসাদ গর্গের, ও ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরী প্রসাদ গর্গের মৃত্যু হইয়াছে। মধ্যম রাজা জ্যোতিঃপ্রসাদ গর্গেরও ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারি অর্থাৎ শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভিক্টোরিয়া—এম্প্রেস্ অফ্ ইণ্ডিয়ার দেহত্যাগের (২২শে জানুয়ারি, ১৯০১ খৃঃ) দুই দিবস পূর্ব্বে মৃত্যু হইয়াছে। ইনি কলিকাতা হিন্দু হোষ্টেলের সাহায্যার্থে এককালীন বত্রিশ হাজার টাকা দান করিয়া ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হন। রাজা ঈশ্বরীপ্রসাদের দুই পুত্র—সতীপ্রসাদ গর্গ ও গোপালপ্রসাদ গর্গ। কুমার সতীপ্রসাদ গর্গ এক্ষণে রাজত্ব করিতেছেন। ইনি রাজাসন প্রাপ্ত হইয়াই দানে যেরূপ মুক্তহস্ততার পরিচয় (কলিকাতা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ফণ্ডে ৫০০০৲ টাকা, লেডি কুর্জ্জনের আফিল মতে লেডি ডফারিণ ফণ্ডে ৫০০০৲ টাকা, ও বেনারস সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের সাহায্যার্থ ১০০০৲ টাকা) দিতেছেন, তাহাতে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার এই স্মৃতি চিহ্ন স্থাপনের যুগে আমরা তাঁহার তমোলুক-জমীদারীতে কি কোন কীর্ত্তি দেখিতে পাইব না?

(১৪৫) কেহ বলেন যে, "ময়ূরধ্বজ হইতে বর্ত্তমান রাজা সুরেন্দ্র নারায়ণ পর্য্যন্ত ৫৪ চতুঃপঞ্চাশৎ পুরুষ। গড়ে ৪ চারি পুরুষে একশত বৎসর ধরিলে আদিম রাজা ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাজ্য করিয়াছেন" (নব্য ভারত, সপ্তদশ খণ্ড, ১৭৬ পৃষ্ঠা)। আমরা কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে প্রস্তুত নহি। কেননা—যে মহাভারতের প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর সহিত তমোলুক-রাজগণ বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, যে গঙ্গারাঢ়ী রাজবংশের বিভবের বিষয় অবগত হইয়া খ্রীষ্টের তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ভুবন বিখ্যাত আলেক্জাণ্ডার জয় করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ গঙ্গানদী অতিক্রম করিতে অসম্মত হওয়ায় অগত্যা তিনি বিজয়াশা ত্যাগ করেন; তাঁহারা ক্ষত্রিয় হউন, বৈশ্য হউন, কায়স্থ হউন, মাহিষ্য হউন অথবা কৈবর্ত্ত হউন; এবং তাঁহাদের সকলের ধারাবাহিক নাম আমরা সংগ্রহ করিতে না পারিলেও তাঁহাদিগকে ঐরূপ আধুনিক রাজবংশ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে আমাদের প্রাণে ব্যথা লাগে। উক্ত ব্যক্তিই অন্য এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, "ভাঙ্গড় ভূঞা রায়ের ২৭২ বৎসর পূর্ব্বে উড়িষ্যা দখল হয়। কালুভূঞা রায় ভাঙ্গড়ভূঞা রায়ের ৫

আছেন। রাজা রুদ্রনারায়ণ রায়েরও (১৮৬৭) খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হইয়াছে। ইহাঁর পোষ্যপুত্র কুমার মহেন্দ্র নারায়ণ রায় বর্ত্তমান আছেন। লাখেরাজ ও দেবত্তর সম্পত্তি দ্বারা ইহাঁদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইতেছে।

কথিত আছে, 'ময়ূরবংশীয় রাজাদের সময় তাঁহাদের রাজবাটী ও তৎসংলগ্নীয় ভূম্যাদি ৮ মাইল ছিল; এবং তাহার চতুঃপার্শ্বে দৃঢ় প্রাচীর ও গভীর পরিখা দ্বারা রক্ষিত ছিল। ঐ পুরাতন রাজবাটীর কোন চিহ্ন এক্ষণে দৃষ্ট হয় না; কেবল বর্ত্তমান কৈবর্ত্ত রাজার রাজবাটীর পশ্চিমদিকে কতক ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। বর্ত্তমান রাজবাটী নদীর তীরে নির্ম্মিত ও তাহার চতুঃপার্শ্বে পরিখা আছে। ইহার মধ্যস্থল আন্দাজ ৩০ একার বা ৯০ বিঘা ভূমি হইবে।' (১৪৬) কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বর্ত্তমান রাজবাটীর পশ্চিমদিকে ভগ্নাবশেষ যাহা দৃষ্ট হয়, তাহাও এই কৈবর্ত্ত রাজবংশেরই। ময়ূরবংশের

পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী। এই পাঁচ পুরুষে ২৭২ বৎসর হওয়া বিচিত্র নহে" (নব্য ভারত, সপ্তদশ খণ্ড, ১৮০ পৃষ্ঠা)। লেখক এই হিসাব প্রথম হইতে ধরিলে মহাভারতের ঘটনাবলীর অনেক নিকটে গিয়া পৌঁছিতে পারিতেন, এবং তাহা হইলে আমাদের বলিবার বিষয়ও বিশেষ কিছু থাকিত না। লেখক কেবল কৈবর্ত্ত জাতির গৌরব বৃদ্ধির মানসেই যেখানে যেরূপ সুবিধা বুঝিয়াছেন, সেইরূপ লিখিয়াছেন, (নতুবা "কৈবর্ত্তগণই উড়িষ্যা জেতা" হয় না;) এবং ক্ষাত্রিয় নিঃশঙ্ক নারায়ণের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হইলেও কৈবর্ত্ত কালুভুঞাকে তাঁহার পুত্র সাজাইয়া কৈবর্ত্ত রাজবংশ আরও প্রাচীন প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা কিন্তু স্থানীয় জনশ্রুতি দ্বারাও অবগত হইয়া আসিতেছি যে, কালুভুঞাই কৈবর্ত্ত রাজবংশের আদি পুরুষ।

(১৪৬) Vide Imperial Gazetteer of India, vol. VIII, p. 514.

কোন চিহ্নই এক্ষণে দৃষ্টিগোচর হয় না। বর্ত্তমান রাজবাটী নদীতীর হইতে অপেক্ষাকৃত অনেক অন্তরে অবস্থিত।
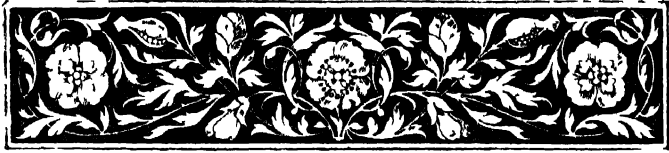
ষষ্ঠ অধ্যায়।

মন্দির।

তমোলুকের বৃত্তান্ত বলিতে হইলে রাজাদিগের পরেই দেবদেবী ও তাঁহাদের মন্দিরের ইতিহাস বলা নিতান্ত আবশ্যক। এখানে যে সকল দেবদেবী ও তাঁহাদের মন্দির আছে, তন্মধ্যে বর্গভীমা ও তাঁহার মন্দিব বিশেষ উল্লেখ যোগ্য বিবেচনায়, অগ্রে তাঁহারই বিষয় বর্ণিত হইল। কাহার দ্বারা এই দেবী ও তাঁহার মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়, তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, মহারাজাধিরাজ তাম্র-ধ্বজ কর্ত্তৃক এই দেবী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে (১৪৭)। আবার

(১৪৭) "নরপতি তাম্রধ্বজের নিযোজিত ধীবরপত্নী প্রত্যহ রাজ-সংসারে মৎস্য প্রদান করিয়া আসিত। সে একদা একটী বনমধ্যস্থ সংকীর্ণ পথে রাজ-বাটীতে মৎস্য লইয়া যাইতেছিল, দেখিল, পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্রায়তন বারিপূর্ণ গর্ত্ত রহিয়াছে। তাহাদের জাতীয় স্বভাবানুসারে তাহা হইতে কিংচ পরিমাণে সলিল গ্রহণ করিয়া মৎস্যের উপর বিকীর্ণ করিলে মৃত মৎস্য জীবন প্রাপ্ত

কাহারও কাহারও মতে ধনপতি সওদাগরের প্রতিষ্ঠিত (১৪৮)। আবার কেহ কেহ বলেন, 'নূতন রাজা কালুভূঞা নূতন ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজারম্ভ করেন; ঐ ঠাকুর বর্গভীমা নামে বিরাজ করিতেছেন। এই ঠাকুর প্রকাশ হওয়া সম্বন্ধে একটী গল্প আছে। পুরীতে জগন্নাথ দেব প্রকাশ হওয়া সম্বন্ধে যেরূপ গল্প আছে, ইহা অবিকল সেই জাতীয় গল্প। তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে, জগন্নাথ দেব উড়িষ্যার দক্ষিণ জঙ্গল প্রদেশে প্রকাশ হওয়ায় সে দেশের লোকের মনের ভাব ও আচার ব্যবহারানুসারে একরূপ গল্প রচনা হইয়াছে; আর তমোলুক সমুদ্রকূলবর্ত্তী বন্দর হওয়া প্রযুক্ত এখানকার লোকের মনের ভাব ও স্থানের অবস্থানুসারে এখানকার গল্প অন্যরূপ বাঁধা হইয়াছে। জগন্নাথ দেব জঙ্গলের দেবতা ছিলেন,

হইল। ক্রমে এই বার্ত্তা নরপতির কর্ণগোচর হইলে, তিনি একদিন তাহা দর্শন করিতে অভিলাষ করিয়া ধীবরীর সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, তৎপ্রদর্শিত স্থলে একটি বেদী ও তদুপরি প্রস্তরময়ী একটী দেবীমূর্ত্তি রহিয়াছে। তাম্রধ্বজ সেই সময় হইতে তাঁহার পূজাদির ব্যবস্থা করিয়া দেন।"

তমোলুকের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ, ১৬ ও ১৭ পৃষ্ঠা।

(১৪৮) "Another legend relates, how a famous merchant, named Dhanapati, the Lord of Wealth, when sailing down the Rupnarayan in his ship, anchored at Tamluk. While here he saw a man carrying a golden jug, who told him that a spring in the neighbouring jungle had turned his brass vessel into a golden one, and pointed out the well. The merchant according bought up all the brass vessels in the market transmuted them into the precious metal, sailed to Ceylon, where he sold them to the natives, and returning, built the great Tamluk temple. The skill and ingenuity displayed in the construction of the temple still attract admiration."

See—A Statistical Account of Bengal, vol: III. p. 64.

এবং এক ব্যাধের বাটীতে পাওয়া যায়; আর এখানকার বর্গভীমা দেবীকে একজন ধীবরের বাটীতে পাওয়া যায়। জগন্নাথ দেব কাষ্ঠের এবং ভীমাদেবী পাথরের। প্রথমতঃ উভয়কে নীচজাতীয় লোকে গোপনে পূজা করিত; তাহার পর রাজগণের দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে। নূতন আবিষ্কৃত দেবতা-দ্বয়কে দেখিবার জন্য বহুদূর হইতে যাত্রী আসিতে লাগিল, এবং এই নূতন ঠাকুরদ্বয় প্রকাশ হইবার পরেই ব্রাহ্মণগণ আপন আপন পুঁথি বাহির করিয়া নানাপ্রকার গল্প প্রকাশ করিতে লাগিলেন।' (১৪৯)

ইহা একখানি প্রস্তরে সম্মুখভাগ খোদিত করিয়া বাহির করা। এইরূপ প্রস্তরে কতকাংশ খোদিত মূর্ত্তি সচরাচর দেখিতে পওয়া যায় না। ইহা উগ্র-তারা মূর্ত্তির অনুরূপ। ইহাঁর ধ্যান ও পূজাদি যোগিনীতন্ত্র এবং নীলতন্ত্রানুসারে হইয়া থাকে। রাজ প্রদত্ত ভূমির উপস্বত্ব হইতে ইহাঁর সেবাদি নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে।

"দেবীর উপাসক মহাশয়দিগের নিকট একখণ্ড পারসিক ভাষায় লিখিত দলিল রহিয়াছে, ইহাকে তাঁহারা "বাদসাহী পঞ্জ" বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যখন (খ্রীঃ ১৫৬৭-৬৮) দুরন্ত কালাপাহাড় উড়িষ্যা বিজয় বাসনায় এই দেশে আগমন করিয়াছিলেন, তিনি দেবীকে সন্দর্শন করত প্রীত হইয়া এই দলিল লিখিয়া দিয়াছিলেন।" (১৫০)

(১৪৯) Vide Hunter's Orissa, vol. I, p. 311.
(১৫০) তমোলুকের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ, ১৭ পৃষ্ঠা দেখ।

"যে সময়ে মহারাষ্ট্রীয়গণ (বর্গী) নিম্ন বঙ্গদেশ লুণ্ঠনে পরিব্যাপ্ত ছিল,—এমন কি যে সকল স্থান অতিক্রম করিয়া ঐ নরপিশাচগণ গমন করিয়াছিল, পথিমধ্যে সমৃদ্ধি-শালী নগর, শান্তিপ্রিয় জনগণ সমন্বিত গ্রাম, শ্যামল-শস্য-শোভিত ক্ষেত্র, এবং ফল-কুসুম-শোভিত উদ্যান প্রভৃতি অগ্নিসংযোগে বিদগ্ধ ও বিনষ্ট করিতে অণুমাত্র সঙ্কুচিত হয় নাই; সেই হৃদয় বিহীন দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়গণ যথন তমোলুকে উপস্থিত হইল, তথন উক্ত স্থানের কোন প্রকার অনিষ্ট করা দূরে থাকুক, এমন কি ভয়ে ভীত হইয়া ভীমাদেবীর চরণে ষোড়শোপচারে পূজা করিল এবং বহুমূল্য রত্নালঙ্কার ও অন্যান্য দ্রব্যাদি তাহার চরণে উৎসর্গ করিল।" (১৫১)

ইহাঁর মন্দিরের অপূর্ব্ব শিল্প নৈপুণ্য দর্শন করিয়া সাধারণ লোকে এই মন্দিরকে 'বিশ্বকর্ম্মার' নির্ম্মিত বলিয়া জল্পনা করে। ইহার বাহিরের গঠন প্রণালী উড়িষ্যাঞ্চলের (Band size) মন্দিরের ন্যায় হইলেও ভিতরের গঠন বৌদ্ধ বিহারের সদৃশ, এবং অবিকল বুদ্ধগয়ার মন্দিরের অনুরূপ। প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে প্রধান বা মূল বিহারের অনুকরণে একটী ক্ষুদ্র বিহার রহিয়াছে। তদ্দৃষ্টে অনুমান হয়, ঐরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিহার অন্যান্য দিকেও ছিল, যাহাতে ভিক্ষুগণ একাএকা নির্জ্জনে উপাসনা করিতেন; এবং সম্ভ-বতঃ প্রধান বিহারে শিষ্যগণকে ভগবান্ বুদ্ধদেবের মুখপদ্ম-

---

(১৫১) প্রতিভা, প্রথম ভাগ, ১১৩ পৃষ্ঠা ও
Imperial Gazetteer of India, vol. III, p 515 দেখ।

বিনিঃসৃত (সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সার) উপদেশ(১৫২) প্রদান করিতেন। পরে হিন্দুগণ কর্ত্তৃক বৌদ্ধগণ বিতাড়িত হইলে তাঁহাদের পরিত্যক্ত বিহার হিন্দুগণ অধিকার করিয়া পূর্ব্বদিকের প্রধান দ্বারসহ পার্শ্বের অন্যান্য ক্ষুদ্রবিহার (Side Rooms) ভগ্ন করিয়া মধ্যের মূল বিহার ও পশ্চিমদিকের ক্ষুদ্রবিহারের উপর পশ্চিমদ্বারী করিয়া এক মন্দিররূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহা একটা উচ্চ বেদীর উপর সংস্থিত এবং উক্ত বেদীর উপরেও মন্দিরটী ৫০ ফিট উচ্চ দেখিতে পাওয়া যায়। 'যে স্থানে মন্দির প্রস্তুত করা হইয়াছে, সেই স্থানটী প্রকাণ্ড

---

(১৫২) বুদ্ধদেবের উপদেশ,—
"ক্ষমাই এ জগতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম।"
"স্বভাবই মনুষ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সম্পত্তি।"
"ক্রোধ ও হিংসাকে পরিত্যাগ কর।"
"কাহাকেও দুর্ব্বাক্য দ্বারা বিদ্ধ করিও না।"
"অবিদ্যাই অন্ধকার স্বরূপ।"
"দীন, দুঃখী ও তৃষ্ণাতুরকে অন্ন, জল ও বস্ত্র প্রদান কর।"
"নদী বক্ষে সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দেও।"
"মনুষ্য, পশু ইত্যাদির জন্য পথ পার্শ্বে জলাশয় খনন কর।"
"যজ্ঞার্থে কিম্বা উদর পরিতোষ জন্য কখনও জীবহত্যা করিও না।"
"পরের দ্রব্য অপহরণ করিও না।"
"পরদার করিও না।"
"মিথ্যা কথা বলিও না।"
"মাদক দ্রব্য সেবন করিও না।" ইত্যাদি।
ইহা ব্যতীত ভিক্ষুদিগের জন্য আরও উপদেশ আছে,—
"স্বর্ণ রৌপ্য গ্রহণ করা উচিত নহে।"
"অলঙ্কার ও সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করা অনুচিত।"
"দুগ্ধফেণনিভ কোমল শয্যায় শয়ন করা অনুচিত।"
"নাট্য, ক্রীড়া ও সঙ্গীতাদিতে যোগ দিবে না।" ইত্যাদি।

প্রকাণ্ড কাষ্ঠ দ্বারা ভিত্তি মূল প্রস্তুত করিয়া তদুপরি প্রস্তর ও ইষ্টক দ্বারা গাঁথিয়া ৩০ ফিট উচ্চ বুনিয়াদ প্রস্তুত করা হয়। এই বুনিয়াদের উপর ৯ ফিট ভিতবিশিষ্ট তেহারা (Three folds form one compact wall) প্রাচীর (অর্থাৎ ভিতর ও বাহিরে ইষ্টক এবং মধ্যে প্রস্তর দ্বারা) প্রস্তুত পূর্ব্বক ৬০ ফিট উচ্চ করিয়া খিলানাকারের গোলছাদ বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর দ্বারা আবৃত করা হইয়াছে।' (১৫৩) তমোলুকের নিকটে পর্ব্বতাদি কিছুই নাই, এমতাবস্থায় বহুদূর হইতে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর আনিয়া ও এতাধিক ঊর্দ্ধে তুলিয়া যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া এমত উচ্চ মন্দির নির্ম্মাণ করা তাৎকালিক শিল্প-নৈপুণ্যের যথেষ্ট পরিচায়ক।

সুবিখ্যাত হণ্টার সাহেবও বলেন যে,—

'Among the objects of note at Tamluk are a temple of great sanctity and of much architectural interest, dedicated to Barga-bhimá" (১৫৪)।

এই মন্দিরের সম্মুখে আর একটী ছোট মন্দির আছে, তাহাকে যজ্ঞমন্দির কহে। ইহা অপেক্ষাকৃত অনেক আধুনিক। "কথিত আছে, একটী পতিপুত্র বিহীনা বৃদ্ধা সূত্র প্রস্তুত ব্যবসা দ্বারা যে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল, তদ্দারাই ইহা প্রস্তুত হয়।" (১৫৫) এই উভয় মন্দির একটী খিলা-

(১৫৩) Vide A Statistical Account of Bengal, vol. III p 65,
(১৫৪) Vide Imperial Gazetteer of India, vol. VI, p. 381.
(১৫৫) তমোলুকের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ, ১৯পৃষ্ঠা দেখ।

নের দ্বারা সংযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাকে জগ-মোহন কহে। ইহা ব্যতীত সম্মুখে বলিদান ও যাত্রাদি হইবার জন্য একটী ছাদবিশিস্ট দালান আছে, তাহাকে নাট্যমন্দির কহে। তাহারপর সম্মুখে দেউড়ি ও তদুপরি নহবৎখানা। মন্দিরের দক্ষিণদিকে পাকশালার গৃহাদি ও উত্তরে কুণ্ড অর্থাৎ পুষ্করিণী আছে ; এবং বেদীর নীচে, সোপানাবলীর উত্তরে, ভূতনাথ ভৈরব ও তাঁহার মন্দির রহিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত এখানে জিষ্ণুহরি, গৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু, জগন্নাথদেব ও রামজী প্রভৃতি দেবতাও আছেন। জিষ্ণু-হরি,—"পরম বৈষ্ণব রাজা ময়ূরধ্বজ সর্ব্বদা নর-নারায়ণরূপী কৃষ্ণার্জ্জুনের সহবাসে থাকিতে ও সর্ব্বদা তাঁহাদের দেখিতে পাইবেন, এই অভিপ্রায়ে একটী মন্দিব নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে উভয়ের মূর্ত্তি স্থাপন করেন ; এই মূর্ত্তিদ্বয় জিষ্ণু-নারায়ণ নামে খ্যাত।" (১৫৬) 'ইঁহার প্রাচীন মন্দির বহুকাল হইল নদের গর্ভসাৎ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে যে মন্দির বর্ত্তমান আছে, তাহা ৪।৫ শত বর্ষ পূর্ব্বে এক গোপা-ঙ্গনা প্রস্তুত করিয়া গিয়াছে।' (১৫৭) ইঁহাদের সেবাদি ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য পূর্ব্বকালের রাজাগণ যথেষ্ট পরিমাণে ভূসম্পত্তি অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। গৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু,—গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর বাসুদেব ঘোষ নামক জনৈক সহচর

(১৫৬) বিশ্বকোষ, ৬৯১পৃষ্ঠা দেখ।
(১৫৭) Vide A Statistical Account of Bengal, vol III, p. 66.

(কীর্ত্তনিয়া) তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। একারণ ১৪৫৫ শকাব্দে (১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে) মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান (১৫৮) হইলে বাসুদেব অত্যন্ত শোকাকুল হন, ও বাৎসল্য স্নেহের বশবর্ত্তী প্রযুক্ত এইস্থানে মহাপ্রভুর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া শোকের সান্ত্বনা করেন। কিছুদিন পরে ত্বদীয় শিষ্য মাধবী দাসকে সেবাদির ভারার্পণ পূর্ব্বক তিনি তীর্থ-পর্য্যটনে গমন কবিয়া জীবনলীলা শেষ করেন। তদনন্তর তমোলুক, সুজামুটা, দোর, ও কাশীজোড়ার রাজা প্রভৃতি বড় বড় জমীদারগণ ইঁহার সেবাদি সুচারুরূপে নির্ব্বাহের জন্য বিস্তর ভূসম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার সম্পত্তির অংশীদার না থাকায় সেবাদি সর্ব্বাপেক্ষা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে। জগন্নাথ দেব,—তমোলুকের ষট্চত্বা-

---

(১৫৮) "শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি ;
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহারী।
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ ;
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হইল অন্তর্দ্ধান।
চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈল গৃহবাস ;
নিরন্তর কৈল তাহে কীর্ত্তন বিলাস।
চব্বিশ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস ;
চব্বিশ বৎসর কৈল নীলাচলে বাস।
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন :
কভু দক্ষিণ, কভু গৌড়, কভু বৃন্দাবন।
অষ্টাদশ বৎসর রহিলা নীলাচলে ;
কৃষ্ণপ্রেম নামামৃতে ভাসাইল সকলে।"

ইতি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আদিখণ্ডে
জন্ম মহোৎসববর্ণনং নাম
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ত্রিংশৎ রাজা শ্রীমন্ত রায় স্থাপন করিয়া সেবাদি নির্ব্বাহের জন্য ভূসম্পত্ত্যাদি দান করেন; এবং ষট্পঞ্চাশৎ রাজা আনন্দ নারায়ণ রায় তাঁহার এক অতি সুদৃশ্য মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। রামজী,—উক্ত রাজা আনন্দ নারায়ণ রায়ের জ্যেষ্ঠামহিষী রাণী হরিপ্রিয়া মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবাদি নির্ব্বাহের জন্য ভূম্যাদি দান করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত শিব, শীতলা প্রভৃতি আরও কয়েকটী দেবদেবী আছেন।
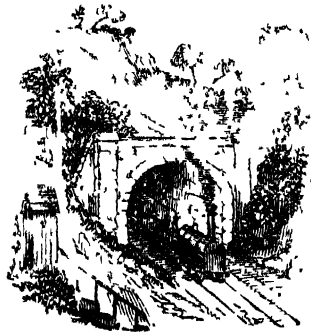
সপ্তম অধ্যায়।

মুসলমান ও ইংরেজ রাজত্ব।

বৌদ্ধ ও চৈনিকদিগের সময়ে তমোলুক সাগরোপকূলে বন্দর থাকিলেও এক্ষণে সমুদ্র ইহার ৬০ মাইল অন্তর; (১৫৯) এবং পৃথিবীর পূরণ প্রণালীতে (Process of land making) পুরাতন নগর ভূগর্ভসাৎ হইয়া গিয়াছে।

হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের উপর জয়লাভ করিবার পরেও তমোলুক একটী বাণিজ্যের প্রধান স্থান ছিল। তৎকালে বাঁকুড়ার মধ্য বা পার্শ্ব দিয়া পাটনা প্রভৃতি স্থানে যাতায়াতের প্রশস্ত রাস্তা ছিল, (১৬০) এবং বাঙ্গালা হইতে উড়িষ্যা যাইতে হইলে তমোলুক হইয়া স্থলপথে যাইতে হইত, এবং উড়িষ্যার যাবতীয় পণ্যদ্রব্য এইস্থান হইতে রপ্তানী হইত।

(১৫৯) Vide A short Geography of Bengal, by W. H. Arden Wood, B A., F.C.S., p. 69

(১৬০) Vide Cunningham's Archæological survey of India, vol. VIII, p. 142.

মুসলমানগণ এতদঞ্চল (১৫৬৭-৬৮ খ্রীঃ অব্দে) অধিকার করিবার পরেও এতদ্দেশ বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র (Pivot) স্থল ছিল। (১৬১) দিল্লীশ্বর আকবর বাদসাহ তাঁহার সুবিখ্যাত দেওয়ান রাজা তোড়রমলের দ্বারা (১৫৮২ খৃঃঅব্দে) সুবা বাঙ্গালার কর ধার্য্য করেন। তদুপলক্ষে ঐ প্রদেশ কয়েকটী সরকারে বিভক্ত হয়। তৎকালিক এইদেশ জলেশ্বর সরকারের অন্তর্গত ছিল। তখন ৫০ জন অশ্বারোহী, এক সহস্র পদাতি সৈন্য ও সুদৃঢ় দুর্গ(সম্ভবতঃ প্রস্তর নির্ম্মিত)ছিল,এবং ২৫৭১৪৩০ দাম (অর্থাৎ ৬৪২৮৫৸০ টাকা) রাজস্ব আদায় হইত। (১৬২)১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে(১৭১৮ খৃঃ ?) মুরশিদকুলী খাঁ মেদিনীপুর জেলাকে উড়িষ্যা হইতে বাঙ্গালার সামিল করিয়া জলেশ্বর সরকারকে চারিভাগে বিভক্ত করেন ; যথা জলেশ্বর, মালঝিটা, মুজকড়ী ও গোয়ালপাড়া। তমোলুক এই গোয়ালপাড়ার অন্তর্গত। ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে তমোলুক হুগলীর অন্তর্গত ছিল বলিয়া মিঃ বেলী সাহেবের স্মারকলিপিতে (Memorandum) দৃষ্ট হয়। (১৬৩)

ইংরেজ রাজত্ব(১৭৭০ খ্রীঃ)হইবার পরেও বাঙ্গালা হইতে উড়িষ্যা যাইতে হইলে তমোলুক হইয়া যাইতে হইত। সাঁওতাল যুদ্ধ ও উড়িষ্যা জয়ের সময়ে কোম্পানি বাহাদুরের সৈন্য সাম-

(১৬১) Vide H. Blockmann's Ain-i-Akbari, vol. I, p. 267.

১৬২) "Tanbulak, (Tamluk) cav. 50, Inf. 1000 has a strong fort, Khanduit, Rev. 2571430 dams."

See Col. H. S. Jarrett's Ain-i-Akbari, vol. II, p. 142.

(১৬৩) Vide Hunter's Orissa, vol. I, p. 314.

স্তাদি অর্ণবযানারোহণে এইখানে পৌঁছিয়া এই স্থানের লালদীঘি নামক পুষ্করিণীর নিকটে সময়ে সময়ে ২।১ দিন থাকিয়া পরে স্থলপথে মেদিনাপুর দিয়া গমন করিত। একবার সৈন্যদলের অবস্থিতি কালীন ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর বাঙ্গালার ভলণ্টিয়ার প্রথম সৈন্যদলের লেপ্‌টেনাণ্ট—আলেক্‌জাণ্ডার ওহাবার (Alexander Ohara) মৃত্যু হওয়ায় পূর্ব্বোল্লিখিত খাটপুষ্করিণীর পূর্ব্বদিকে তাহাকে গোর দেওয়া হইয়াছিল, তাহা এখনও বর্ত্তমান আছে। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে কেন্দ্রাপাড়ার খাল হইয়া উড়িষ্যার রপ্তানী বন্দ হওয়ায় এখানকার বাণিজ্য ক্রমেই হ্রাস হইতেছিল, তাহারপর ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুরের খাল ও বাঁকার খালের মুখবন্ধ করিয়া গেঁওখালি দিয়া হিজলী খাল হওয়ায় এখানকার বাণিজ্য একবারেত অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

এতদ্দেশে মুসলমানদের সময় হইতে লবণ উৎপাদন হইত। তৎপরে ইংরেজ রাজত্ব হইলে কোম্পানি বাহাদুর '১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ আর্কডেকিনের (Mr. Archdekin) অধীনে লবণোৎপাদনের কার্য্য আরম্ভ করেন। সল্ট এজেণ্টের নিমক মহল ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যে কর্ত্তৃত্ব ছিল না।' (১৬৪) সেই সময় এস্থলে একটী নিমকের প্রধান অফিস (Head Quarter) সংস্থাপিত হয়। এখানকার কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য ক্রমান্বয়ে গুণশালী উচ্চপদস্থ বৃটীস কর্ম্মচারী ও

(১৬৪) Vide J. C. Price's History of Midnapore, vol. I, p. 33

বহুসংখ্যক দেশীয় শিক্ষিত কর্ম্মচারীর সমাগম হইতে লাগিল। এমন কি কলিকাতার বিখ্যাত ঠাকুর বংশীয় মৃত লালমোহন, রাধানাথ, গোপীমোহন ও দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতিও এখানকার লবণ ব্যবসায়ের সেরেস্তাদারী কার্য্যদ্বারা বিশেষ ধনলাভ করিয়া গিয়াছেন। এইরূপে লবণ এদেশের একটী প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য হইয়াছিল। বর্ষে বর্ষে বিশলক্ষ মোনাধিক লবণ প্রস্তুত হইত। এই বাণিজ্যে বিস্তর টাকা খাটিত; তজ্জন্য বহুলোক তদ্দারা প্রতিপালিত হইত। এতদঞ্চলবাসী কৃষক ও শ্রামিকশ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ এবং ব্যবসায়িগণ ইহাদ্বারা বিস্তর উপকৃত হইত; কিন্তু নিবারপুল লবণের প্রসাদে ইহাদিগের কষ্টের বৃদ্ধি বই ন্যূনতা নাই। অধিক কি কোন গরিব লোক খাবার জন্য কিঞ্চিৎ লবণ প্রস্তুত করিলেও দণ্ডিত হইয়া থাকে। জমীদারীর প্রান্তস্থিত অনেক জমী (জালপাই) এই ব্যবসায়ের নিমিত্ত অনাকৃষ্ট অবস্থায় ছিল, লবণ ব্যবসায় উঠিয়া গেলে তাহা গবর্ণমেণ্ট পরিত্যাগ করায় কৃষ্ট হইয়া আবাদ হইয়াছে। এখানকার লবণ আফিস, শেষ সল্ট এজেণ্ট মিঃ কর্‌লিফের সময় ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে উঠিয়া গিয়াছে; এবং গোলাতে যে লবণ মজুৎ ছিল, তাহা ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এককালীন শেষ হইয়াছে।

রেশম ও ধান্য এদেশের প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। শাক সবজী ও ফলমূলাদি প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে, এবং পূর্ব্বে নীলও জন্মিত। এক্ষণে নীলের ব্যবসা একবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। রেশম চিরকালই বহির্বাণিজ্যার্থে বিদেশে

রপ্তানী হইয়া থাকে। (১৬৫) ধান্যাদি নিজ তমোলুক হইতে অধিক পরিমাণে রপ্তানী হয় না বটে, কিন্তু দোসিদ্ধ চাউল সমস্তই এবং পাট, খড়, গুড়ুম-আলু, পান, ঘৃত ও দধি ইত্যাদি রপ্তানী হইয়া থাকে। বিদেশ হইতে প্রধানতঃ কাপড়, সূতা, তামাক, সর্ষা, দাল, ময়দা, গোল-আলু, লবণ, মসলা এবং মনোহারী দ্রব্যাদি আমদানী হইয়া থাকে। লবণোৎপাদনের ব্যবসা উঠিয়া যাইবার পর সাধারণের লক্ষ্য রেশমের দিকে পতিত হওয়ায় রেশম ব্যবসার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। এমন কি, এতদ্দেশে এরূপ গ্রাম ছিল না, যাহাতে রেশম ব্যবসা সম্বন্ধীয় লোক দৃষ্ট না হইত; কিন্তু এক্ষণে সে ব্যবসাও হ্রাস হইয়া গিয়াছে। এখানকার অনেকগুলি মহাজন রেশম ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া কারবার ছাড়িয়া দিয়াছেন, এবং কেহ কেহ বা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া এস্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। অধিক কি, মেসার্স রবার্ট, ওয়াটসন্ কোম্পানির মত ধনী মহাজনও রেশম ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া এ অঞ্চলের ব্যবসা একবারে বন্ধ করিয়াছেন। মধ্যে বেঙ্গল সিল্ক কোম্পানি অতি সামান্য ভাবে কারবার আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাও এক্ষণে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। উপর্য্যুক্ত কারণ সকলে এ অঞ্চলের বাসিন্দা লোকের অবস্থা ক্রমেই হীন হইতে হীনতর হইয়া পড়িতেছে।

(১৬৫) "Indigo, mulberry and silk, the costly products of Bengal and Orissa, from the traditional articles of export from ancient Tamluk." See Hunter's Orissa, vol. I, p. 313

যে তমোলুক এক সময়ে বাণিজ্যোন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে, যে তমোলুকে বহুদূর হইতে বণিকগণ বাণিজ্যার্থে আগমন করিতেন, যে তমোলুকে দুর্লভ ও মূল্যবান পণ্যদ্রব্য সর্ব্বদা পাওয়া যাইত, যে তমোলুকের অর্ণবপোত সকল চীন ও সিংহল প্রভৃতি ভারত মহাসাগরের প্লবমান দ্বীপপুঞ্জে সর্ব্বদা যাতায়াত করিত, যে তমোলুকের অধিবাসিগণ সাধারণতঃ ধনী ছিলেন; আজ সেই তমোলুকের অবস্থা দেখিলে কাহার না হৃদয় ব্যথিত হয়? এমন কি এখানে উপবিভাগ (Sub-division) স্থাপিত না থাকিলে ইহার নাম পর্য্যন্ত অনেকে জানিতেন কি না সন্দেহ!!!

এখানে পুলিস, পোষ্টাফিস, মুন্সেফী ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের আফিস প্রভৃতি কয়েকটী গবর্ণমেণ্ট কার্য্যালয় আছে। পুলিস ও পোষ্টাফিস ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের প্রথম হইতেই প্রায় স্থাপিত হইয়াছে। মুন্সেফী আদালত পূর্ব্বে মছলন্দপুরে ছিল, তথা হইতে ১৮৩২ খ্রীঃ অব্দে তমোলুকের নিকাশী গ্রামে উঠিয়া যায়; পরে ১৮৪৫ খ্রীঃ অব্দে নিকাশী গ্রাম হইতে নগরে আসিয়াছে। নিকাশীর শেষ মুন্সেফ মুন্সী ওয়ারিশ আলিই নগরের প্রথম মুন্সেফ হন। তিনি প্রায় তিন বৎসর এখানে কর্ম্ম করিয়া পেন্সন লইলে প্রতাপপুরের মুন্সেফ মিঃ বেল সাহেব ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে প্রতাপপুরের মুন্সেফী আদালত এবলিস করিয়া এখানে আসিয়া মুন্সেফ হন। এক্ষণে চারিজন মুন্সেফ কার্য্য করিতেছেন। ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দে এখানে প্রথম মাজিষ্ট্রেসী স্থাপিত হইয়া মিঃ

এ্যালেন সাহেব প্রথম ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হন। তাহার পর ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দে সব্ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দে স্বাধীন বেঞ্চ(Independent Bench)ও ১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দে রুরাল সব্ রেজিষ্ট্রারের সৃষ্টি হইয়াছে।

পূর্ব্বে এখানে একটী সংস্কৃত চতুষ্পাঠী ছিল। তাহাতে ভূরি পরিমাণে নানাবিধ সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনা হইত। অনেক ব্যক্তিই তাহা হইতে উপকৃত হইয়াছেন। ইহার স্থাপয়িতা মৃত পণ্ডিত গুরুপ্রসাদ বিদ্যারত্ন; ইনি বিবিধ শাস্ত্রে বিশারদ ছিলেন। অধুনা চতুষ্পাঠী নানাকারণে অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছে। সল্ট এজেণ্ট মহাত্মা রবার্ট, চার্লস, হ্যামিল্টন সাহেব মহোদয় ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দের মে মাসে এখানে ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সেই অবধি এদেশে সাধারণের বিদ্যাচর্চ্চা আরম্ভ হয়। এক্ষণে উহা উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয়রূপে পরিগণিত হইয়াছে। ১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দের ভয়ানক ঝটিকা ও জলপ্লাবনে এদেশের যারপর নাই ক্ষতি করিয়াছিল, এবং অনেককেই সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছিল; তাহাতে উক্ত বিদ্যালয়টীও বিনষ্ট প্রায় হইয়াছিল। পরে সহৃদয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু যাদবচন্দ্র ঘোষ (সিনিয়র স্কলার) মহোদয়ের অসীম যত্নে তাহার ইষ্টক নির্ম্মিত বাটী হওয়ায় স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে। (১৬৬) এতদ্ব্যতীত উক্ত সাহেব মহোদয় ১৮৫৬ খ্রীঃ

(১৬৬) এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, সার্জ্জন-মেজর ধর্ম্মদাস বসু এম ডি. সিভিল সার্জ্জন মহোদয়ের পিতা স্বর্গীয় পঞ্চানন বসু মহাশয়

অব্দের জুলাই মাসে বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সাধারণের আরও কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। তদনন্তর ১৮৭০ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল মহোদয় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া দেশের স্ত্রীশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছেন।

১৮৯৬ খ্রীঃ অব্দের আগস্ট মাসে মিসনরীগণ আর একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন।

উক্ত মহাত্মা হামিণ্টন সাহেব মহোদয় কেবল বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই; সাধারণের পীড়া উপশমনার্থে ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দে দাতব্য-চিকিৎসালয় ও হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। তজ্জন্য এদেশবাসীগণ তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতাসূত্রে আবদ্ধ। প্রথমতঃ হাঁসপাতাল ও ডিস্পেন্সারী, যেখানে এখন পোষ্টাফিস আছে, তথায় করেন। তাহার পর ১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দে উপস্থিত পাকা বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া ডিস্পেন্সারী হয়। তদনন্তর ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে হাঁসপাতাল পূর্ব্বস্থান হইতে উঠিয়া বর্ত্তমান স্থানে আসিয়াছে। তৎকালে ডাক্তার ভোলানাথ বসু

কর্ম্মোপলক্ষে এখানে অবস্থিতি কালীন উক্ত সিভিল সার্জ্জন মহাশয়ের প্রথম বিদ্যারম্ভ (হাতে খড়ি) হয়। তজ্জন্য উক্ত সিভিল সার্জ্জন মহাশয় তাহার স্বর্গীয় পিতার নাম স্মরণার্থ উক্ত ইংরেজী বিদ্যালয়ে মাসিক ৮৲ টাকার হিসাবে "পঞ্চানন স্কলারসিপ্" নামে একটী বৃত্তি দান করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এই বৃত্তি এণ্ট্রান্স পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র (যিনি গবর্ণমেণ্ট বৃত্তি প্রাপ্ত হন না, তিনি) পাইয়া থাকেন। আশা করি, অন্যান্য যাঁহারা বাল্যকালে উক্ত বিদ্যালয়ে পড়িয়া এক্ষণে সব্ জজ ও উকীল আদি হইয়াছেন, তাঁহারা ইহাঁর আদর্শে কার্য্য করিয়া কীর্ত্তি ও সুখ্যাতি লাভ করিবেন।

এম্ ডি, প্রভৃতি সিভিল সাজ্জন ও ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্ত প্রভৃতি আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন নিযুক্ত থাকিয়া চিকিৎসা করিতেন। এজেন্সী অফিস (১৮৬২ খ্রীঃ) উঠিয়া গেলে একএক জন সিভিল-হস্‌পিটাল আসিষ্টাণ্ট দ্বারা উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। কিন্তু তাহাতে শব-পরীক্ষার অসুবিধা হও-য়ায় পুনর্ব্বার দয়ালু গবর্ণমেণ্ট (১৮৮৪ খ্রীঃ অব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর হইতে) এক এক জন আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন নিযুক্ত করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। উক্ত হাঁসপাতালের পাকাবাটী নির্ম্মাণ জন্য মহিষাদলাধিপতির সুযোগ্য দেওয়ান দানশীল মৃত নীলমণি মণ্ডল এককালীন ২৬০০ টাকা প্রদান করায় জেলার মাজিষ্ট্রেট মিঃ ডব্লিউ, আর, ব্রাইট আই,সি,এস সাহেব মহোদয়ের দ্বারা ১৮৯৭ খৃঃ অব্দের ১৫ই এপ্রিল তাহার ভিত্তি স্থাপন হইয়া ডাক্তার অভয়াকুমার সেন এল, এম, এস মহাশয়ের বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমে পাকা বাটী প্রস্তুত হইয়াছে। বাবু উপেন্দ্রনাথ মাইতি এককালীন ৫০০্ টাকা দান করিয়া স্ত্রীলোক রোগীর জন্য তাহার একটী কক্ষ বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই হইতে সভাধিবেশন হইয়া ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ হইতে, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু শ্যামা-চরণ চট্টোপাধ্যায়ের সময়ে, তমোলুকে মিউনিসিপ্যালিটী স্থাপিত হইয়াছে। ইহার পরিমাণ ফল ২১৬০ বর্গ একার বা তিন বর্গ মাইল; এবং অধিবাসীর সংখ্যা (১৯০১ খ্রীঃ অব্দের ১লা মার্চ্চের গণনামতে) ৭৮৭২ জন,—ইহার মধ্যে

৪৩০৮ জন পুরুষ ও ৩৫৬৪ জন স্ত্রীলোক। ইহার বার্ষিক আয় (১৯০০-০১ খৃঃ) ৮১৭২৷৵৩ টাকা। মহাত্মা লর্ড রিপণের অনুগ্রহে তমোলুক মিউনিসিপ্যালিটীর করদাতাগণও নির্ব্বাচনাধিকার প্রাপ্ত হইয়া ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে নবেম্বর প্রথম নির্ব্বাচন করেন। এই মিউনিসিপ্যালিটিতে ১২ জন কমিসনর আছেন, তন্মধ্যে ৮ জন করদাতাগণের দ্বারা নির্ব্বাচিত ও ৪ জন গবর্ণমেণ্ট দ্বারা নিযুক্ত হইয়া থাকেন; এবং বেসরকারী (non-official) চিয়ারম্যানের দ্বারা ক্রমোন্নতির সহিত সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক রিজলিউসনেও প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কেবল পথকর ও ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পথকর ও পূর্ত্তকার্য্যের কর আদায়ের বিধি হইলেও ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যাল এম্ এ, (প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ষ্টুডেণ্ট) মহোদয়ের সময়ে এখানে প্রথম রোড্‌কমিটী আরম্ভ হয়; এবং ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়া লোকাল-বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে ১৮ জন মেম্বর আছেন, তন্মধ্যে ১২ জন নির্ব্বাচিত ও ৬ জন গবর্ণমেণ্ট দ্বারা নিযুক্ত হইয়া থাকেন; এবং ইহারও বেসরকারী চিয়ারম্যান দ্বারা সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু মহানন্দ গুপ্ত বি, এ মহাশয়ের বিশেষ যত্ন ও উদ্যোগে একটী সাধারণ

পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়া বিদ্যালয়স্থ পুস্তকালয়ের সংযোগে বর্ত্তমান আছে। ইহা দ্বারা সাধারণে উপকৃত হইতেছেন বটে, কিন্তু ইহার আরও উন্নতি প্রার্থনীয়।

পূর্ব্বে এখানে টেলিগ্রাফ ছিল। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের প্রবল ঝটিকায় নষ্ট হইয়া যাওয়ায় উঠিয়া যায়। পুনর্ব্বার ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে টেলিগ্রাফ বসিয়া পোষ্টাফিসের সংযোগে বর্ত্তমান আছে।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ডায়মণ্ডহারবারের রেলওয়ে লাইনের সহিত তমোলুকের ষ্টীমার সারভিস যোগ হইয়া রেলওয়ে ষ্টেষণ হইয়াছিল। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের ব্যয় বাহুল্যে ক্ষতি-গ্রস্থ হওয়ায় ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল তাহা উঠাইয়া দিয়াছেন। হোরমিলার কোম্পানির ঘাটাল লাইনের একটী ষ্টেষণ আছে। এখান হইতে কলিকাতা যাইবার তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া।৶০ আনা এবং উক্ত কোম্পানির ষ্টীমারে মেদিনীপুর যাইবার ভাড়াও।৶০ আনা।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরীর পঞ্চাশৎবর্ষ রাজত্ব পূর্ণ হওয়ায় জুবিলী উপলক্ষে এখানে ধূমধামের সহিত নৃত্যগীত, বাজি পোড়ান, আলোক দান, দরিদ্রদিগকে অর্থ ও বস্ত্র বিতরণ এবং অভিনন্দন পত্র (Address) প্রদান হইয়াছিল।

এখান হইতে বাঙ্গালা ১২৭৮ সালে 'বিজ্ঞানশিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ,' 'রাজবালা নাটক'; ১২৮০ সালে 'তমোলুকের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ'; ১২৯৫ সালে 'কালিকামঙ্গল

ও নব্যবিলাস,' এবং 'অনাথ বালক' পুস্তক প্রকাশিত হয়। ১২৮০ সালে 'তমোলুক-পত্রিকা' নাম্নী একখানি মাসিক সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ হইত; গ্রাহকগণের অসদ্ব্যবহারে তাহা ১৯ মাস চলিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

পূর্বে পূর্বে এখানে অনেকবার ভূমিকম্প হইয়া থাকিলেও ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জুন তারিখের মত ভয়ানক ভূমিকম্প এখানে আর কখন হইয়াছিল কি না, কেহ বলিতে পারেন না। উক্ত ১২ই জুন অপরাহ্ণ ৪টা ৫৫ মিনিটের সময় একটা কামানের আওয়াজের ন্যায় শব্দ হইয়া ভূমিকম্প আরম্ভ হয়, এবং ৫টা পর্য্যন্ত অর্থাৎ পাঁচ মিনিট কাল ব্যাপী কম্পন হইয়া অনেকের অল্প বিস্তর ক্ষতি করিয়াছে। তবে উত্তরবঙ্গ ও আসাম অঞ্চলের তুলনায় এখানকার কম্পন সামান্যই হইয়াছিল, বলিতে হইবে।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুন শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরীর ষষ্টীবর্ষ রাজত্ব পূর্ণ হওয়ায় হীরক জুবিলী উপলক্ষে তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র (Address) প্রদান ও বিস্তর দরিদ্রভোজন হইয়াছিল।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ যে কেবল শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরীর হীরক-জুবিলীর জন্য সাধারণের মনে জাগরূক থাকিবে, তাহা নহে;—উক্ত ভয়ানক ভূমিকম্প, ভারতব্যাপী দুর্ভিক্ষ, মহামারী (plague), সীমান্তে নানাজাতির সহিত যুদ্ধ, ভয়ানক বন্যা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রবল ঝটিকা (Cyclone), এবং

তদুপরি পুনা নগরীর বিচার বিভ্রাট ভারত ইতিহাসে অক্ষয় কীর্ত্তি স্বরূপ দেদীপ্যমান থাকিবে।

এখানে বাঙ্গালা ১৩০২ সালের বৈশাখ মাস হইতে 'হরিনাম-প্রচারিণী সভা' ও ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস হইতে 'তাম্রলিপ্তী থিওজফীক্যাল সোসাইটী' স্থাপিত হইয়াছে।

বিংশ শতাব্দীর আরম্ভে (১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে) 'রাধাশ্যাম' নামে একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে।

এতদ্দেশে দাক্ষিণাত্য-বৈদিক অর্থাৎ উৎকলশ্রেণী (১৬৭) ব্রাহ্মণ ও কৃষিকারকৈবর্ত্তদিগের বাসই অধিক। সাম-

(১৬৭) "বৈদিকেরা কহেন, কান্যকুব্জদিগের আগমনের পূর্ব্বে যে প্রকার এদেশীয় ব্রাহ্মণগণমধ্যে অর্থাৎ সাতশতীগণ মধ্যে বিদ্যাব্রাহ্মণ্যের লোপ হইয়াছিল, কালক্রমে কান্যকুব্জ সন্তানগণ মধ্যেও সেই প্রকার বেদাদির চর্চ্চার হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল। তখন ইহাঁদিগের অন্য উপদেষ্টার আবশ্যক হয়। তৎকালে দ্রাবিড়াদি দেশে বেদের বহুল আলোচনা ছিল। কান্যকুব্জেরা দ্রাবিড় দেশ হইতে আগত বেদপারগ ব্রাহ্মণগণের নিকট বেদের যথার্থ উপদেশ পাইয়া তাঁহাদিগকে স্বকীয় আবাসের নিকটেই বাস করাইলেন। তদবধি ইহাঁরা বৈদিক নামে খ্যাত হইলেন। * * * ইহাঁরা এদেশের খাদ্য-সুখ, বাস-সুখ ও অনুগঙ্গ প্রদেশকে পুণ্যভূমি মনে করিয়া দক্ষিণ হইতে এদেশে আগমন করেন। প্রথমে উড়িষ্যায় ও তৎপরে বঙ্গে আসিয়া বাস করেন। বৈদিক কার্য্যে ইহাঁদের বিলক্ষণ পারদর্শিতা ছিল এবং এখানে আসিয়া বেদের অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। * * * ক্রমে তাঁহারা বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া বঙ্গে আবাস গ্রহণ করেন। মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশ স্থলে দাক্ষিণাত্য বৈদিক দেখা যায়। ইহাঁদের আচার ব্যবহার যদিও সর্ব্বত্র তাদৃশ পরিশুদ্ধ নাই, তথাপি অধিকাংশই ব্রাহ্মণ্যবর্জ্জিত নহেন। দাক্ষিণাত্য-দিগের মধ্যে অনেকের দশাশ্বমেধী, বাজপেয়ী, অগ্নিহোত্রী ও ত্রিপাঠী প্রভৃতি উপাধি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই দাক্ষিণাত্যের পরিবর্ত্তে উৎকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন।"

সম্বন্ধ নির্ণয়, (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৩৩—৩৬ পৃষ্ঠা দেখ।

বেদীয়দিগের মধ্যে মধ্যশ্রেণী (১৬৮) ব্রাহ্মণও অনেক আছেন।

(১৬৮) "মেদিনীপুর, বাঁকড়া ও তৎপ্রদেশের নিকটবর্ত্তী পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলে এই শ্রেণীর কতকগুলি লোক আছেন। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে পরিচয় পাওয়া যায় যে, তাঁহারা মধ্যশ্রেণী। অর্থাৎ রাঢ়ী, বারেন্দ্র, উৎকল ও সাতশতী প্রভৃতি বিপ্রগণ সঙ্গে দাক্ষিণাত্য বৈদিক ও পশ্চিমাদিগের এক সময়ে পরস্পর আদান প্রদান হয়, তৎকালে যে সকল ব্রাহ্মণ, এই প্রকার শ্রেণীবন্ধন অতিক্রম করিয়া, পরস্পর বিবাহ সূত্রে সম্বদ্ধ হইলেন তাঁহাদিগকে তৎপ্রদেশস্থ শুদ্ধ বংশের লোকেরা মধ্যশ্রেণী উপাধি দিলেন। তদবধি তাঁহারা সমাজ মধ্যে মধ্যশ্রেণী বলিয়া পরিচিত। এক্ষণে ক্রমশঃ ঐ দলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাঁদিগের মধ্যে সামবেদ অধিক প্রচলিত।—"

সম্বন্ধ নির্ণয় (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৪ পৃষ্ঠা ও
বান্ধব, প্রথম খণ্ড, ১০৫ পৃষ্ঠা দেখ।

"ইহাঁরা কহেন, মহারাষ্ট্রীয় ও মুসলমানদিগের মধ্যে যৎকালে সংগ্রাম হয়, তৎকালে ঐ প্রদেশে যে সমস্ত ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেছিলেন, তাঁহারা প্রাণের আশঙ্কায় স্বদেশে যাইতে সমর্থ হন নাই, এবং বিদেশীয়েরাও এ প্রদেশে আসিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ মহারাষ্ট্রীয়দিগের এক প্রকার ইচ্ছা ছিল যে, শ্রেণী বন্ধন শৃঙ্খল পরিভ্রষ্ট হয়, এবং সর্ব্বত্র বৈদিক অনুষ্ঠান প্রচলিত থাকে, এবং সকলেই বৈদিক ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয়। তৎকালে যাঁহারা শ্রেণীবন্ধন অতিক্রম করিয়াছিলেন, তাঁহারা অত্যন্ত বিদ্বান, তেজস্বী ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট পরম মান্য হইয়াছিলেন। কালক্রমে এদেশে মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রবল-প্রতাপ-তপন অস্তমিত হইল, সর্ব্বদ্বাবি বিবাহরূপ তদীয় কীর্ত্তি-কোকনদ ম্লান হইতে লাগিল। মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রতাপ এদেশে বিকীর্ণ থাকিলে মধ্য শ্রেণীরই শোভা অধিক হইত, তখন সকলেই কহিত আমরা বৈদিক। ইহাঁরাই কি এখনকার মত মধ্যশ্রেণী বলিয়া পরিচয় দিতে যাইতেন? কদাচ সম্ভব বোধ হয় না।"

সম্বন্ধ নির্ণয় (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৫ ও ৫৬ পৃষ্ঠা ও
আর্য্যদর্শন, তৃতীয় খণ্ড, ৪৩১ পৃষ্ঠা দেখ।

এ সম্বন্ধে স্বয়ং মধ্যশ্রেণী একজন লিখিয়াছেন,—"কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ-গণের সংখ্যা বৃদ্ধি দেখিয়া বল্লাল সেন যৎকালে তাঁহাদের শ্রেণী বিভাগ ও

রাঢ়ীব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ও নবশাক অর্থাৎ সৎশূদ্রের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক কম। নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান অনেক আছে।

চৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মই এ অঞ্চলে অধিক লোক গ্রহণ করিয়া থাকে, সাকল্যে চৈতন্য ভক্তই অধিক। শক্তি উপাসক প্রভৃতিও অনেকগুলি আছেন।

কুলমর্য্যাদা বন্ধন কালে [illegible], সেই সময়ে সেই ব্রাহ্মণগণের কতিপয় মহাত্মা প্রাচীন আর্য্য প্রণালীকে স্রোতজলে বিসর্জ্জন প্রদান করিয়া বৈদ্য কুলোদ্ভব নরপতির নিয়ম বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া অযৌক্তিক ও অসম্ভব কার্য্য বিবেচনা করায় নরপতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা ও হীনপদ মধ্যে পরিগণিত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ [illegible] এই দেশ পরিত্যাগ করিয়া বল্লালের [illegible] স্থানপদে আসিয়া বাস করেন, [illegible] সকল দেশের নামানুসারে [illegible] মধ্যশ্রেণী বলিয়া পরিচিত [illegible] প্রণালী [illegible] ইঁহাদের [illegible] যায়।

[illegible] প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ, [illegible] পৃষ্ঠা দেখ।

অন্যত্র দেখা যায় যে একদা কতকগুলি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কোন কারণ বশত এদেশে আসিয়া বাস করেন। কালে [illegible] তাঁহারা উৎকল ও সপ্তশতি ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হইয়া 'মধ্যশ্রেণী' নামে অভিহিত হইয়াছেন। ফলত ইঁহাদিগের মধ্যেও ঐ উভয় শ্রেণীর গোত্রজ ব্রাহ্মণ পরিদৃষ্ট হয়।'

মেদিনীপুর ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ১১ পৃষ্ঠা দেখ

ইহাই অধিক সমীচিন বলিয়া বোধ হয়। কারণ এক্ষণে মধ্যশ্রেণীদের মধ্যে নয়টী গোত্র প্রচলিত দেখা যায়। যথা, ভরদ্বাজ, সাবর্ণ্য, শাণ্ডিল্য কাশ্যপ, বাৎস্য, ঘৃতকৌশিক, গৌতম, পরাশর ও কৃষ্ণাত্রেয়। ইহার শেষ চারিটী গোত্র যে বৈদিক শ্রেণীর গোত্র, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। বিশেষতঃ ঐ চারিটা গোত্রের কোন গাঁই দৃষ্ট হয় না। প্রথম পাঁচটী গোত্রের গাঁই ও কাহার সন্তান ইত্যাদি, রাঢ়ী শ্রেণীর মত সকলই রহিয়াছে, এবং সমাজে ইঁহাদেরই মান্য ও প্রতিপত্তি সমধিক দেখা যায়। সুতরাং যে কোন কারণে কতকগুলি রাঢ়ী ব্রাহ্মণ এতদ্দেশে বাস করিয়া কালে দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণীদের সহিত মিলিত হইয়াছেন, বঙ্গ ও উৎকল দেশের মধ্যস্থলে

জল বায়ু পূর্ব্বে এখানে মন্দ ছিল, এখন অনেক উত্তম হইয়াছে। বোধ হয় লবণ ব্যবসায় দ্বারা বায়ু ও জল বিদূষিত হইত। সেই ব্যবসায় তিরোহিত হওয়ায় জল বায়ুর হীনাবস্থা অবস্থান্তরিত হইয়াছে। সাধারণতঃ এক্ষণকার স্বাস্থ্য সন্তোষজনক।

উৎকল পঞ্জিকানুসারে ইঁহারা মাস ও বৎসর গণনা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ সংক্রান্তিকে পর মাসের ১লা বলিয়া গণনা করেন; এবং ভাদ্র মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বাদশীতে বৎসর আরম্ভ হয়। কিন্তু ব্যবসা সম্বন্ধীয় খাতা পত্র বাঙ্গালা পঞ্জিকা মতে চলিয়া থাকে।

যে অপ্রতিহত প্রাকৃতিক নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া জগদ্বিখ্যাত বাবিলন, ট্রয় প্রভৃতি উন্নতিশালী নগর সকল এক্ষণে নাম মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে, যে সর্ব্বগ্রাসী কালের বশবর্ত্তী হইয়া বিখ্যাত গৌড় প্রভৃতির গৌরব-সূর্য্য অস্তাচলে চিরনিমগ্ন হইয়াছে, সেই অলঙ্ঘনীয় নৈসর্গিক নিয়মের কঠোর হস্ত হইতে তাম্রলিপ্ত বা তমোলুকও পরিত্রাণ লাভে

(মেদিনীপুর জেলা) বাস করা হেতু "মধ্যশ্রেণী" নামে অভিহিত হইয়াছেন বলিয়াই বোধ হয়। কেননা মেদিনীপুর জেলা ভিন্ন অপর কোথাও মধ্যশ্রেণীর বাস দেখা যায় না। যদিও এক্ষণে কলিকাতা, বেদ্যবাটী প্রভৃতি স্থানে কয়েক ঘর বাস করিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদেরও আদি বাসস্থান মেদিনীপুর জেলা। এখনও তাঁহাদের জ্ঞাতিবর্গ মেদিনীপুর জেলাতে বাস করিতেছেন। পশ্চিমাদিগের সহিত মিলিত হইবার কোন প্রমাণ দৃষ্টিগোচর হয় না। তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলে তাঁহাদের গোত্র ও ব্যবহারাদি অবশ্যই কিছু না কিছু দৃষ্ট হইত। এমতাবস্থায় রাঢী ও দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণীর সংমিশ্রণে যে মধ্যশ্রেণী হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ দেখা যায় না। তবে ইহাঁদের আচার ব্যবহারে অনেক পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

সমর্থ হয় নাই। ইহাকে প্রতাপান্বিত স্বাধীন নরপতিগণের করভ্রষ্ট হইয়া বিদেশীয় রাজগণের করতলস্থ হইতে হইয়াছে, এবং সমুদ্র পূরিয়া গিয়া বন্দর লোপ ও চতুর্দ্দিকে কেনাল, রেল আদি সুগম পথ হওয়ায় ধনশালা বণিকবৃন্দের সংখ্যা হ্রাস হইয়া বাণিজ্যাদির বিলোপ ও তদানুসঙ্গিক অর্থাগমের খর্ব্বতা হইয়াছে; সুতরাং ক্রমে ক্রমে দরিদ্রতাও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিস্তার করিয়া সর্ব্বত্র আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। রূপনারায়ণ নদের নানা প্রকার পরিবর্ত্তনে ক্রমে ক্রমে দেশের সমুদায় শোভা ও অট্টালিকাদি বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে; অধিক কি ইহার প্রধান রথ্যাটিরও কতকাংশ কুক্ষিগত করিয়াছে। এস্থলে ইহা বলাও অপ্রাসঙ্গিক নহে যে, এই রাস্তাটী জেলা-বোর্ড দ্বারা সংরক্ষণার্থ অত্রস্থ মিউনিসিপ্যালিটীর ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য চিয়ারম্যান বাবু রাজেন্দ্রলাল গুপ্ত মহাশয় যারপর নাই চেষ্টা করিযাছিলেন, কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহার চেষ্টায় কোন ফল হয় নাই!! ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে মহামান্য বঙ্গেশ্বর স্যার চার্লস এ্যালফ্রেড ইলিয়ট সাহেব বাহাদুর সস্ত্রীক এখানে পদার্পণ করিলে তাঁহাকে যে অভিনন্দন পত্র (Address) দেওয়া হয়, তাহাতেও উক্ত রাস্তাটী রক্ষার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছিল। তদুত্তরে তিনিও বলেন যে, "---Regarding the condition of the Strand-road and its protection from encroachment by the river, His Honor said the residents would now have an opportunity of showing

him the place, and he had with him Colonel Mc Arthur, the Superintending Engineer, who was well acquainted with the country, and whose advice would guide the Government as to what should be done." (১৬৯) তদনন্তর সস্ত্রীক ছোট লাট বাহাদুর—সুপারিণ্টেণ্ডীং ইঞ্জিনিয়ার (Colonel Mc Arthur, R. E.), শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর (Sir Alfred Croft), প্রাইভেট সেক্রেটারী (Captain Currie) ও জেলার মাজিষ্ট্রেট (Mr. D. B. Allen) সাহেবগণসহ তিনবার ভগ্ন রাস্তা দিয়া যাতায়াত করিয়া সুচারুরূপে পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাহারও কোন ফল হয় নাই !!!

প্রাচীন কীর্ত্তি সকলই স্থান বিষয়ের পূর্ব্ব প্রসিদ্ধির যতদূর অনুকূল প্রমাণ, এমন আর কিছুই নহে। তবে অনন্তকাল মধ্যে নানাবিধ নৈসর্গিক ঘটনা দ্বারা কীর্ত্তি প্রভৃতি বিলুপ্ত হইয়া থাকে। তাহাতেই কবি বলিয়াছেন—

"তেঽপি কালে নিলীয়ন্তে কালোহি বলবত্তর।"

উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে, এইক্ষণ বিদেশীয় ইতিহাস সকলের বিশেষ আলোচনা অপেক্ষা আমাদিগের স্বদেশীয় এবং স্বজাতীয় ইতিহাস আলোচনারই অধিক আবশ্যকতা উপলক্ষিত হয়। বাস্তবিক যাবৎ আমাদিগের অন্তঃকরণে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপ,

(১৬৯) See "Statesman' on the 7th. February, 1895.

তাহাদিগের সামাজিক রীতি ও নীতির সারবত্তা, তাঁহাদিগের সভ্যতা, সহিষ্ণুতা, মহত্ত্ব, গাম্ভীর্য্য, ঔদার্য্য, সাহস, কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা, ধর্ম্মনিষ্ঠা, সদাচার, দয়া, মায়া, বদান্যতা, শৌর্য্য ও বীর্য্য প্রভৃতি যাবতীয় সদ্‌গুণাবলী আলোচনা করিতে থাকিব, তাবৎকালই আমাদিগের বড় হইবার আশা থাকিবে।

সর্ব্বশেষ নিবেদন এই যে, ইতিহাস লেখা অতিশয় দুরূহ ব্যাপার। অনেক পুস্তকাদি পাঠ করিয়া সুন্দররূপে তাৎপর্য্য হৃদ্গত করিতে হয়, অনেক প্রধান প্রধান বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হয়। বোধ হয় আমার তুল্য অল্পজ্ঞান বিশিষ্ট ব্যক্তি সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সুতরাং প্রক্রান্ত বিষয়ে কতদূর সাধ্যয়সী সিদ্ধি হইয়াছে, তাহা সহৃদয় পাঠক মণ্ডলী বিচার করিবেন।

LIST OF WORKS CONSULTED.

সংস্কৃত ও বাঙ্গালা।

মহাভারত (মূল ও অনুবাদ)
ভারত কোষ।
ত্রিকাণ্ডশেষঃ।
অভিধান চিন্তামণি।
শব্দরত্নাবলী।
শব্দকল্পদ্রুমঃ।
ভবিষ্যপুরাণ।
বাচস্পত্য।
প্রকৃতিবাদ অভিধান।
শব্দার্থ প্রকাশিকা।
বিষ্ণুপুরাণ।
পাণ্ডব বিজয়।
বায়ুপুরাণ।
জন্মভূমি।
বিশ্বকোষ।
দিগ্বিজয় প্রকাশঃ।
প্রতিমা।
গৌড়ীয় ভাষাতত্ত্ব।
জৈমিনি ভারত।
তমোলুকের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ।
রাজতরঙ্গিণী।
আর্য্যদর্শন।
বৃহৎ সংহিতা।
শ্রীমদ্ভাগবত।
কৃষ্ণচরিত্র।
খিল হরিবংশ।
পদ্মপুরাণ।
ব্রহ্মপুরাণ।

ইংরেজী।

Ancient India as described by Megasthenes and Arrian by J. W Mc Crindle.
Si-yu-ki by Samuel Beal.
Hunter's Orissa.
H. H. Wilson's Sanskrit and English Dictionary.
Indian Antiquities.
Ancient India as described by Ptolemy by J. W. Mc Crindle.
Asiatic Researches
R. C. Dutt's History of Civilization in Ancient India.
Imperial Gazetteer of India
Journal of the Royal Asiatic Society.
Cunningham's Ancient Geography of India
Documents Geographiques
Julien's Hiouen Thsang.
East India Gazetteer.
A Statistical Account of Bengal.
A list of the objects of Antiquarian interest in the Lower Province of Bengal.
Muir's Sanskrit texts.
Elphinstone's History of India.

রহস্য-সন্দর্ভ।
মৎস্য পুরাণ।
মার্কণ্ডেয় পুরাণ।
প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ।
সিদ্ধজামল তন্ত্র।
প্রাণতোষিণী তন্ত্র।
অষ্টবিংশতি তত্ত্বানি।
বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব।
রঘুবংশ।
বঙ্গদর্শন।
ভারতী।
মহাবংশ।
দাঠবংশ।
জ্ঞানাঙ্কুর।
শ্রীদারুব্রহ্ম।
দশকুমারচরিত।
কথা-সরিৎ-সাগর।
মনুসংহিতা।
পরশুরাম সংহিতা।
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।
এডুকেশন গেজেট।
বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ।
সময়।
রামায়ণ।
তমোলুক পত্রিকা।
নব্যভারত।
চৈতন্যচরিতামৃত।
সম্বন্ধনির্ণয়।
বান্ধব।
মেদিনীপুর ইতিহাস।

Hunter's Brief History of the Indian People.
Geographical Dictionary of ancient and Mediæval India by Nanda Lal Dey.
Proceedings of Asiatic Society of Bengal.
Mookerjee's Magazine.
Pilgrimage of Fa Hian.
Lethbridge's History of India.
R. L. Mitra's Antiquities of Orissa.
Marshman's History of Bengal.
Max Muller's India what can it teach us ?
R. C. Dutt's Rambles in India.
H. H. Wilson's Mackenzie Collection.
H. H. Wilson's Sanskrit Literature.
Report on the Census of the District of Midnapore.
A short Geography of Bengal by W. H Arden Wood.
Cunningham's Archæological Survey of India.
Ain-i-Akbari.
J. C. Price's History of Midnapore.
Statesman.

ভ্রম সংশোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
[illegible]	১২	আপনাপন	আপন আপন
৫	১৯	Tamalities	"Tamalities
[illegible]	৯	নদীর	নদের
১১	১২	দ্বিগ্বিজয় প্রকাশঃ।	দিগ্বিজয় প্রকাশঃ।
২২	২	সান্তাষণ	সম্ভাষণ
৩৯	১০	ভীম	ভীম
৩৭	৬	১৪৪৮	২৪৬৭
৩৭	১৯	১০২৬	১০২৫
৯৩	১	৫০১৪	৫০২৪
৯৩	১৬	যায়	ধায়
৭২	১৬	(শকাব্দে	শকাব্দে (
৬৯	১৭	দ্বাপপুঞ্জে	দ্বীপপুঞ্জে
৭৮	১	খ	(খ)
১০৩	১	(১৮৬৭)	১৮৬৭